ফাতাওয়া ও মাসাইল

[প্রথম খণ্ড]

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

ফাতাওয়া ও মাসাইল

[প্রথম খণ্ড]

(আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর)

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

অনুবাদক

মুহাম্মাদ শোয়াইব কাবিলপুরী

সম্পাদনা

আবুল কাসেম আদিল

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২, ০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

বই	ফাতাওয়া ও মাসাইল [প্রথম খণ্ড]
মূল	মুফতি মুহম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
অনুবাদক	মুহাম্মাদ শোয়াইব কাবিলপুরী
সম্পাদনা	আবুল কাসেম আদিল
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শামীম আল হুসাইন
অনলাইন পরিবেশক	রকামারি.কম, ওয়াফিলাইফ
প্রকাশকাল	সেপ্টেম্বর ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের চেয়ারম্যান, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সম্মানিত আমীর, উম্মুল মাদারিস আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক, শাইখুল হাদীস **আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.**-এর

মূল্যবান দোয়া ও অভিমত

পৃথিবীতে সত্য-মিথ্যা ও আলো-অন্ধকারের সংঘাত চিরন্তন। সত্যের আলো জ্বলে ওঠা মাত্রই মিথ্যার আঁধার তাকে গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। খারিজী, রাফিযী, শিয়া, মুতাযিলা, জাবরিয়া, কাদরিয়া, জাহমিয়া, মুরজিয়া প্রভৃতি বাতিল ফিরকা ইসলামের নামেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু সত্যের ঝান্ডাবাহী সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহায়ে কিরাম, মুহাদ্দিসীন ও মুতাকাল্লিমীন স্ব স্ব যুগের সকল ফিতনাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে সত্যের নিশান সমুন্নত রেখে গেছেন।

কালের বিবর্তনে ফিতনার রূপ পরিবর্তিত হয়। বর্তমানেও নতুন নতুন ফিতনার উদ্ভব হচ্ছে। বর্তমানের সবচেয়ে জঘন্য ফিতনার একটি হলো, শাখাগত বিভিন্ন মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। তাবৎ তাগুতি শক্তি যখন পৃথিবী থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য সব ধরনের অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে, ঠিক তখনই নব্য আবির্ভূত একটি দল দীনের শাখাগত মতানৈক্যপূর্ণ কতিপয় মাসআলা সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নিরাপদ সুন্দর পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। ইজমা-কিয়াসকে কুরআন-হাদীসের বহির্ভূত বলে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে চার মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের অনুসারীদেরকে গালিগালাজ করা, তাঁদেরকে কাফির-মুশরিক বানানো এবং হানাফীদের নামায হয় না বলে বিভ্রান্তি ছড়ানোকে তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। তাদের সুন্দর বুলি এবং কৌশলী অপপ্রচারে কিছু সাধারণ মুসলমান দ্বিধাদ্বন্দের শিকার হয়ে পড়েছেন।

এ ক্রান্তিলগ্নে দারুল উলূম হাটহাজারীর সিনিয়র মুফতী ও মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী সাহেবের উর্দুতে রচিত বিখ্যাত ফতোয়াগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদের জন্য প্রিয় শাগরিদ মৌলবী শোয়াইব যখন আমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, আমি যুগোপযোগী এ গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাকে অনুমতি প্রদান করি। সে প্রবল উৎসাহে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাণ্ড বইটি অনুবাদ করে ফেলে, যা হাতে পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি, এর বেশ কিছু অংশ পড়েও দেখেছি।

মা-শা-আল্লাহ, প্রতিটি মাসআলা কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিসহ লিপিবদ্ধ হওয়ায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অনেক ভ্রান্ত মতবাদের অসার যুক্তিগুলো খণ্ডন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। জনসাধারণ তো বটেই, আলিমগণও এ বইটির মাধ্যমে উপকৃত হবেন। আমি এর ব্যাপক প্রচার কামনা করছি।

রাব্বুল আলামীন গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সব খেদমত কবুল করুন।

শাহ আহমদ শফি

মহাপরিচালক, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

লেখকের কথা

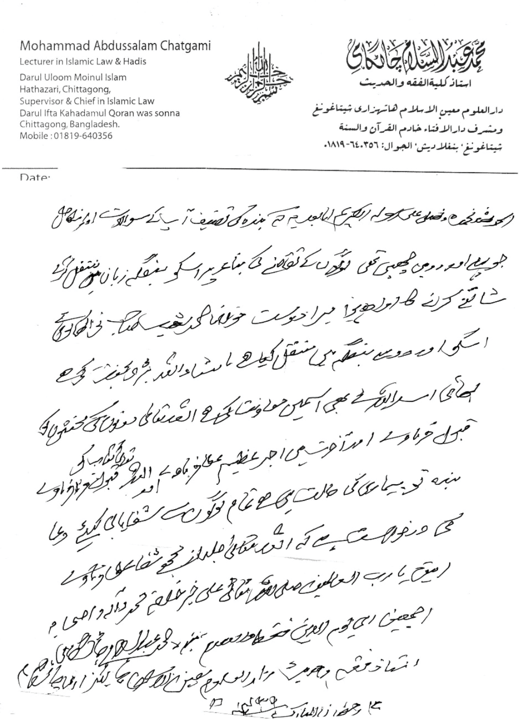
Mohammad Abdussalam Chatgami
Lecturer in Islamic Law & Hadis
Darul Uloom Moinul Islam
Hathazari, Chittagong,
Supervisor & Chief in Islamic Law
Darul Ifta Kahadamul Qoran was sonna
Chittagong, Bangladesh.
Mobile : 01819-640356

محمد عبد السلام چاٹگامی
استاذ كلية الفقه والحديث
دار العلوم معين الاسلام هاتهزارى شيتاغونغ
ومشرف دار الافتاء خادم القرآن والسنة
شيتاغونغ، بنغلاديش، الجوال: ٠١٨١٩-٦٤٠٣٥٦

Date:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। দরূদ ও সালাম রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি।

অধমের রচিত আপকে সুয়ালাত আওর উনকা হল গ্রন্থটি প্রথমে উর্দুভাষায় ছাপা হয়েছিল। পাঠকদের আগ্রহ লক্ষ করে আমার বন্ধু মাওলানা মুহাম্মাদ শোয়াইব গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করার জন্য উদ্যোগী হন। মা-শা-আল্লাহ ইতোমধ্যে তিনি গ্রন্থটিকে উর্দু থেকে বাংলায় রূপান্তর করেছেন। ভাই আসাদুল্লাহ কম্পোজ করে সহযোগিতা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদের দু'জনের শ্রম কবুল করুন, আখিরাতে তাদেরকে এর উত্তম বিনিময় দিন।

আমি খুব অসুস্থ। সবার কাছে সুস্থতার জন্য দোয়ার দরখাস্ত করছি, যেন আল্লাহ তায়ালা দ্রুত আরোগ্য দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন! ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালক্বিহী মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়ীন।

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী

উস্তায, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

১৭ রমযান, ১৪৩৯ হিজরী

অনুবাদকের কথা

মহান রাব্বুল আলামীন সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। আর তার মাঝে মানবজাতিকে সম্মানিত করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীবরূপে। এই মানবসম্প্রদায়ের হিদায়াত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই নবী-রাসূল ও পয়গাম্বরদের পাঠিয়েছেন চিরশান্তির বার্তা নিয়ে। আল্লাহর প্রিয়পাত্র এই নবী-রাসূলগণ যাবতীয় গোমরাহী, ভ্রষ্টতা, পাপাচার ও নাফরমানির গভীরে নিমজ্জিত মানবসম্প্রদায়কে উদ্ভাসিত করেছেন চিরকল্যাণ ও হিদায়াতের রৌশনীতে।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইনতিকালের পর এই মহান পয়গাম্বরী মিশনের দায়িত্ব বর্তায় নবীদের ওয়ারিশ হক্কানী উলামায়ে কিরামের উপর। উলামায়ে কিরাম তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে গেছেন যুগ যুগ ধরে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখক তাঁদেরই একজন।

অধম ১৯৮৩ সাল থেকে জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া আল্লামা বানুরী টাউন করাচি পাকিস্তানের প্রধান মুফতী, আল্লামা **মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী** দা.বা. এর সাহচর্য লাভ করি এবং তাঁর হৃদ্যতা, স্নেহ-মমতা ও নেক নজরে থেকে দীনি ইলম অর্জন করে নিজেকে ধন্য করি। ২০০০ সালে আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাযে মুহতারাম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর একসময় মুফতী আশেক এলাহি বুলন্দশহরী রহ.-এর সুযোগ্য সন্তান মুফতী আবদুর রহমান কাওসার সাহেবকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রদান করেন যে, মুফতী আবদুস সালাম চাটগামীর ফতোয়াগুলো যেন তাঁর 'জামিউল ফতোয়া' নামক গ্রন্থে সংযোজন করে দেন। বেশ কয়েক বছর পর ২০১৬ সালে আমি হযরত উস্তাযে মুহতারামের সাক্ষাতে আসি। তখন হযরতের মুখে উক্ত স্বপ্নের কথাটি শোনার পর তাঁর উর্দু ভাষায় সংকলিত ফতোয়াগ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালি মুসলমানদের খেদমতে পৌঁছে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করি।

হযরত অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাকে *আপ কে সুয়ালাত আওর উনকা হল* গ্রন্থটি ভাষান্তর করতে উৎসাহিত করেন। এরপর আমার প্রাণপ্রিয় শায়খ ও মুরশিদ শাইখুল হাদীস **আল্লামা শাহ আহমদ শফি** দা. বা.-এর নিকট গ্রন্থটির ভাষান্তরের অনুমতি চাইলে তিনিও সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি প্রদান করেন।

তাঁদের অনুমতি, পরামর্শ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে প্রথমে বিশটি প্রশ্নোত্তরের অনুবাদ করে উস্তাযে মুহতারামের নিকট পাঠাই। তিনি অনুবাদটি হাতে পেয়ে খুবই খুশি হন এবং অনুবাদকার্যটি দ্রুত সম্পন্ন করার তাগিদ দেন।

উস্তাযে মুহতারামের সার্বিক দিকনির্দেশনা মোতাবেক ফতোয়া গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবাদের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করি এবং ভুল-ত্রুটিমুক্ত রাখার প্রতি সতকর্তা অবলম্বন করি। তারপরও যেহেতু মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, সেহেতু অনুবাদে কিছু ভুল-ত্রুটি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই পাঠকমহলের কাছে বিনয়ের সাথে আবেদন করছি, গ্রন্থটির কোথাও ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং অবহিত করে কৃতজ্ঞ করবেন; এতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের প্রয়াস পাবো ইন-শা-আল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ আরয, তিনি যেন অধমের এ খেদমতটুকু কবুল করে আরো অধিক পরিমাণে ইসলাম ও ইলমে নববীর খেদমত করার তাওফিক দান করেন। আমীন!

মুহতাজে দোয়া,

মুহাম্মাদ শোয়াইব কাবিলপুরী

সম্পাদকের অভিব্যক্তি

মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী (রহ.) আমার প্রিয় শিক্ষকদের অন্যতম। তাঁর মতো জ্ঞানী ও গুণী শিক্ষাগুরুর শিষ্যত্বলাভ করতে পারা আমার জীবনের অন্যতম আনন্দময় বিষয়। আমার ভেবে ভালো লাগছে যে, দারুল উলূম হাটহাজারীতে অধ্যয়নকালে সামান্য সময় হলেও তাঁর একান্ত সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। বিশেষত উলূমুল হাদীস বিভাগে অধ্যয়নকালে তাঁর দারস আমার চিন্তা নির্মাণে অনেকখানি ভূমিকা রেখেছে। তাঁর সঙ্গে কাটানো সময়গুলো আমার জীবনের সুখস্মৃতি থাকবে।

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাঁর গ্রন্থের কাজে যুক্ত হতে পেরে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

মুফতী সাহেব (রহ.) বইটি ছাপার অক্ষরে দেখে যেতে চেয়েছিলেন। ইন্তেকালের কয়েকদিন আগেও তিনি প্রকাশককে তাগাদা দিয়েছিলেন। দুঃখজনকভাবে আমরা সময়মতো তাঁর হাতে বইটি তুলে দিতে পারিনি। এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে অনেকাংশে দায়ী মনে করছি। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যস্ততা এবং হয়ত কিছুটা আলস্যের কারণে সম্পাদনা সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যর্থতার দুঃখ আমি কখনো ভুলতে পারব না।

আল্লাহ তায়ালা গ্রন্থটিকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। বিশেষভাবে গ্রন্থকারের কবরকে রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন-মহান করুণাময়ের কাছে এই মিনতি।

আবুল কাসেম আদিল
২৯-০১-২০২১

সূচিপত্র

বান্দা যত দীনদারই হোক আল্লাহর রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ২৯
জান্নাত-জাহান্নামে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ৩০
ইবরাহীম আ.-এর স্ত্রী হাজেরাকে দাসী সাব্যস্ত করা উচিত নয় ৩১
তাকদীর নিয়ে বিতর্ক করা গুনাহ। আল্লাহ মানুষকে উপার্জন করার আদেশ দিয়েছেন। তবে সেটুকু অর্জন করতে পারবে যেটুকু ভাগ্যে আছে। ৩৩
সাহাবায়ে কিরাম থেকে গুনাহ প্রকাশিত হলেও তাঁরা পরবর্তীদের জন্য ন্যায়ের মাপকাঠি ৩৫
সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রকাশিত ভুল ইচ্ছাকৃত ছিল না এবং তাঁরা নিজের ভুলের ওপর স্থির ছিলেন না ৪৭
সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ হওয়ার কারণ ৫০
আলী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু লোক তাঁকে অন্যায়ভাবে খলীফা হতে দেয়নি- এ-কথা কি ঠিক? ৫২
তাকলীদ জায়েয নেই— এই দাবি ভ্রান্ত ৫৪
বুখারী ও মুসলিম শরীফে হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষের হাদীস না থাকার কারণ ৫৬
জান্নাত-জাহান্নাম, কবরের আযাব ও কবরে মুনকার-নাকীরের প্রশ্নোত্তর কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৫৯
গন্দম খাওয়া সত্ত্বেও আদম আ.-কে দোষী সাব্যস্ত করা অন্যায় ৬১
রাসূলুল্লাহ সা.-এর ভাষ্যানুযায়ী সূর্যের তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ জাহান্নাম ৬৩
ঈসা আ. কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে; কিয়ামতের আগে পুনরায় দুনিয়াতে অবতীর্ণ হবেন ৬৫
মৃত্যুর সময় আখিরাতের দৃশ্য সামনে আসার পর তাওবা কবুল হয় না ৬৬
ইয়াযিদ ফাসিক ছিল। আল্লাহ ক্ষমা না করলে সে শাস্তি ভোগ করবে আর আল্লাহ ক্ষমা করলে তাকে ফাসিক বলা ঠিক নয়। ৬৮

হযরত আবু বকর ও উমর রা.-কে গালিগালাজকারী কাফির....................৬৯
আল্লাহর সাহায্যে বদরযুদ্ধে বিজয় হয়েছে..৭০
আবু জাহেল এই উম্মতের ফিরাউন..৭১
দীনের দাবিদার ৭৩ উপদলে বিভক্ত হবে; তন্মধ্যে একদল জান্নাতবাসী, বাকি সবাই জাহান্নামী..৭৪
'শরীয়ত মানি না' বলা কুফরি বাক্য; এমন বাক্য উচ্চারণকারীর ঈমান ও বিয়ে নবায়ন করা জরুরি...৭৫
সুদদাতা ও গ্রহীতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ক্ষতিকর.....................................৭৭
শিয়া ইসনা আশারিয়া, বুহারী, খোজাহ, ইসমাঈলী প্রভৃতি ফিরকার লোক কি মুসলমান? তাদের জানাযায় শরিক হওয়া কি জায়েয?..........................৮০
মদপানকে হারাম বিশ্বাস করে পানকারী ফাসিক আর হালাল মনে করে পানকারী কাফির..৮২
দাজ্জাল ঈমানদারদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার পর দর্শকরা কী অনুভব করবে? ৮৩
দাজ্জাল কি ফিতনা সৃষ্টির জন্য মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে?...................৮৪
শয়তানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শয়তানের সন্তানসন্ততিও অংশীদার.................৮৪
নেক কাজ দ্বারা কি তাকদীর পরিবর্তন হয়?..৮৭
মুসলিম পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ও ইসলামী বিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান কী?..৮৮
রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী রা.-এর খিলাফতের ব্যাপারে কোনো ওসিয়ত করেননি ৮৯
রাসূলুল্লাহ (সা.) নবী এবং মানুষ ছিলেন, তাঁরও ভুল হতো— একথা কি ঠিক? ৯০
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মুজিযা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এর অস্বীকারকারীরা পথভ্রষ্ট..৯১
নামাযী ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে মারা গেলে মনে করবেন তিনি মুসলিম অবস্থায় মারা গেছে..৯৩
দুগ্ধপোষ্য শিশু মারা গেলে তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর হবে না, কবরের আযাবও হবে না; কবরে তার জন্য দুগ্ধদানকারিনী নিযুক্ত করা হবে।...........................৯৪
মৃত্যুর পর কাফিরের সন্তান কোথায় যাবে?..৯৫
রাসূলুল্লাহ (সা.) অধিকাংশ মহিলাকে জাহান্নামে দেখেছেন মর্মে বর্ণিত হাদীসটি কি সহীহ?...৯৫

কাফির অবস্থায় কবীরা গুনাহ করলে ইসলাম গ্রহণের পর তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে..৯৮
বিদয়াতপন্থিদের জন্য কি রাসূল (সা.) সুপারিশ করবেন?.......................৯৯
সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পর তাওবা কবুল হওয়া বন্ধ হবে, নাকি 'দাব্বাতুল-আরদ' বের হবার পর বন্ধ হবে?......................................১০০
আবু তালিব রাসূল (সা.)-কে সত্য মনে করতেন কিন্তু মান্য করতেন না.....১০১
আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াত হাসান ও হুসাইন রা.-কে ভালোবাসে, ইসলামের ওপরও অবিচল; শিয়া সম্প্রদায় এরূপ নয়..১০৩
কবরের মাটি কি সবাইকে গ্রাস করবে?..১০৫
কুফরি চিন্তা যদি শুধু মনে উদয় হয়, মুখে উচ্চারণ না করে– তাহলে তা কুফরি নয়। এরকম ব্যক্তির জন্য সর্বাবস্থায় ইস্তিগফার করা জরুরি। কখনো মুখে উচ্চারণ করা উচিত নয়। কেননা তা কুফরি।....................................১০৬
স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করা নাজায়েয ও হারাম; হালাল মনে করা কুফুরি ও ভ্রান্তি ১০৭
চুরি, ডাকাতি ও লুটপাটের সময় চোর, ডাকাত ও লুটেরার ঈমান থাকে না। এ-অবস্থায় মারা গেলে কুফুরি অবস্থায় মৃত্যু হবে।...............................১০৮
এই ধরনের অপরাধীদের হত্যা করার বিধান:......................................১০৯
পুলসিরাত জাহান্নামের উপর অবস্থিত। তার উপর দিয়ে সবাই চলতে শুরু করবে। তবে জান্নাতীরা অতিক্রম করতে পারবে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে।..১১০
হাশরের মাঠে নবী (আ.) উম্মতকে কীভাবে চিনবেন?.............................১১১
নামায-রোযা-হজ-যাকাত জরুরি মনে করে না অথচ নিজেকে মুমিন দাবি করে, এমন লোক কি মুসলমান?...১১২
'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদদাল্লীন'-এর ব্যাখ্যা ইহুদি-নাসারা, এটি কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?...১১৪
'তারা তাকওয়া ও মাগফিরাতের অধিকারী' কুরআনের এই আয়াতের উদ্দেশ্য ১১৫
কুরআনের এই আয়াতের অর্থ কী?...১১৬
তাফসীরের কিতাব দ্বারা প্রমাণিত, ইসহাক আ.-এরও যাবীহুল্লাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে; অথচ যাবীহুল্লাহ হিসেবে ইসমাঈল আ. প্রসিদ্ধ। কোনটি ঠিক?.......১১৭
সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক অন্যকে প্রাধান্য দেয়া সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত তিনটি

ঘটনা...১১৮
প্রথম ঘটনা: ১১৯
দ্বিতীয় ঘটনা:...১১৯
তৃতীয় ঘটনা:...১২০
নির্লজ্জ ব্যক্তি মুসলমান হলেও পূর্ণ ঈমানদার নয়.................................১২১
লুঙ্গি ও পাজামা দু'টিই সুন্নাহসম্মত পরিধেয়..১২২
আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কীভাবে বন্ধু বলেছেন?...............১২৩
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীস অস্বীকার করা জঘন্য ভ্রান্তি............১২৪
তাহাজ্জুদ নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নাকি সুন্নাতে যায়িদাহ?.................১২৫
মহরে ফাতেমী সুন্নাত না মুস্তাহাব?...১২৭
উহুদ পাহাড় তো স্রেফ মাটি, তা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) কীভাবে বললেন, আমরা উহুদ পাহাড়কে ভালোবাসি, সেও আমাদের ভালবাসে?.........................১২৮
নির্লজ্জ ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান কী?..১৩১
হাদীসে নারীদের সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে.........................১৩২
মিসওয়াক করা সুন্নাত, ব্রাশ করা জায়েয.......................................১৩৩
অমুসলিমের সালামের জবাব দেয়ার পদ্ধতি.....................................১৩৪
মজলিসের কাফফারার দোয়া...১৩৫
কবিতায় শরীয়তবিরোধী মর্ম না থাকলে জায়েয..................................১৩৬
রাসূলুল্লাহ (সা.) আদম আ.-এর বংশধর, মানবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত........১৩৮
রাসূলুল্লাহ (সা.) লুঙ্গি-পাজামা উভয়টি পরেছেন.................................১৪০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুনা গোশত খেয়েছেন............১৪১
বেগানা মহিলার হাত ধরে বাইয়াত করা নাজায়েয..............................১৪২
বাইয়াতের পর নির্দেশনা না মানলে বাইয়াত ভঙ্গ হয় না.....................১৪৪
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কুরআন-হাদীস বিশেষজ্ঞ ও ফিকহশাস্ত্রবিদ ছিলেন ১৫০
'আরব অপমানিত হলে ইসলামও অপমানিত হবে' এই হাদীস কি সহীহ?...১৫২
রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো লাগাতার তিনদিন তৃপ্তিসহ খাবার খান নি- এই হাদীস সহীহ...১৫৩
'দীনদার গরিব দীনদার ধনীর পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে যাবে' কথাটা কি ঠিক? ১৫৪
শৈশবে খতনা না হয়ে থাকলে বড় হওয়ার পর খতনা করা সুন্নাত। ইসলামের

নিদর্শন হওয়ার কারণে খতনা করা ওয়াজিব।......................................১৫৬
প্রচলিত মিলাদ সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই.................................১৫৭
যাদের দাঁত অপরিষ্কার ও মুখে দুর্গন্ধ, তাদের জন্য মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা সুন্নাত..১৫৮
মজলিসে যাওয়ার আগে মিসওয়াক করা জরুরি...................................১৫৯
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা সম্পর্কীয় মুজিযাকে যুক্তি ও বাস্তবতাবিরোধী মনে করা ভ্রষ্টতা...১৬১
গাছ রাসূলুল্লাহর ডাকে সাড়া দিল, এরপর নিজ স্থানে চলে গেল..............১৬৪
যতবার দেখা হোক প্রত্যেকবার মুসাফাহা করা সাওয়াবের কাজ..............১৬৬
মসজিদের মিম্বারে তিন সিঁড়ি সুন্নাত না দুই সিঁড়ি সুন্নাত?.....................১৬৬
সাধারণ মজলিসে ফেরেশতারা কেন আসেন?..১৬৭
হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা কি পরচর্চার অন্তর্ভুক্ত?.........১৬৮
সর্বপ্রথম আল্লাহ কী সৃষ্টি করেছেন?..১৬৮
জিন ও ফেরেশতার অস্তিত্ব অস্বীকার করার বিধান................................১৭০
আদম আ.-কে সৃষ্টি করার সময় শয়তান কি তাঁর দেহে আসা-যাওয়া ও খেলাধুলা করত?..১৭২
আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর কবর কোথায় অবস্থিত?..........................১৭৩
দু'জন আলেমের একজন শিক্ষক আর অন্যজন তাবলীগের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের মধ্য থেকে কে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছেন?...১৭৩
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফকীহ, হাদীস বিশেষজ্ঞ, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, খোদাভীরু ও সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম...১৭৪
ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সমকালীন দুই হাম্মাদের বিশ্লেষণ................১৮১
হুরূফে মুকাত্তাআত খোদাইকৃত আংটি ব্যবহার করার বিধান..................১৮২
শরীয়াহ অনুমোদিত কারণ ছাড়া আত্মীয়তা ছিন্ন করা নাজায়েয ও হারাম..১৮৩
যাঁদের থেকে কুরআন শিক্ষার আদেশ দেয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে উবাই বিন কা'বের চেয়ে আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ অগ্রগণ্য..................................১৮৩
আবু বকর রা. নিজেকে খিলাফতের উপযুক্ত সাব্যস্ত করেননি, হাদীসের আলোকে খিলাফত সম্পর্কীয় মূলনীতি বর্ণনা করেছেন......................................১৮৫
নারী-নেতৃত্ব নাজায়েয হওয়ার দলিল...১৮৬
হালাল-হারাম সব রিযিকই আল্লাহর দান বিষয়ে বিশ্লেষণ.....................১৮৯

নমরূদ যখন ইবরাহীম আ.-কে আগুনে নিক্ষেপ করে, তখন তিনি কোন দোয়া পড়েছেন?........১৯০
দুনিয়া পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে দীনদার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে; বেঈমান ও বেদীন ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকবে।........১৯১
আবু বকর ও উমর রা. সম্পর্কে হযরত আলী রা.-এর অভিমত........১৯৩
জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সংজ্ঞা কী? এখন কি কোথাও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ চলমান আছে?........১৯৪
অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট। দীনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ খুব কম। এ-অবস্থায় আমাদের করণীয় কী?........১৯৮
রাসূলুল্লাহ (সা.) টুপি পরতেন........১৯৯
দীন-বিরোধী কুমন্ত্রণা অন্তরে স্থান দেয়া ও মুখে উচ্চারণ করা গুনাহ........১৯৯
হক্কানী পীরের পরিচয়........২০০
নামায-রোযা জরুরি নয়, পীর সাহেবের খেয়াল রাখা জরুরি- এ-কথা কতটুকু ঠিক?........২০১
অভাবগ্রস্তকে ন্যায্য মূল্যে জমি দিলে দশগুণ সাওয়াব হবে, ন্যায্য মূল্যের বেশি মূল্য নিয়ে জমি দিলে সাওয়াব কম হবে........২০৩
যে কোনো দীনি অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয........২০৪
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র যিকির ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহাল্লাহিল আযীম’ থেকে উত্তম।........২০৫
সাইয়িদ বংশের সহযোগিতার জন্য যাকাত-সদকা গ্রহণ করা জায়েয নেই........২০৬
কবিতার মর্ম ভালো হলে ভালো কবিতা, মর্ম খারাপ হলে খারাপ কবিতা........২০৭
ওয়ায মাহফিলে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হয়........২০৯
অন্যের সন্তানকে লালনপালনকারী মহিলা লালনপালনের পরিপূর্ণ সাওয়াব পাবেন........২১০
পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া কি জিহাদে শরিক হওয়া উচিত?........২১১
তাবলীগে যাওয়ার নিয়ত করলে দশ নেকি, তাবলীগে বের হলে কোটি কোটি নেকি- এ-কথার ভিত্তি কী?........২১৩
কিয়ামতের দিন পাওনা হকের পরিবর্তে নেক আমল দেয়া হবে........২১৪
দুইজন বয়সে এবং আমলে সমান, তবে একজন আগে ও অপরজন পরে মারা যায়, উভয়ের মর্যাদায় কতটুকু পার্থক্য হবে?........২১৫
দেওবন্দি ও সরকারি মাদরাসার পার্থক্য........২১৬

সরকারি প্রতিষ্ঠান **থেকে** শিক্ষাগ্রহণকারীদের ইলম-আমল কম হলেও অর্থ উপার্জনে তারা অগ্রসর........২১৮
রেডিও আফ্রিকায় কিছু আলেম দাওয়াত ও তাবলীগ বিষয়ে অনুষ্ঠান করেন, যাতে শরীয়ত-বিরোধী বিষয়ও পরিলক্ষিত হয়, এর শরয়ী বিধান কী?......২২১
যেসব আলেম জাগতিক স্বার্থে শাসকদের মজলিসে যায় তারা মন্দ আলেম২২৩
ইসলামী ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্সের লেনদের বিধান........২২৫
মাহফিলে মাইকে অথবা মাইক ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করার বিধান.....২২৬
কুরআন তিলাওয়াত নীচুশব্দে করা সুন্নাত........২২৭
মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের শর্তে জান্নাতের জামিন........২২৮
মৃত্যুর পর আত্মা ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জীনে থাকলে মৃতের কবরে কীভাবে আযাব হবে?........২২৮
হাউযে কাউসারের পানি পান করানোর সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে কীভাবে চিনবেন?........২৩০
হাশর ময়দানে রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে কীভাবে চিনবেন?........২৩১
মি'রাজের রাতে আল্লাহ তায়ালা যে বিশেষ নিয়ামত দান করেছেন........২৩৩
সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী........২৩৪
রোগী দেখার দোয়া........২৩৫
মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও ইসলাম এবং ইসলামী বিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে শরয়ী বিধান........২৩৫
জুমার দিন দরূদ পড়ার ফযীলত অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি........২৩৬
ওয়াসওয়াসা দূর করার দোয়া........২৩৬
দুশ্চিন্তা দূর করার কার্যকর দোয়া........২৩৭
নারীদেরকে স্বল্প জ্ঞান ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বলে কটাক্ষ করা সমীচীন নয়.....২৩৭
মহিলাদের বুদ্ধি অপূর্ণ হলে তাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো হয় কেন?........২৩৯
নারীজাতি স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা স্বামীর অবাধ্যতা করে। আল্লাহ ক্ষমা না করলে জাহান্নামে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।........২৪০
প্রচলিত মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিধান........২৪২
পোশাক সম্পর্কে শরয়ী মূলনীতি অনুসরণ করা জরুরি........২৪৩
ইসমে আযম ও তার উপকার........২৪৪
আলেমে দীনদের সান্নিধ্যে ধর্মহীনতা থেকে মুক্ত থাকা যায়........২৪৫
সাপ-বিচ্ছুর দংশন থেকে মুক্তির দোয়া........২৪৭

শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার স্বাদ পেতে করণীয়..............................২৪৮
হযরত ইবরাহীম আ.-এর কতজন স্ত্রী ছিলেন?..................................২৪৮
একরাতে নবী (সা.) ৯ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছেন, এ-কথা কি সত্যি?...২৪৯
মুসলমানদের জন্য দীনের আনুগত্য করা জরুরি, তারা কাফিরদের মতো স্বাধীন নয়...২৫০
আলেমদেরকে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে হয়রানি করা জায়েয নেই...........২৫৩
প্রথম প্রশ্নের উত্তর: ২৫৪
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর:..২৫৪
তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর:...২৫৪
দুনিয়াবি জ্ঞানার্জন করাও কি ফরয?..২৫৫
দীনের ওপর পরিপূর্ণ আমলকারী দীনদার আর দীনের কিছু অংশের ওপর আমলকারী তুলনামূলক দীনদার...২৫৭
শোনা-কথায় বিশ্বাস করা মুসলমানের জন্য সমীচীন নয়......................২৬০
উলামায়ে কিরাম ব্যস্ততার মধ্যেও তালীম ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখবেন; অন্যথায় জবাবদিহি করতে হবে..২৬২
গুনাহের ক্ষমা এবং প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার দোয়া...............................২৬৩
মামলা-মোকাদ্দমায় সফলতার জন্য বিশেষ দোয়া..............................২৬৪
সাক্ষাতের শুরুতে এবং বিদায়ের সময় সালাম-মুসাফাহা করা সুন্নাত.......২৬৫
পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা ও তাঁর সেবা করা সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য..২৬৬
মাতাপিতা ও শিক্ষককে কষ্টদাতা আলেম ফাসিক...............................২৬৮
কাদেরীয়া সিলসিলার বুযুর্গ রায়পুরী দা.বা.-এর হাতে বাইয়াত হতে পারেন ২৭১
হক্কানী পীরের দেয়া যিকির ও আমল করলে সাওয়াব পাওয়া যায়...........২৭৩
শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় যিকির করা জায়েয ও উপকারী........................২৭৪
দাওয়াত খেয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা উচিত নয়...২৭৬
মি'রাজের রাতে নামায ফরয হওয়ার সময় ওযুর কথা বলা হয়নি কেন?....২৭৭
প্রস্রাবের পর কখন ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নাত ও কখন ওয়াজিব..............২৭৯
ওযুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত...২৮০
হাউযে কাউসারের পাশে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের উম্মতকে ওযুর চিহ্ন দ্বারা চিনবেন...২৮১

সন্দেহপ্রবণ ব্যাক্তির সাথে ঝগড়া না করে তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত........২৮২
ওযুর অঙ্গের এক চুল পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকলেও ওযু হবে না........২৮৪
এক দিরহাম পরিমাণ গুরুতর নাপাক লাগা অবস্থায় নামায পড়া জায়েয নেই। তবে এ থেকে কম হলে মনে পড়ার সাথে সাথেই নাপাক ধৌত করা সুন্নাত। মনে না পড়লে নামায হয়ে যাবে।..২৮৫
অপবিত্র নারী-পুরুষ সূর্যোদয়ের পর জাগ্রত হয়ে তাড়াতাড়ি গোসল করে ফজরের কাযা নামায আদায় করে নিল; এমতাবস্থায় তাদের গোসল ও নামায-রোযা হবে কি?..২৮৭
ওযুর পর স্ত্রীকে চুম্বন করে নামায আদায় করলে নামায হবে................২৮৮
মৃত পশুর চামড়া ছাড়িয়ে পরিশোধন করলে পবিত্র হয়........................২৮৯
দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাব নাপাক..২৯০
মাসিকের সময় মহিলাদের সাথে পানাহারসহ স্বাভাবিক কাজকর্ম করা জায়েয; তবে আবরণহীন সাহচর্য জায়েয নেই..২৯১
মাসিক অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস হারাম...২৯৩
সহবাসের সময় পরিহিত কাপড় পবিত্র থাকলে তা পরিধান করে নামায পড়া জায়েয...২৯৩
মহিলাদের কি স্বপ্নদোষ হয়? বারো বছরের মেয়ে কি বালেগা হতে পারে?..২৯৪
মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করা ওয়াজিব?..........................২৯৫
যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তার জন্য একবার গোসল করাই কি যথেষ্ট?...২৯৬
নামাযের মধ্যে প্রস্রাবে ফোঁটা বের হয়েছে সন্দেহে হাত দিয়ে দেখার পর কিছু পাওয়া না গেলে নামায হয়ে যাবে..২৯৬
সহবাসের সময় বীর্যপাত না হলে কি গোসল ওয়াজিব হবে?.................২৯৭
বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দুধ পান করা মাকরূহ......................................২৯৮
কুকুর পাক না নাপাক?...২৯৯
কুকুর প্রতিপালন করার বিধান কী? কুকুরের মুখ দেয়া বস্তু পাক না নাপাক? ৩০০
যদি চারটি রুটি থেকে দু'টি কুকুর নিয়ে যায়, অবশিষ্ট দুই রুটির মধ্যে যদি কুকুরের মুখ লাগার চিহ্ন না থাকে, তাহলে অবশিষ্ট দুই রুটি খাওয়া জায়েয ৩০১
কার্পেটে কুকুর প্রস্রাব করলে পবিত্র করার পদ্ধতি কী?........................৩০২

আযান শুনে শয়তান পলায়ন করলে কীভাবে নামাযে কুমন্ত্রণা দেয়?........৩০২
মুয়ায্যিন ফাসেক হলে অথবা শুদ্ধভাবে আযান দিতে না পারলে মুয়ায্যিন পরিবর্তন করা জরুরি...৩০৪
আযানের প্রসিদ্ধ দোয়া ব্যতীত আর কোনো দোয়া কি জরুরি?..............৩০৫
কিয়ামতের দিন ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের ব্যাপারে এবং বান্দার হকের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে....................................৩০৬
এক মসজিদে আযান দিয়ে অন্যান্য সকল মসজিদে আযান না দিয়ে শুধু সম্প্রচার করার বিধান...৩০৭
মহিলাদের নামাযের জন্য মসজিদের আযানই যথেষ্ট...........................৩১১
আযান কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত..৩১২
শরয়ী প্রমাণ ছাড়া ইমাম-মুয়াজ্জিনের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া মারাত্মক গুনাহ ৩১৩
কোনো কারণে হাসপাতালে নবজাতকের কানে আযান দেয়া না হলে পরে আযান দেয়া যাবে কি?...৩১৫
যখন দাজ্জাল বের হবে ও এক দিন এক বছরের সমান হবে, তখন নামায এক বছরের পড়তে হবে নাকি এক দিনের?..৩১৬
পাঁচ ওয়াক্ত নামায দ্বারা কী ধরনের গুনাহ মাফ হয়?...........................৩১৮
ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল। বর্তমানে তাদের জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই। ফিতনার সম্ভাবনা থাকায় সাহাবায়ে কিরাম নিষেধ করেছেন।..৩১৯
মহিলাদের জন্য মসজিদে ব্যবস্থা রাখার বিধান.................................৩২১
নিয়মিত ফজরের নামায তরককারীকে বোঝানো উচিত.......................৩২২
কারী এবং আলেমের মধ্যে কে ইমামতির অধিক উপযুক্ত?..................৩২৪
প্রস্রাব টপকানোর সন্দেহের কারণে জামায়াত ছাড়া যাবে না...............৩২৫
সময়মত নামায আদায় করা ফরয...৩২৬
গ্রীষ্মকালে যোহর এবং আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়া ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মতে মুস্তাহাব ও হানাফীদের মতে দেরি করে পড়া মুস্তাহাব হওয়ার কারণ ৩২৭
জামায়াত পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকলে মসজিদে চলে যাওয়া উচিত.....৩৩১
জামায়াতে নামায পড়ার ফযীলত সম্পর্কিত পরস্পর-বিরোধী হাদীসের ব্যাখ্যা ৩৩২

ইকামতের সময় মুসল্লিরা কখন দাঁড়াবেন?..............................৩৩৩
মাযহাব-অনুসারীদের নামায সুন্নাহ-পরিপন্থি নয়..............................৩৩৪
দাড়িবিহীন ব্যক্তিদেরকে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে না দেয়ার বিধান..........৩৩৬
নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না পড়ার কারণ....................................৩৩৭
নামায চলাকালীন শিশুর কান্নায় মুসল্লিদের ডিস্টার্ব হলে কিরাত সংক্ষিপ্ত করা জায়েয..৩৩৮
ইমাম সাহেবের সন্তান নামায চলাকালে মসজিদে এলে ইমাম সাহেবের জন্য কি তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়া জায়েয?...৩৩৮
সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের আগে কি মুসল্লিদেরকে জানানো ইমামের জন্য জরুরি?..৩৩৯
নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়া নাকি নিঃশব্দে পড়া সুন্নাত?...............৩৪১
সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হয় না- এই দাবি সত্য নয়.....................৩৪২
ইমামের পেছনে কিরাত না পড়ার প্রমাণ...৩৪৪
হানাফীদের ইমামের পেছনে কিরাত না পড়ার কারণ : কুরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা ৩৪৭
১.যায়েদ বিন সাবিত রা.-এর ফতোয়া:..৩৫৫
২.আবদুল্লাহ বিন উমর রা.-এর ফতোয়া:...৩৫৫
৩.হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,...........৩৫৫
৪.হযরত আলী রা.-এর ফতোয়া:...৩৫৫
৫.হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর ফতোয়া:..............................৩৫৫
৬.হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ফতোয়া:..................................৩৫৬
৭.খুলাফায়ে রাশেদীনের ফতোয়া: ৩৫৬
ইমাম সাহেব তাকবীর লম্বা করার কারণে যদি মুক্তাদী ইমামের আগেই তাকবীর পাঠ সমাপ্ত করে ফেলে, তাহলে উক্ত নামাযের বিধান কী?......................৩৫৭
ফজর ও যোহরের নামাযে বড় সূরা অর্ধেক করে পড়া জায়েয...............৩৫৮
তাকবীর ও সানার মতো কিরাতে ইমামের অনুসরণ না করার কারণ.......৩৫৯
হানাফীরা তাকবীরে তাহরীমার পর সানা ছাড়া অন্য কোনো দোয়া কেন পড়ে না?...৩৬০
হাত না উঠালে নামায হয় না-গায়রে মুকাল্লিদদের এই দাবি মিথ্যা.........৩৬১
পাগড়ির প্যাঁচের উপর সিজদা করলে সিজদা আদায় হবে কি না?...........৩৬৪
ফরয ও নফল নামাযে সূরা বা আয়াত পুনরায় পড়ার বিধান.................৩৬৪

চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মেলানো ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী উভয়ের জন্য ওয়াজিব। শেষ দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত।..৩৬৫
ভুলক্রমে নামাযে একই আয়াত বারবার পড়লে কিরাতের ফরয আদায় হবে কি? ৩৬৫
নামাযে ওয়াজিব তরক করার পর সাহু সিজদা করলে নামায আদায় হয়ে যায় এবং পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যায়...৩৬৬
কাযা নামায আদায় করা ফরয..৩৬৭
রুকু থেকে উঠে 'রাব্বানা লাকাল-হামদ' বলার পর অন্যান্য দোয়া পড়ার বিধান ৩৬৮
তাহাজ্জুদের নামায কত রাকাত?..৩৬৯
নামায অবস্থায় অসুস্থ মা ডাকলে ছেলের করণীয়...............................৩৭০
আসরের নামাযের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। দুই রাকাত পড়াও জায়েয।..৩৭৩
সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ১২ রাকাত, বাকি সব সুন্নাতে যায়িদাহ..................৩৭৪
চাশতের নামায কি সুন্নাত?...৩৭৫
ফজর ও আসরের ঠিক পরপর নফল পড়া জায়েয নেই.......................৩৭৬
সৌদি আরবের মানুষ নফল কম পড়ে, শুধু ফরযের গুরুত্ব দেয়- একথা কি সত্য?..৩৭৬
নারীদের জন্য মসজিদের তুলনায় ঘরের নামাযে সাওয়াব বেশি। বর্তমান যুগে ফিতনার সম্ভাবনা প্রবল হওয়ায় তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া মাকরূহ তাহরিমী। ৩৭৭
সুন্নাত ও নফল আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহব্বত লাভের কারণ...৩৭৮
মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?...............৩৮০
মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত.........................৩৮১
তাহাজ্জুদের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নাকি গায়রে মুয়াক্কাদা?...............৩৮২
বিতর নামায ৩ রাকাত ওয়াজিব..৩৮৪
নামাযের মধ্যে ওয়াসওয়াসা ও অধিক ভুল শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। এর জন্য ইস্তেগফার করা উচিত।..৩৮৬
কারুকার্য খচিত পোশাক পরে নামায পড়া মাকরূহ...........................৩৮৭

ঠিকভাবে রুকু-সিজদা না করা নামাযে চুরি করার সমতুল্য..................৩৮৮
পুরোপুরি বেনামাযী ফেরাউনের সঙ্গী..৩৯০
নামাযের মধ্যে দাড়িতে হাত বুলানোর বিধান....................................৩৯১
ঘুমের প্রাবল্যের কারণে নামায কাযা হলে জাগ্রত হওয়ার পর তাৎক্ষণিক পড়ে নেবে..৩৯২
মহিলাদের ঋতুকালীন নামাযের কাযা করতে হয় না কিন্তু রোযার কাযা আদায় করতে হয় কেন?...৩৯৩
প্রত্যেক নামাযের পর নিয়মিত হাদীস বর্ণনা করার বিধান...................৩৯৫
ফরয নামাযের পর হাত তুলে দোয়া করা মুস্তাহাব.............................৩৯৬
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সম্মিলিত দোয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত না হলেও কথা দ্বারা প্রমাণিত...৩৯৭
কপালের উপরের (চুলের সঙ্গে মিলিত) অংশ দ্বারা সিজদা করা জায়েয...৩৯৯
আরামদায়ক সফরেও কসর পড়া জরুরি, পূর্ণ নামায আদায় করা নাজায়েয ৩৯৯
সফরে কষ্ট না হলেও নামায কসর পড়া আবশ্যক হওয়ার কারণ.............৪০১
হজ বা অন্য কোনো সফরে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া জায়েয আছে কি? ৪০৩
সেনাদল ট্রেনিংয়ের জন্য জঙ্গলে বা সমুদ্রে অবস্থানকালে মুসাফির গণ্য হবে নাকি মুকিম গণ্য হবে?..৪০৪
মৃতকে গোসল দেয়ার আগে ওযু করাতে হবে। কুলি ও নাকে পানি দেয়ার স্থানে ভেজা কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।......................................৪০৫
অসহায়ত্বের কারণে ও ক্রোধান্বিত হয়ে আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া যাবে কি? ৪০৭
জানাযার সময় মৃত ব্যক্তি ভালো মানুষ ছিল মর্মে স্বীকারোক্তি আদায় করার বিধান...৪০৮
মৃতের জানাযায় উপস্থিত হওয়া ফরযে কিফায়া। উপস্থিত হতে না পারলে না 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়াই যথেষ্ট।......................৪০৯
যে ঘরে মানুষ মারা গেছে সে ঘরে কতদিন পর্যন্ত বিবাহ-শাদি নাজায়েয?...৪১০
ইমাম সাহেব জানাযার নামাযে এক তাকবীর বেশি বললে জানাযা হবে কি? ৪১২
কবরস্থানে জুতা নিয়ে যাওয়ার বিধান..৪১৩

মহিলাদের জন্য বেপর্দা অবস্থায় কবরস্থানে যাওয়া নাজায়েয................. ৪১৪
লাশের সাথে মহিলাদের বের হওয়া নাজায়েয ও হারাম........................ ৪১৫
যে ব্যক্তি ভালো-মন্দ সব ধরনের আমল করেছে তবে শেষে জিহাদে শহীদ হয়েছে, তার হুকুম কী?.. ৪১৬
ডাকাতের হাতে নিহত ব্যক্তি শহীদ.. ৪১৮
যারা লুটপাট ও হত্যা করা হালাল মনে করে তাদের জানাযা পড়া যাবে না৪১৯
নিহত ব্যক্তি মজলুম হলে শহীদ, জালিম হলে জাহান্নামী...................... ৪২০
তারাবীহ রাকাত-সংখ্যা ও মুসাফাহা করার পদ্ধতি............................... ৪২১
তারাবীহ বিশ রাকাত হওয়ার পক্ষে সহীহ হাদীস আছে কি?................. ৪২৫
হানাফীদের তারাবীহ নামায সুন্নাহসম্মত, ... ৪২৬
সুন্নাহ-পরিপন্থি নয়.. ৪২৬
হযরত উমর রা.-এর আমলে তারাবীর প্রচলন শুরু হওয়ার সময় কারী একজন থাকলেও এখন দু'জন কেন?.. ৪৩০
জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব না সুন্নাত? এই দিনে গোসলের তাৎপর্য কী? ৪৩৩
জুমার দিন গোসল করা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়.................................... ৪৩৬
জুমার নামাযের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে দামি পোশাক পরা সুন্নাহসম্মত না সুন্নাহবিরোধী?.. ৪৩৭
যারা জুমার খুতবা শুরু হওয়ার পরে বা খুতবা অর্ধেক শেষ হওয়ার পরে উপস্থিত হয়, তারা কি পূর্ণ সাওয়াব পাবে?... ৪৩৭
মুসলমানদের জন্য শুক্রবারকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জন্য শনিবার ও রবিবার নির্ধারণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও কি সব দিন সমান?.. ৪৪০
জুমাবারে জুমা ও ফজরের নামাযের সুন্নাহসম্মত কিরাত কী?.................. ৪৪৪
জুমা ও দুই ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা সুন্নাত। গোসল করা সম্ভব না হলে ওযু করে নামায পড়বে।... ৪৪৬
জুমার দিন নামাযের জন্য আতর ব্যবহার করা সুন্নাত। আতর না থাকলে সুগন্ধি তেল ব্যবহার করলেও সুন্নাতের সাওয়াব হবে।.................................. ৪৪৭
জুমার দিন নামাযের পর খাবার খওয়া মুস্তাহাব। প্রয়োজনে নামাযের আগেও খাবার খাওয়া যাবে।.. ৪৪৮
প্রত্যেক বৃহস্পতি বা শুক্রবারে অপ্রয়োজনীয় চুল পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। তা

সম্ভব না হলে পনেরো দিন পর অথবা তিন সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা উচিত। ৪৪৯
ইসলামের প্রথম যুগে জুমার নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার প্রচলন ছিল। পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কিরাম ফিতনার আশঙ্কায় নিষেধ করে দিয়েছেন। ৪৫০
দুঈ ঈদের নামাযের সময় কখন থেকে শুরু হয়? ৪৫১
সদকার উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য সদকা গ্রহণ করে ধনী ব্যক্তিকে খাওয়ানো জায়েয ৪৫২
গরিবকে যাকাত দিলে সে টাকা তার জন্য সুদের ওপর ঋণ দেয়া জায়েয হবে? ৪৫৪
ব্যবসায়ীদের সম্পদ থেকে ফরয যাকাত ছাড়া অন্যান্য সদকা কি ওয়াজিব? ৪৫৫
মাদরাসায় আসা সদকার ছাগলের মালিক কীভাবে বানাতে হয়? ৪৫৭
আগাম যাকাত দেয়া জায়েয ৪৫৮
গাড়ির আয় ও অলঙ্কারেরও যাকাত ৪৫৯
অমুসলিমকে আগে যাকাত দিয়ে থাকলে পুনরায় যাকাত আদায় করা জরুরি ৪৬০
যাকাত-গ্রহীতার কাছ থেকে যাকাতের টাকা ডাকাতরা নিয়ে গেলে যাকাতদাতার যাকাত আদায় হবে কি? ৪৬২
যাকাতের টাকা বিদেশের গরিবদের জন্য পাঠালে কি যাকাত আদায় হবে? ৪৬৩
ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ থেকে সরকার ২.৫০ শতাংশ যাকাত কেটে নেয়, এতে কি যাকাত আদায় হবে? ৪৬৫

বান্দা যত দীনদারই হোক আল্লাহর রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না

প্রশ্ন-১: একজন আলেম বর্ণনা করেছেন— হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, জনৈক মহিলা শুধু একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। যে ব্যক্তি সারা জীবন পুণ্যার্জন করে, সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে। সকল মুসলমান জান্নাতে যাবে, চাই সে যত গুনাহই করুক। সে যদি নামায, রোযা, যাকাত, সদকা, খায়রাত ইত্যাদি জরুরি বিষয়গুলো পালন করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তাতে ভুল-ত্রুটি হলে আল্লাহপাকের নিকট মা প্রার্থনা করে এবং খালেসভাবে তাওবাও করে; তবু সে রহমতের মুখাপেক্ষী।

মোদ্দাকথা, নিজের ঈমান-ইবাদতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, আল্লাহর রহমতের প্রয়োজন আছে তারও। আল্লাহর রহমত না হলে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। আমার প্রশ্ন হলো, এই মাওলানা সাহেবের বক্তব্যের সত্যতা কতটুকু? হাদীস শরীফে শুধু একটি কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতে যাওয়ার আলোচনা বিদ্যমান আছে কি?

– নূর মিয়া

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত মাওলানা সাহেবের বক্তব্য সঠিক ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বনী ইসরাঈলের এক ব্যভিচারী মহিলা দেখল, একটি কুকুর পানির পিপাসায় কাতর হয়ে একটি কূপের চতুর্পার্শ্বে ঘুরছে। কিন্তু পানি কূপের গভীরে থাকার কারণে পানির নাগাল পাওয়ার উপায় ছিল না। মহিলা বুঝতে পারল, কুকুরটি পিপাসার্ত, তবে সে পানি পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম। তখন মহিলা নিজের মোজা রশির সাহায্যে কূপে ফেলে তা নিংড়িয়ে কুকুরকে পানি পান করাল। কুকুরও পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করল। মহিলার এ-কাজ আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হলো। তাই দুশ্চরিত্রা ও পাপিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও মহান রাব্বুল আলামীন মহিলাকে মা করে দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, একটি কুকুর কূপের চতুর্পার্শ্বে পানি পান করার জন্য ঘোরাঘুরি করছিল। বনী ইসরাঈলের এক মহিলা ধারণা করল, কুকুরটি অনেক পিপাসার্ত। তখন সে নিজ পা থেকে মোজা বের করে পানিতে ফেলে কূপ থেকে পানি উত্তোলন করে কুকুরটিকে পান করাল।[১]

মাওলানা সাহেবের আলোচনায় মুসলমান দ্বারা যদি যাহেরী-বাতেনী মুসলমান অর্থাৎ প্রকাশ্যে ঈমানের পাশাপাশি ইসলামের আমলসমূহ পূর্ণরূপে আদায়কারী মুসলমান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। আর যে প্রকাশ্যে কালিমা পড়েছে, অথচ আমল ও বিধানের উপর চলে না এবং তাওবাও করেনি; আর আল্লাহপাকও তাকে মা করেননি– তাহলে সে শুরুতেই জান্নাতে যেতে পারবে না। তবে শাস্তিভোগের পর তার সৌভাগ্য হবে জান্নাতে যাবার।

অন্যদিকে এটাও সত্য, যার যাহেরী ও বাতেনী সমস্ত আমল ঠিক ছিল, নিফাকও ছিল না, ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলেছিল; এরপরও যদি আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তাহলে সেও জান্নাতে যেতে পারবে না।

সাধারণত আমাদের কোনো আমল শরীয়তের পূর্ণ শর্তে উত্তীর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত হয় না। এজন্য আল্লাহ তায়ালার মা ও অনুগ্রহ ছাড়া কোনো মুসলমান জান্নাতে যেতে পারবে না।

জান্নাত-জাহান্নামে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

প্রশ্ন-২ঃ কিছু ইংরেজি শিক্ষিত লোক শরীয়তের পূর্ণাঙ্গতায় বিশ্বাসী নন। যেমনঃ তারা জান্নাত-জাহান্নামের ওপর হুবহু এমন বিশ্বাস পোষণ করেন না, যেমন কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে। তারা বলেন, জান্নাতের অর্থ হলো দুনিয়ার সুখ-শান্তি। আর জাহান্নামের অর্থ হলো দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট। হুর ও গিলমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার সুন্দরী স্ত্রী। তারা কবরের আযাব এবং মুনকার-নাকীরের প্রশ্নোত্তরের ওপর বিশ্বাস রাখেন না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান স্বীকার করেন না। বরং তাঁরা মনে করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায দ্বারা উদ্দেশ্য হলো— রাষ্ট্রীয় আইনের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা। এ ধরনের লোকদের প্রতি শরীয়তের বিধান কী?

১. সহীহ মুসলিম: চতুষ্পদ জন্তুকে পানি পান করানো অধ্যায়, ২/২৩৭; মুসনাদে আহমদ: ৩/৭০

উত্তর: যারা জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করে না, মূলত তারা কুরআন-হাদীসেও বিশ্বাসী নয়। কুরআন ও হাদীসে জান্নাত-জাহান্নাম সত্য হওয়ার আলোচনা এবং জান্নাতিদের জন্য হুর-গিলমান থাকার আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। বস্তুত যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যকে গ্রহণ না করে তার বিপরীতে নিজেদের ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, হুর-গিলমান অর্থ দুনিয়ার স্বামী-স্ত্রী আর জান্নাতের অর্থ দুনিয়ার সুখ-শান্তি আর দোযখের অর্থ দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট মনে করে– তারা কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকার করার ফলে মুসলমানদের দল-বহির্ভূত হয়ে বেঈমান ও মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বর্ণনা করেছেন, হুবহু সেভাবে না-মানা পর্যন্ত তারা বেঈমান ও মুরতাদ থাকবে– এটাই উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সর্বসম্মত অবস্থান।

(বি. দ্র.: বিশদভাবে জানার জন্য মুফতী ওয়ালী হাসান টুনকী রহ.-এর লিখিত কিতাব *ফিতনায়ে ইনকারে হাদীস আওর পারবেযী কা হুকুম* অধ্যয়ন করুন।)

ইবরাহীম আ.-এর স্ত্রী হাজেরাকে দাসী সাব্যস্ত করা উচিত নয়

প্রশ্ন-৩: এ-সম্পর্কে বিজ্ঞ মুফতী সাহেবদের সমাধান কী– কেউ যদি বলে, 'হযরত ইবরাহীম আ. দাসী হাজেরাকে বিবাহ না করলে কী হতো? তাকে বিবাহ করার কারণে স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য ও ঝগড়া লেগে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।' হযরত ইসমাঈল আ.-এর মতো বড় পয়গম্বর এবং পয়গম্বরের পিতা যাঁর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন, তাঁর সম্পর্কে এমন ভাষা ব্যবহার সমীচীন কি?

–এহসান এলাহী

উত্তর: প্রথম কথা হচ্ছে– নিজ মালিকানাধীন দাসীকে বিয়ে করা জায়েয নেই। তবে বিয়ে ব্যতীতই নিজ দাসীর সঙ্গে মেলামেশা ও সহবাস করার বৈধতা কুরআনের বিধান দ্বারা স্বীকৃত। আর দাসীকে আযাদ করে বিয়ে করা জায়েয, বরং উত্তম। তার গর্ভ থেকে সন্তান হলে তা বৈধ এবং সন্তানরা স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং সার্বিকভাবে হযরত ইবরাহীম আ. হাজেরার সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, অবৈধ সম্পর্ক নয়।

হাজেরার সঙ্গে ইবরাহীম আ.-এর বিয়ের কারণে যত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সবগুলোই বরকত নিয়ে এসেছে ও ইবাদতে পরিণত হয়েছে। বরং তার মাধ্যমে দীনের অনেক পথ প্রসারিত হয়েছে। যেমন দেখুন-

১. হাজেরার সঙ্গে প্রথমা স্ত্রীর মতানৈক্যের কারণে হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর আদেশে পুত্রসন্তান ইসমাঈল ও তাঁর মাতা হাজেরাকে মক্কায় ছেড়ে গেলেন। যাতে হযরত ইসমাঈল আ. ক্বাবা শরীফের নিকটে লালিত-পালিত হন।

২. হাজেরার দৌঁড়াদৌঁড়ির কারণে সাফা-মারওয়ার মধ্যখানে সায়ী করা ইবাদতে পরিণত হয়।

৩. হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল আ. নির্ভেজাল যমযমের পানি পান করে জীবনযাপন করেছেন। হযরত হাজেরার বরকতে যমযম কূপ আবিস্কৃত হয়।

হযরত ইবরাহীম আ. বারবার মক্কায় আগমন করেছেন এবং দোয়া করেছেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। এরপর-

১. কাবাঘর নির্মিত হয়েছে।

২. কাবাঘরকে তাওয়াফের নির্দেশ করা হয়েছে।

৩. সাফা-মারওয়ার মধ্যখানে সায়ীর নির্দেশ এসেছে। হযরত হাজেরার দৌঁড়াদৌঁড়ি পুরো উম্মতের জন্য ইবাদতের কারণ হয়েছে।

৪. বিবি হাজেরা উম্মতের মাতা হয়েছেন।

মোদ্দাকথা, হজের অগণিত বিধান হাজেরার বদৌলতে শুরু হয়েছে। মতানৈক্য ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি করেনি, বরং রহমত নিয়ে এসেছে।

হযরত হাজেরাকে ‘দাসী’ আখ্যায়িত করা অনুত্তম। কেননা তিনি নবীর মাতা, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মাতা। যে তাঁর সম্পর্কে হিংসা, শত্রুতা ও খারাপ ধারণা পোষণ করে, সে পথভ্রষ্ট। আল্লাহ সবাইকে হিদায়াত নসীব করুন ও ভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখুন।

তাকদীর নিয়ে বিতর্ক করা গুনাহ। আল্লাহ মানুষকে উপার্জন করার আদেশ দিয়েছেন। তবে সেটুকু অর্জন করতে পারবে যেটুকু ভাগ্যে আছে।

প্রশ্ন-৪: যায়েদ বলেন- যে পরিশ্রম করে সে সফল হয়। যেমন: যে ব্যবসায়ী পরিশ্রম করে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবসা করে, সে সম্পদশালী হয়। আর যে ব্যবসার নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তেমনি যে জমিদার নিজ জমিতে পরিশ্রম করে, সে উত্তম ফল লাভ করে। আর যে জমির মালিক অলস বসে থাকে, সে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যে মেধাবী ছাত্র পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেয়, সে উত্তীর্ণ হয় ও উন্নতি লাভ করে। আর যে ছাত্র পরিশ্রম না করে বেপরোয়া ঘোরাফেরা করে, সে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ ছাত্র সাধারণত জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

পক্ষান্তরে উমর বলেন, সবকিছু তাকদীরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে; মানুষ পরিশ্রম করুক বা না করুক, ব্যবসায়ী ব্যবসায় পরিশ্রম বেশি করুক বা কম। মোদ্দাকথা, সব কিছু তাকদীরের অধীন। আর তাকদীর আল্লাহর সৃষ্টি। সব সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করেন।

জনাব মুফতী সাহেব, কুরআন-হাদীসের আলোকে বলুন, কার কথা সঠিক এবং এই বিষয়ে শরয়ী সিদ্ধান্ত কী?

– রহীমুদ্দীন ও জসীমুদ্দীন

উত্তর: তাকদীরের মাসআলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল। হাদীস শরীফে এ-বিষয়ে তর্কবিতর্ক করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এ-নিয়ে তর্কবিতর্ক করলে মানুষ ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। আপনার বন্ধুদের মধ্যে যায়েদের কথা সঠিক নয়; বরং উমরের কথা সঠিক। তবে তাতে সামান্য বিশ্লেষণ রয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে, তাকদীরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিক দেয়া হয়। অতঃপর সে সেই কাজই করে, যা তাকদীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই যে ব্যবসায়ী পরিশ্রম করে, তাকে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে উন্নতি দেয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে তার চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহপাক তাকে উন্নতি দান করেন। আর যাকে উন্নতি দেয়া তার কল্যাণার্থে আল্লাহপাকের

ইচ্ছাবিরোধী হয়, চেষ্টার পরও তার উন্নতি হয় না। যেমন: দুই ব্যবসায়ী সমান মেধাবী ও সমান পরিশ্রমী। কিন্তু একজন বেশি উন্নতি লাভ করে, অন্যজন কম। অথচ মেধা ও চেষ্টা সমান হবার ফলে উভয়ের উন্নতিও সমান হওয়ার কথা। কিন্তু সাধারণত এমনটা হয় না। ঠিক তেমনি দু'জন ছাত্র মেধা-মনন, স্মরণশক্তি ও পরিশ্রমের দিক দিয়ে সমান হওয়ার কারণে উভয়ের সমান নম্বর ও সমান উন্নতি লাভ করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু দেখা যায়, একজন বেশি সফলতা অর্জন করেছে, অপরজন অর্জন করেছে তুলনামূলক কম। একজন ফার্স্ট ক্লাসে পাশ করেছে, অপরজন সেকেন্ড বা থার্ড ক্লাসে; যা আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি।

অনুরূপ ভোটের ব্যাপারও এমন। যদি সততার সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে ভোট গ্রহণ করা হয়, তাহলে দীনদার, বিশ্বস্ত, বিত্তবান, ভদ্র ও মেধাবী ব্যক্তির ভোট পেয়ে বিজয়ী হওয়া উচিত। কিন্তু সচরাচর বিপরীতই দেখা যায়। পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও সফলতা সেভাবেই আসে, যেভাবে তাকদীরে নির্ধারিত রাখা হয়েছে।

এই উদাহরণও লক্ষণীয়– একজন রোগীর রোগ স্পষ্ট, ডাক্তার বিজ্ঞ- অভিজ্ঞ, ঔষধ উন্নত ও মূল্যবান। এরপরও যার ভাগ্যে সুস্থতা আছে, সে রোগমুক্ত হয়। আর যার ভাগ্যে সুস্থতা নেই, সে সুস্থ হয় না। ডাক্তার ও ঔষধের কোনো দোষ নেই; বরং ভাগ্যে এমনই আছে যে, সব কিছু ঠিকঠাক হওয়ার পরও রোগী সুস্থ হবে না।

এসব ক্ষেত্রে সবাই স্বীকার করে, এখানে ব্যাপারটা মূলত তাকদীর। এক্ষেত্রে মানুষ নিজ ইচ্ছায় কিছুই করতে পারে না। তাকদীরের সামনে আত্মসমর্পণ করাই উচিত। অজ্ঞতার কারণে কোনো বিষয় অস্বীকার করা জঘন্য অপরাধ।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন তিনটি ফিতনা রয়েছে, যার মধ্যে আমার উম্মত লিপ্ত হবে বলে আশঙ্কা করছি :

১. ঋতুচক্র ও নক্ষত্রের পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টি হয় বলে মনে করবে।
২. অত্যাচারী শাসকের অত্যাচারের শিকার হবে।
৩. তাকদীরকে অস্বীকার করবে।[২]

সুতরাং আমাদের পরামর্শ হলো, তাকদীরের ব্যাপারে তর্কে লিপ্ত হবেন না। এতে ঈমানী ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

---

২. মুসনাদে আহমাদ

সাহাবায়ে কিরাম থেকে গুনাহ প্রকাশিত হলেও তাঁরা পরবর্তীদের জন্য ন্যায়ের মাপকাঠি

প্রশ্ন-৫: শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব, ইমামের পেছনে কিরাত পড়া বিষয়ক আপনার ফতোয়াটি আমরা পেয়েছি। আপনার উত্তর আমাদের জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ছিল- সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও আমল পরবর্তীদের জন্য মাপকাঠি ও দলিল, এই বিষয়টা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বন্ধু বিশ্বাস করেন আর কিছু বন্ধু এর ওপর আপত্তি তোলেন। এ-সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আপনার মত ও ফতোয়া কামনা করছি। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম নিষ্পাপ ছিলেন না। তাঁদের অনেকের থেকে গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে। যার বর্ণনা হাদীসেও এসেছে। তারপরও তাঁদেরকে কীভাবে পাপমুক্ত বলা যেতে পারে? আর গুনাহ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ না হওয়া সত্ত্বেও দীনের ক্ষেত্রে মাপকাঠি কীভাবে হওয়া সম্ভব?
– করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র

উত্তর: হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা রূহ-জগতে মানবসৃষ্টির পর তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তাদের মধ্য থেকে নবুওয়াত ও রিসালতের জন্য সর্বোত্তম রূহগুলোকে বিশেষভাবে বাছাই করেন। বিশেষভাবে নির্বাচিত রূহগুলোর প্রতি আবার দৃষ্টিপাত করে আমার রূহকে নাবিয়্যুল-আম্বিয়া তথা নবীদের নবী ও সাইয়্যিদুল-মুরসালীন তথা রাসূলদের সর্দার হিসেবে মনোনীত করেন।

একই পদ্ধতিতে প্রত্যেক নবীর সাহায্যের জন্য তাঁদের সাথি নির্বাচন করেছেন। আমার সাহায্যের জন্যও আমার সাহাবীদের নির্বাচন করেছেন। আর যেভাবে আমাকে সমস্ত নবী-রাসূলের সর্দার বানিয়েছেন, সেভাবে আমার উম্মতকেও অন্য সব নবীর উম্মতের সর্দার বানানো হয়েছে। আমার সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে জামায়াতে সাহাবা নির্বাচন করেছেন। তার দৃষ্টান্ত আল্লাহপাক তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণনা করেছেন, কুরআন-হাদীসেও এই বিষয়ে বর্ণনা আছে।

দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত আছে, উম্মতে মুহাম্মাদী পূর্বের সকল উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

তৃতীয় হাদীসে বর্ণিত আছে, উম্মতে মুহাম্মদিয়া মধ্যবর্তী সম্প্রদায়। কুরআনের আয়াত দ্বারা এ হাদীসগুলোর সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং এ কথা স্বীকৃত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত অন্যান্য উম্মতের সর্দার এবং সকল উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম হলেন সর্বোচ্চ স্তরের। কেননা কুরআনের প্রথম সম্বোধন তাঁদের প্রতিই করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা নিজ নবীর সাহায্যের জন্য তাঁদের নির্বাচন করেছেন। আর সাহাবায়ে কিরামও চূড়ান্ত আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পরিপূর্ণ সহায়তা করেছেন। বাড়ি-ঘর ছেড়েছেন, স্বজন ও প্রিয়জন ত্যাগ করেছেন, ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ করেননি; একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সীমাহীন ত্যাগ শুধু কবুলই করেননি, তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তনও করেছেন। তাওরাত ও ইঞ্জিলে সর্বপ্রথম তাঁদের প্রশংসা করেছেন। কুরআন মাজীদেও তাঁদের প্রশংসামূলক বর্ণনা আছে। সূরা ফাতহের শেষাংশ তাঁদের প্রশংসার চাক্ষুষ প্রমাণ।

লক্ষ করুন, ইসলামের সর্বপ্রথম বিধান হলো ঈমান। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সাহাবায়ে কিরামের ঈমান সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক বলেন, 'যখন মুনাফিকদের বলা হতো, তোমরা সাচ্চা ঈমান আনো যেভাবে সাহাবায়ে কিরাম ঈমান এনেছে। এমন নয় যে, উপকারলাভের সময় ঈমানকে প্রকাশ করবে, না-হয় কুফরি করবে। এ হলো নিফাক। আর নিফাক কুফর থেকে জঘন্য। জবাবে মুনাফিকরা বলত, সত্যিকারের ঈমান গ্রহণকারীরা নির্বোধ ও মূর্খ। আমরা তাদের মত ঈমান গ্রহণ করব, তা কখনো হতে পারে না। উত্তরে আল্লাহ ঘোষণা করেন, সত্য ও সাচ্চা ঈমান আনয়নকারী সাহাবায়ে কিরাম নির্বোধ নন। বস্তুতঃ নির্বোধ তোমরা মুনাফিকরা। তোমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী। পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কিরাম হিদায়াতপ্রাপ্ত।[৩]

---

৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহুদি এবং খ্রিষ্টান যারা নিজ নিজ নবীর ওপর ঈমান এনেছে, তাদের সেই ঈমান জাহান্নাম ও আমার কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না। তারা সাহাবাদের ঈমানের মতো ঈমান গ্রহণ না করলে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না এবং আযাব থেকেও মুক্তি পাবে না।[৪]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানকে মুক্তির মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছেন। ইসলামে মর্যাদার দিক থেকে ঈমানের অবস্থান সর্বপ্রথম। যদি সাহাবায়ে কিরামের ঈমান অন্যান্য উম্মতের জন্য মাপকাঠি সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাঁদের দ্বিতীয় স্তরের আমলসমূহ মাপকাঠি হবে না কেন? অথচ ঈমানের সম্পর্ক আকাইদের সঙ্গে আর আমলের সম্পর্ক ইবাদতের সঙ্গে।

ইসলামের মৌলিক অধ্যায় ঈমানের ক্ষেত্রে যখন সাহাবায়ে কিরাম মাপকাঠি বলে গণ্য, তাহলে আমল ও ইবাদতের মধ্যেও তাঁরা মাপকাঠি ও আদর্শরূপে গণ্য হবেন। কেননা, ঈমান হচ্ছে মূল, অন্যদিকে আমল শাখা মাত্র।

এই বিশদ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও বিশ্বাস যেহেতু উম্মতের জন্য আদর্শ ও মাপকাঠি, সেহেতু তাঁদের আমলও উম্মতের অন্য মানুষের আমলের জন্য আদর্শ ও মাপকাঠি হতে বাধ্য।

মাপকাঠি হওয়ার অর্থ হলো– অন্যদের আমল তখনই গ্রহণীয় হবে, যখন তাদের আমল সাহাবায়ে কিরামের আমলের অনুরূপ হবে। যাদের নামায সাহাবায়ে কিরামের নামাযের মতো হবে, তাদের নামায গ্রহণীয় হবে। যাদের যাকাত সাহাবাদের যাকাতের মতো হবে, তাদের যাকাত গ্রহণীয় হবে। যাদের রোযা সাহাবাদের রোযার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তাদের রোযা গ্রহণীয় হবে।

এর কারণ, সাহাবায়ে কিরাম ঈমান ও ঈমানসংক্রান্ত সব বিধান সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনেছেন। এজন্যই তাঁদের ঈমান দীনের মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে নামায আদায় করেছেন। তাই যাদের নামায সাহাবাদের নামাযের মতো হবে, তাদের নামায হুবহু রাসূলের নামাযের মতো বলে গণ্য হবে। অন্যান্য আমল ও ইবাদতের বিধানের ব্যাপারেও একই কথা।

৪. সূরা বাকারা : আয়াত ১৩৭

প্রশ্ন হলো– এরপরও তো সাহাবায়ে কিরাম নিষ্পাপ ছিলেন না। কখনো কখনো তাঁদের থেকে গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে। ফলে তাঁরা গুনাহ থেকে নিরাপদ ছিলেন না। গুনাহ থেকে নিরাপদ না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তাঁরা ঈমান ও আমলের মাপকাঠি হলেন?

তার উত্তর হলো, সাহাবায়ে কিরাম যদিও বাস্তবে নিষ্পাপ ছিলেন না। তাঁদের থেকে কখনো কখনো গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু তাদের গুনাহ ও আমাদের গুনাহের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। এখন গুনাহের কাজ করছি, পরে তাওবা করে নেব– সাহাবায়ে কিরাম এরকম কোনো গুনাহ করতেন না; বরং অনিচ্ছায় শয়তানের প্ররোচনায় কোনো গুনাহ প্রকাশিত হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক অস্থির হয়ে তাওবা করতেন, আল্লাহপাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন, রাসূলের দরবারে এসে নিজের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনার আবেদন করতেন। এরূপ অনেক ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

যে সকল সাহাবা তাবুক-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তাঁরা নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন। তাঁরা শয়তানের ঘাড়ে কুমন্ত্রণার দোহাই দেননি। অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সত্যিকার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেভাবেই হোক আল্লাহর অবাধ্যতা হয়েছে, রাসূলুল্লাহর অবাধ্যতা হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আমার পক্ষ থেকেও তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। আর যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন, তাহলে আমার ক্ষমায় কোনো ফায়দা নেই। সাহাবায়ে কিরাম কায়মনে তাওবা করেছেন। পঞ্চাশ দিন বয়কটের পর আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেছেন।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুলের ঘোষণা দিয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁদের ক্ষমার সুসংবাদ দিয়েছেন।

মোদ্দাকথা, সাহাবায়ে কিরাম থেকে ভুলে বা অনিচ্ছায় গুনাহ প্রকাশিত যদি হয়েও যেত, তাঁরা অস্থির হয়ে যেতেন। তাঁদের আহার-নিদ্রাসহ সবকিছু হারাম হয়ে যেত। আল্লাহর অসন্তুষ্টি তাঁদের নিকট অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। তাই তাৎক্ষণিক আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে বিষয়টার সুরাহা করতেন। যতক্ষণ না সুরাহা করতে পারতেন, তাঁরা প্রশান্তি পেতেন না।

পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এমন নয়। সাহাবায়ে কিরাম পূত-পবিত্র লোক ছিলেন। কখনো গুনাহর ক্লেদ স্পর্শ করলে তাৎক্ষণিক তাওবার পানি দ্বারা নিজেদের পরিষ্কার করে নিতেন। সাহাবাদের পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থা এমন নয়।

সাহাবায়ে কিরাম স্বেচ্ছায় কোনো গুনাহ করতেন না। তবু শয়তানের কুমন্ত্রণায় যদি গুনাহ প্রকাশিত হয়ে যেত, তাহলে তাঁদের তাওবা, অস্থিরতা ও কান্নাকাটির কারণে ক্ষমাশীল আল্লাহ ক্ষমা করে দিতেন। যেহেতু গুনাহ ক্ষমা হয়ে গিয়েছে, অতঃপর সে গুনাহ সম্পর্কে তাঁদেরকে ভৎসনা ও তিরস্কার করা জঘন্য অপরাধ।

সাহাবীদের মধ্যে পারস্পরিক যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, তাও দীনের জন্য করেছেন। গুনাহ ও নাফরমানি মনে করে যুদ্ধ করেননি; বরং ইবাদত মনে করেই করেছেন। যেমন দেখুন, হযরত মুআবিয়া রা. এবং তাঁর সঙ্গীরা ও হযরত আলী রা. এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক পক্ষ দীন মনে করেই করেছেন।

যুদ্ধের কারণঃ হযরত মুআবিয়া রা.-এর অবস্থান ছিল, প্রথমে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রা.-এর হত্যার বদলা নেয়া হোক। অতঃপর খিলাফাহর অন্যান্য দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া হোক। স্পষ্ট কথা হলো, হত্যাকারী থেকে কিসাস নেয়া দীনের অংশ। কাজেই হযরত মুআবিয়া রা. ও তাঁর সঙ্গীরা সে কিসাস তথা দীনের জন্য যুদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে হযরত আলী রা. ও তাঁর সঙ্গীরা তৎকালীন অবস্থাকে কিসাসের উপযোগী মনে করতেন না। প্রথমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্তে এনে এরপর দৃঢ়ভাবে কিসাসের বিধান কার্যকর করা আবশ্যক মনে করতেন। এটাও দীনের লক্ষ্যে ছিল। কার্যত তিনি ও তাঁর সঙ্গীরাও দীনের জন্য যুদ্ধ করেছেন।

আর যেসব সাহাবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং কোনো পক্ষাবলম্বনও করেননি, তাঁদের এ-অবস্থানও দীনের জন্য ছিল। কেননা তাঁরা মনে করতেন, যুদ্ধমান উভয়পক্ষ ভুলের ওপর আছে। তাই দীন রক্ষা করতে হলে কারো পক্ষাবলম্বন করা যাবে না। আর সাহাবায়ে কিরামের প্রত্যেক পক্ষে মুজতাহিদ, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের এক বড় জামায়াত ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে— মুজতাহিদ ব্যক্তি তার ইজতিহাদে কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আবার কখনো ভুল করেন। যদি ইজতিহাদ ভুল হয়, তাহলে একগুণ সাওয়াব পাবেন আর নির্ভুল হলে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবেন। যেহেতু সাহাবীদের প্রত্যেক দলে মুজতাহিদ ছিলেন, এজন্য

তাঁদের আমলও ইজতিহাদ ও ফতোয়া-নির্ভর ছিল। সুতরাং তাঁদের মধ্যে কেউ সঠিক আর কেউ ভুলের উপর থাকতে পারে, তবে কোনো দল গুনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত ছিল না। এ-কারণে তাঁদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য কোনো শাস্তি দেয়া হবে না। বরং ইজতিহাদের কারণে তাঁদের ভুল ক্ষমা করে দেয়া হবে। কেননা, প্রত্যেক দলের একান্ত বাসনা ছিল দীনের ওপর আমল করা। দীনের বিপরীত গুনাহ করার উদ্দেশ্য কারো ছিল না। এ-কারণে দীনের ওপর আমল করতে গিয়ে তাঁদের থেকে যে গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে, তা ছিল কেবল ইজতিহাদী ও গবেষণাগত ভুল। ইজতিহাদী ও গবেষণাগত সকল ভুল ক্ষমা করে দেয়া হবে। দেখুন, বদর ও ওহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম থেকে বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল, তবে তাঁদের নেক নিয়তের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ইজতিহাদী ভুল ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। ফলে এজন্য তাঁরা ধৃত হবেন না।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতীয়মান হলো, সাহাবায়ে কিরামের মতানৈক্যকে গুনাহ গণ্য করা যাবে না। বরং তা দীনের জন্য হওয়ার কারণে দীনি কাজ বলে ধর্তব্য হবে। যেহেতু তাঁদের চূড়ান্ত বাসনা ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। হযরত মুআবিয়া রা. ও হযরত আলী রা.-এর মধ্যকার যুদ্ধে উভয় গ্রুপের নিয়ত ছিল দীন প্রতিষ্ঠা করা। এই আলোচনার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সংঘটিত অন্যান্য ঘটনা আন্দাজ করুন।

কুরআন মাজীদের সূরা ফাতাহের শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এটাই বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গে ঈমান গ্রহণকারীরা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর ও পরস্পরে সীমাহীন দয়ালু।' উদ্দেশ্য হলো, সাহাবায়ে কিরাম কুফর এবং কাফিরদের বিপরীতে খুব কঠোর থাকতেন। পক্ষান্তরে ঈমান ও ঈমানদারের ব্যাপারে কোমল থাকতেন।

উক্ত আয়াতে আরো বলা হয়েছে, আপনারা সাহাবায়ে কিরামকে দীর্ঘ রুকুকারী ও বড় বড় সিজদাকারীরূপে দেখবেন। যার উদ্দেশ্য হলো, সাহাবায়ে কিরাম বেশি নামায আদায়কারী ছিলেন। ফরয-ওয়াজিব ছাড়াও নফল নামায অধিক পড়তেন, যা আল্লাহ তায়ালা রুক্কাআন ওয়া সুজ্জাদান শব্দে ব্যক্ত করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যার নামায সঠিক হবে, তার অন্য আমলও সঠিক হবে; তার হিসাব-নিকাশ সহজ হবে। সাহাবায়ে কিরামের নামাযের

স্বীকৃতি স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার ভাষ্যানুযাযী সাহাবায়ে কিরাম দীর্ঘ রুকুকারী ও অধিক সিজদাকারী। তাঁদের দীর্ঘ রুকু ও অধিক সিজদার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। অর্থাৎ তাঁরা নির্ভেজাল ইবাদতকারী ছিলেন। যার সাক্ষ্য আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন- 'তারা নামায আদায় করত আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য।' এর ওপর অন্যান্য ইবাদত, যথা পারস্পরিক লেনদেন, অপরের হক সংরক্ষণ করা, শিষ্টাচার ও চারিত্রিক ব্যাপারও অনুমান করা যায়।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ-ও বলেছেন– ঈমান, আমল, আকীদা ও ইবাদতে তাঁরা নির্ভেজাল ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ব্যতীত তাঁদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এ-সকল গুণাবলি দৃষ্টিবান ব্যক্তি তাদের চেহারা দেখেই অনুমান করতে পারতেন। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহপাক বলেছেন- سيماهم في وجوههم

মোদ্দাকথা, উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা এ-কথাও প্রতীয়মান হলো, সাহাবায়ে কিরাম ঈমান এবং আমলের ব্যাপারে সত্যবাদী, সাচ্চা ও নির্ভেজাল ছিলেন। তাঁরা নিজ ঈমান-আমল দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াব এবং প্রতিদানের আগ্রহী ও ক্ষমার আশাবাদী ছিলেন। এর উদ্দেশ্য হলো, তাঁরা যে ঈমান এনেছেন, ঈমানিয়াতকে স্বীকার করেছেন ও সে অনুযায়ী যে আমল করেছেন, তা দ্বারা শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান ছাড়া দুনিয়াবি অন্য কিছুর আশা করতেন না। ইত্যবসরে যদি কখনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েও যেত, সেজন্য তাঁরা ক্ষমার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সম্পর্কে বলেন, তাদের জন্য অগণিত প্রতিদান রয়েছে। তারা তাদের ঈমান ও আমলের পুরস্কাররূপে এই প্রতিদান লাভ করবে। আর তাদের থেকে যে ভুলত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে আমি তাদের সেসব ক্ষমা করে দেব। তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত ও সম্মানজনক প্রতিদানের অধিকারী।

যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একান্তজন ও হুকুমতে ইলাহীর নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁদের ঈমান নির্ভেজাল ছিল, তাঁদের আমল-ইবাদত ঠিক ছিল, নিয়তও ছিল ত্রুটিমুক্ত– এজন্য রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে তাঁদের যদি কখনো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েও থাকে, তাদের জবাবদিহিতা করা হবে না। কেননা, নবুওয়াতের কার্য পরিচালনায় তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যিকার

সাহায্যকারী, একান্ত কর্মী ও সহচর ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামকে আল্লাহ তায়ালা মানবসৃষ্টির দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীরূপে নির্বাচন করেছেন। মহাবিচারক আল্লাহ তায়ালা নিজের নির্বাচিত বান্দাদের হিসাব কীভাবে নেবেন ও কেন নেবেন! যেভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করা হয়, তেমনি সাহাবায়ে কিরামও মার্জনা লাভ করবেন।

বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, তিনি সাহাবায়ে কিরামের উপর রাজি ও সন্তুষ্ট। আর সাহাবাগণও আল্লাহর নির্বাচন ও আনুগত্যে সন্তুষ্ট।

সাধারণত শাসকদের অভ্যাস ও নিয়ম হলো, সরকারি লোকদের ছোটখাট ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করেন। আর আল্লাহর কর্তৃত্ব সকল কর্তৃপক্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর এখতিয়ার অন্য সকল শাসকের চেয়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে আল্লাহ মহান, অসীম দয়ালু, অপরিমিত সহনশীল– তিনি প্রিয় বান্দাদের পাকড়াও করেন না। এই বিষয়টাই আল্লাহ তায়ালা একবাক্যে ব্যক্ত করেছেন– তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিদান।

'সাহাবায়ে কিরামের ওপর আল্লাহ তায়ালা রাজি ও সন্তুষ্ট'— এ-আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি সাহাবাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ওপর আগেও সন্তুষ্ট ছিলেন, এখনও সন্তুষ্ট আছেন। কেননা, দুনিয়ায় আসার আগে থেকেই তারা প্রশংসিত। অন্যান্য আসমানী কিতাবে তাঁদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের সূরা ফাতহের শেষ আয়াতে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তাঁদের দৃষ্টান্ত আলোচিত হওয়ার কথা এভাবে উল্লেখ আছে যে– সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর শুধু ঈমান আনেননি, বরং রাসূলের আনীত দীনের পরিপূর্ণ সাহায্য করেছেন। প্রয়োজনসাপেক্ষে বাড়ি-ঘর, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পদ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো রাসূলকে সাহায্য করা পরিত্যাগ করেননি, ঈমান ও ইবাদত ত্যাগ করেননি। যখন, যেখানে ও যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন হয়েছে, সাহাবায়ে কিরাম সহযোগিতা করেছেন।

সর্বশেষ যখন আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে মক্কা শরীফ ত্যাগ করে হিজরত করার জন্য নির্দেশিত হলেন, সাহাবায়ে কিরাম মাতৃভূমি ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারায় হিযরত করেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রিয় নবীর আনীত দীনের সংরক্ষণ করেন। কাফির, মুরতাদ,

যাকাত অস্বীকারকারী, বিদ্রোহী ও সর্বপ্রকার ফিতনা সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। এমনকি দীন ও ঈমান-বিরোধী শত্রুদের মূলোৎপাটন করেন।

সাহাবায়ে কিরামের সীমাহীন আত্মত্যাগের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রশংসা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবে বর্ণনা করেছেন, যার আলোচনা কুরআন মাজীদেও করা হয়েছে। আর যেহেতু কুরআনের চর্চা ও শিক্ষাদান কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সাহাবাদের প্রশংসা হতেই থাকবে। এটা মেটাতে চাইলেও কেউ মেটাতে পারবে না।

একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অন্য উম্মত বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল, আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একদল জান্নাতে যাবে। আর বাকি দল জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, জান্নাতী দল কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের রীতি-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারা জান্নাতবাসী হবে।

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান, আকীদা ও আমল– সকল ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করে বলেন, আমার পর যারা আমার আদর্শ ও আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর চলবে, তারাই জান্নাতে যাবে। আর যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করবে, তারা সবাই হবে জাহান্নামী। অর্থাৎ যাদের আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি সাহাবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তারাই সঠিক ও বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হবে; না-হয় ভুল ও অসত্য প্রমাণিত হবে। রাসূলের অবর্তমানে যাদের আমল ও ইবাদত সাহাবাদের আমল ও ইবাদতের অনুকরণে হবে, তাদের আমল ও ইবাদত কবুল করা হবে। অন্যথায় তাদের ইবাদত বাতিল হয়ে যাবে।

সুতরাং পরবর্তীদের জন্য যেহেতু সাহাবাদের আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি আদর্শরূপে গণ্য, সেহেতু তাদের ইবাদত ও আমলও আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য। এই কারণে বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের পর সাহাবায়ে কিরামের কর্ম ও বক্তব্য দলিলরূপে গণ্য করতেন, অধিকাংশ সাহাবা যে মত গ্রহণ করেছেন তা প্রমাণরূপে বিশ্বাস করতেন। তবে পৃথকভাবে দু’-একজন সাহাবীকর্তৃক উদ্ধৃত ভিন্নমত ও ভিন্ন আমলকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্ট করতেন। সাহাবায়ে কিরামের কথা ও কর্ম দীনের দলিল হওয়ার এটাও এক ধরনের প্রমাণ।

ফাতাওয়া ও মাসাইল

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

ফাতাওয়া ও মাসাইল

[দ্বিতীয় খণ্ড]

(আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর)

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

অনুবাদক

মুহাম্মাদ শোয়াইব কাবিলপুরী

সম্পাদনা

আবুল কাসেম আদিল

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২, ০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

বই	ফাতাওয়া ও মাসাইল [দ্বিতীয় খণ্ড]
মূল	মুফতি মুহম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
অনুবাদক	মুহাম্মাদ শোয়াইব কাবিলপুরী
সম্পাদনা	আবুল কাসেম আদিল
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শামীম আল হুসাইন
অনলাইন পরিবেশক	রকামারি.কম, ওয়াফিলাইফ
প্রকাশকাল	সেপ্টেম্বর ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৬৩০ (ছয়শত ত্রিশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে ঈদ করবে ১৭
জিলহজের ১ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত রোযার ফযীলত ১৮
আশূরার রোযা রাখা কি সুন্নত? ১৯
অপবিত্র অবস্থায় রমযানে সাহরীর শেষ সময় জাগ্রত হলে প্রথমে সাহরী খাবে নাকি প্রথমে গোসল করবে? ২০
রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে রোযা ভাঙবে না ২০
মুসাফির পথিমধ্যে নিজের এলাকার সময় অনুযায়ী ইফতার করবে, নাকি অবস্থান স্থলের সময় অনুযায়ী ইফতার করবে? ২১
বারবার মিসওয়াক করলে ও থুতু গিলে ফেললে কি রোযা ক্ষতিগ্রস্ত হবে? ২২
গরমকালে রোযা অবস্থায় বারবার গোসল করলে কি রোযা ত্রুটিপূর্ণ হবে? ২৩
রমযানে আসরের পর ঘুমানো কি নাজায়েয? এতে কি বুদ্ধি লোপ পায়? .. ২৩
রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা ও ওষুধ ব্যবহার করার বিধান ২৪
লাইলাতুল কদর নির্ধারণ সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত কোন্‌টি? ২৫
লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখ কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? ২৬
তালীম ও তাবলীগের জন্য ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করার বিধান ২৭
হজ্জে ইফরাদ নাকি হজ্জে কিরান কোন্‌টি উত্তম? ২৯
হারামের সীমানার মধ্যে প্রত্যেক নামাযের সাওয়াব এক লক্ষ গুণ বেশি, এক্ষেত্রে নারী-পুরুষে পার্থক্য নেই ৩০
স্থায়ীভাবে অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি হজ করার বিধান ৩০
হজের বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দীনদার ব্যক্তিকে দিয়ে বদলি হজ করানো উচিত ৩২
যার নিকট আগে টাকা থাকার কারণে হজ ফরয ছিল, পরে টাকা ফুরিয়ে যায় এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে; পরবর্তীতে তার হাতে টাকা এলে সে প্রথমে হজ করবে নাকি প্রথমে ঋণ পরিশোধ করবে? ৩২
বদলি হজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান ও সংশয়ের সমাধান ৩৩
হজের ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মাসিক আরম্ভ হলে করণীয় ৩৫

হজের ইহরাম থেকে বের হওয়ার জন্য তিন-চারটি চুল কাটার বিধান...৩৬
দুর্বল এবং মহিলাদের অভিভাবকরা সময়ের আগে মুযদালিফা ত্যাগ করতে পারবে.....৩৭
হজের সময় সঙ্গে মহিলা থাকলে মুযদালিফায় আধ ঘণ্টা অবস্থান করেই মিনায় চলে যাওয়া জায়েয আছে কি?.....৩৯
হজের সফরে মহিলাদের জন্য মুযদালিফা ও মিনায় অবস্থান করা কতটুকু জরুরি?.....৪০
অসুস্থ মায়ের শুশ্রূষার জন্য হজে গমন বিলম্বিত করার বিধান.....৪১
হানাফী মাযহাব মতে আসরের পর তাওয়াফের নামায পড়া জায়েয নেই..৪২
হজের পর সুযোগ হলে অতিরিক্ত তাওয়াফ এবং উমরাহ করার বিধান...৪৫
বয়স বেশি, বিয়ে অতি জরুরি, গুনাহে লিপ্ত; তা সত্ত্বেও পড়াশোনা শেষ না হওয়ার কারণে বিয়ে না করা সম্পর্কে শরীয়ত কী বলে?.....৪৬
শরীয়ত মতে মাতা-পিতা ও স্ত্রীর অধিকার স্বতন্ত্র; সবার অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি.....৪৮
বিয়ের জন্য মেয়ে কী ধরনের ছেলে পছন্দ করবে? দীনদার কালো ব্যক্তি উত্তম নাকি বেদীন ফর্সা ব্যক্তি উত্তম?.....৫১
পরচুলা লাগিয়ে না জানিয়ে বিবাহ সম্পাদন করা প্রতারণা.....৫২
বিবাহের উপযুক্ত সন্তানকে বিয়ে দেয়া জরুরি, সামাজিক কারণে বিলম্ব করা উচিত নয়.....৫৩
ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে প্রথম স্ত্রীর সাথে জীবনযাপন করা সম্ভব হলে দ্বিতীয় বিয়ে করবে না, তবে প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি রয়েছে.....৫৫
সাক্ষীদের সামনে বিয়ের ঈজাব-কবুল হলেই বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যায়.....৫৭
সাক্ষীদের উপস্থিতিতে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের একজন প্রস্তাব দিলে এবং অপরজন কবুল করলে বিয়ে শুদ্ধ হবে, অন্যথায় বিয়ে শুদ্ধ হবে না.....৫৭
বেগানা মহিলাকে আলিঙ্গন করা ও চুমু খাওয়া নাজায়েয.....৫৮
ইজমায়ে উম্মাত দ্বারা ‘মুতয়া বিবাহ’ হারাম.....৬০
বিয়ের সময় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শর্ত পূরণ করা কি জরুরি?.....৬১
স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সক্ষমতা থাকলে দ্বিতীয় বিবাহ করা জায়েয.....৬৩
স্বামীর ইন্তেকালের ১৫ দিন পর যে মহিলার সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে, সে নেফাসের পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে.....৬৫

জীবন ও সম্মান রক্ষার্থে বিধবার জন্য বিয়ে করা জায়েয..................৬৬
অন্যের প্রস্তাবিতাকে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হারাম..................৬৭
স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্যালিকাকে বিয়ে করা জায়েয, পুরুষের কোনো ইদ্দত নেই ৬৯
দরিদ্রতার কারণে বিয়ে করতে অপারগ ব্যক্তির জন্য দুই স্ত্রীর অধিকারী ব্যক্তি যদি এক স্ত্রীকে তালাক দেয়, এতে যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর আপত্তি না থাকে, তাহলে তা জায়েয..৭০
দুই স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারলে পুরুষের জন্য প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে করা জায়েয..৭১
বিয়ের আগে পাত্রী দেখার বিধান..৭২
স্বামী যে শর্তের ভিত্তিতে বিয়ে করেছে তা পূরণ না করলে স্বামীকে জরিমানা দিতে হবে..৭৪
হক আদায়ে সক্ষম হলে দ্বিতীয় বিবাহ করা জায়েয, প্রথম পক্ষ থেকে তালাক দেয়ার শর্তারোপ করা নাজায়েয..৭৬
ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে দুই ব্যক্তির উপস্থিতিতে হওয়া জরুরি............৭৭
অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহার করার বিধান..৮১
স্বামীর জৈবিক আহ্বানে সাড়া দেয়া স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব..................৮২
স্ত্রী সহবাসের পূর্বে পড়ার দোয়া..৮৪
স্ত্রী অবাধ্য হলে শ্বশুর-শাশুড়িকে জানানো উচিত, যাতে তাঁরা সংশোধন করে দিতে পারেন..৮৪
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে দীনদার সম্ভ্রান্ত লোকদের উচিত সমঝতা করিয়ে দেয়া..৮৬
মৃতের ঘরে তিনদিন পর বিয়ে-শাদি জায়েয..............................৮৮
তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিয়ে এবং সঙ্গম ছাড়া প্রথম স্বামীর সঙ্গে পুনঃবিবাহ জায়েয নেই......................................৮৯
শর্ত ও সামাজিক প্রথা রক্ষার্থে বৌভাতের আয়োজন করা ও যৌতুক দেয়া নাজায়েয, অন্যথায় তা নাজায়েয নয়......................................৯০
দুনিয়াদারদের সমকক্ষ হওয়ার জন্য বিয়েতে উপস্থিত হওয়া এবং স্ত্রীকে পাঠানো জায়েয নেই..৯১
ওয়ালিমার আয়োজন স্বামীর পক্ষ থেকে করা সুন্নত; পাত্রীপক্ষের কাছে দাওয়াত কামনা করা নাজায়েয......................................৯২

ওয়ালিমায় শুধু ধনী লোকদের এবং শুধু আত্মীয়দেরকে দাওয়াত করা সুন্নাহ-পরিপন্থি..........৯৬
বিয়ের পর ওয়ালিমার সুন্নত পালন করার সহজ পন্থা কী?..........৯৭
বিয়েতে মহরে ফাতিমী কি সুন্নত? সুন্নত হলে এর বিপরীত করার বিধান কী?..........৯৯
স্ত্রীর ইন্তেকালের পর স্ত্রীর ভাগ্নিকে বিয়ে করা জায়েয..........১০০
ক্ষেত্রবিশেষ খেজুর বণ্টন করলেও ওয়ালিমা হয়ে যাবে..........১০১
যে ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে পর্দার ব্যবস্থা নেই, সেখানে অংশগ্রহণ করা নাজায়েয..........১০২
স্বামীর বীর্যপাত দ্রুত হলে তার চিকিৎসা করা জরুরি..........১০৪
দুই বছর ধরে স্বামী অনুপস্থিত, বর্তমানে তার স্ত্রী গর্ভবতী; এক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশু কি অনুপস্থিত স্বামীর বলে গণ্য হবে?..........১০৫
স্বামীর বেতন দিয়ে কোনোমতে জীবনযাপন করা গেলে স্বামীর নিকট তালাক কামনা করা নাজায়েয..........১০৬
সহবাসের আগে স্ত্রীকে একবাক্যে তিন তালাক দিলে তিন তালাক পতিত হবে..........১০৮
ইন-শা-আল্লাহ বলে তালাক দিলে তালাক হবে না, ‘তোমাকে ছুটি দিলাম’ এবং তোমাকে কে বেঁধে রেখেছে’ বলে তালাক দিলে এক তালাক পতিত হবে..........১১০
‘এ কাজ করলে আমি ইহুদি’– এরূপ শপথ করে সে কাজটি করলে কি ইহুদি হয়ে যাবে?..........১১১
আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে মানত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়; তবে এ কারণে কসমের কাফফারা দিতে হবে..........১১১
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা নাজায়েয..........১১২
মিথ্যা কসম করে অন্যের জমি দখল করলে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে..........১১৩
কেউ যদি মিথ্যা কসম করে বলে, ‘আমি যদি এ কাজ করি তাহলে আমি ইহুদি অথবা কাফির’– এমন ব্যক্তির ব্যাপারে শরয়ী বিধান..........১১৪
মানতের পশু শুধু গরিবরা খেতে পারবে, ধনীরা খেতে পারবে না..........১১৫
পণ্যের ডিও বিক্রি করে লাভবান হওয়ার বিধান..........১১৬
ব্যবসায়ী কি পণ্য হস্তগত করার আগে তা বিক্রি করতে পারবে?..........১১৯

তামাক এবং হিরোইন ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান কী?......................১২০
উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করা এবং খরচের ক্ষেত্রে পরিমিত রক্ষা করা জরুরি..১২১
হুন্ডির কারবার জায়েয কি না?......................................১২৩
ব্যবসায় মিথ্যা শপথ করা হারাম ও বরকতহীনতার কারণ..............১২৩
দেশে যাদের একান্ত প্রয়োজনীয় আয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের জন্য ঘুস দিয়ে বিদেশে যাওয়ার বিধান কী?..১২৫
ধোঁকাবাজিমুক্ত ব্রোকারির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হালাল................১২৬
কাফির রাষ্ট্রে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে দোকানে শূকরের মাংস ও মদ রাখা যাবে? ১২৭
খতমে তারাবীহর বিনিময় দেয়া ও নেয়া উভয়টি হারাম...............১২৯
কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে পুরস্কার প্রদান ও গ্রহণের বিধান ১৩০
কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী বেতনের পরিমাণে ভিন্নতা হওয়া বিধেয়........১৩১
দালালির বিনিময় নেয়া জায়েয..১৩২
কর্মচারীর বেতন ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করার বিধান..............১৩৩
শিক্ষাপরিচালকসহ অন্যান্য শিক্ষকের মাদরাসায় অনুপস্থিত থাকা শরীয়তসিদ্ধ নয়..১৩৪
কুরআন ও হাদীস দ্বারা চিকিৎসা করে বিনিময় নেয়া জায়েয............১৩৫
কূপ খননকালে শ্রমিক মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না............১৩৬
সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকরি করা এবং বেতন নেয়া উভয়টি হারাম.......১৩৭
মুসলমানের জন্য নরসুন্দরের পেশা গ্রহণ করা কেমন?.................১৩৯
গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার বিধান কী?.............................১৪০
সুদভিত্তিক ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা নাজায়েয ও হারাম.........১৪১
আরেকটা প্রশ্ন হলো— ব্যাংকে হাজারো নয়; লাখো মুসলমান চাকরি করে। তারা সবাই কি হারামে লিপ্ত রয়েছে?................................১৪৩
কাফিরের কাছে কি দোকান বা জমি ভাড়া দেয়া জায়েয?..............১৪৪
মুসলিম নারীদের জন্য বিমান-সেবিকার চাকরি গ্রহণ করার বিধান......১৪৫
অর্থোপার্জন ও খ্যাতি লাভের জন্য সরকারি পদ-পদবী গ্রহণ করা কি জায়েয? ১৪৭
কিয়ামতের দিন হকদারের পাওনা নেকি দিয়ে পরিশোধ করা হবে; কেননা

সেখানে কারো কাছে ধন-দৌলত থাকবে না ১৪৮
গাভীর মালিকের অনুমতি ছাড়া দুধ দোহন করতে গিয়ে গাভীর লাথিতে আহত হলে ক্ষতিপূরণ নেই ১৪৯
বিচারকগণ কুরআন-হাদীস অনুসারে বিচার করলে পুরস্কৃত হবেন ১৫০
চক্ষু বিক্রি করা ও দান করা নাজায়েয ১৫৩
জমি ওয়ারিশের, অবৈধ দখলদারের নয়। মুকাদ্দামায় হকের পক্ষে ফয়সালা না হলে ধৈর্য ধারণ করবেন। অন্যথায় সামাজিক বিচারের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করবেন। ১৫৪
শিয়ারা দাবি করে, হযরত আবু বকর রা. খেলাফত ও রাসূল (সা.)-এর জমি আত্মসাৎ করেছেন; এই দাবি কি সত্য? ১৫৬
মিথ্যা কাগজপত্র তৈরি করে অন্যের জমি দখল করা নাজায়েয ১৫৭
সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য কী? এ সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? ১৫৮
যৌথ মালিকানাধীন জমিতে চলাচলের রাস্তা কতটুকু প্রশস্ত হওয়া উচিত? ১৬৪
শ্যালিকার সঙ্গে ব্যভিচার করলে স্ত্রী তালাক হবে কি? ১৬৫
চুরিকৃত মালামাল পাওয়া গেলে মালিককে দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব ১৬৭
চুরিকৃত মাল সম্পর্কে জানার জন্য আমেলের নিকট যাওয়ার বিধান ১৬৮
পশুকামিতার শাস্তি ১৬৯
রাগান্বিত হয়ে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দিলে দণ্ড আরোপ করা জায়েয নেই .. ১৭০
কাফিরের কাছে বন্ধক রাখা জায়েয ১৭১
কোনো কাফির কোনো মুসলমানকে কিছু উপহার দিলে তা ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না? ১৭১
অনুমতি ব্যতীত অন্যের জমিতে গাছ লাগানো জায়েয নেই ১৭৩
দীনি মাদরাসার বিবরণে অবাস্তব কথা লেখা মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অন্তর্ভুক্ত কি না? ১৭৪
মহিলার সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক—এটা কুরআন-হাদীসের বিধান নাকি গবেষণালব্ধ বিষয়? ১৭৫
এককভাবে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয় অথচ এককভাবে নারীদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণীয়—এর কারণ কী? ১৭৭
পশু জবাইয়ের সময় কতজন ধরতে হবে? এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী?

....১৭৮
নবজাত শিশুর ‘তাহনীক’ করানো সুন্নত.............................১৮০
কততম দিনে আকীকা করা সুন্নত? আকীকার পশু কয়টি হতে হবে?...১৮১
মদীনা মুনাওয়ারায় নামাযের সাওয়াব অন্য মসজিদের তুলনায় পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি...১৮২
অধিক প্রয়োজনীয় স্থানে মসজিদ নির্মাণের ফযীলত বেশি.............১৮৩
পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ...........................১৮৪
ধূমপান করার পর মুখ পরিষ্কার না করে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ তাহরিমী ১৮৫
মসজিদ পুনর্নির্মাণের সময় নির্মাণকারী সমাজের নাম লেখা শর্ত সাপেক্ষে জায়েয...১৮৬
কাফিরদের থেকে ক্রীত জমি—যেখানে তাদের সমাধি ছিল, তা কি যে কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে?.......................................১৮৬
প্রয়োজন সাপেক্ষে ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে ঘুমানো জায়েয.......১৮৭
কোনো মসজিদ পরিদর্শন করতে গেলে মাকরূহ সময় না হলে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া উত্তম....................................১৮৯
অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিমকে সালাম করলে যেভাবে জবাব দিতে হয়....১৮৯
আকীকা করা সুন্নত, আকীকার জন্য দাওয়াত করা সুন্নত নয়...........১৯০
বিয়ের সময় ‘দফ’ বাজানো এবং বৈধ গানের অনুমতি আছে কি?.......১৯০
হারাম সম্পদ দ্বারা শরীর গঠনকারী তাওবা করলে জান্নাতে যাবে কি?...১৯২
অসুস্থতার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যুর দোয়া করা নাজায়েয...........১৯৩
কষ্টের কারণে ক্যান্সার আক্রান্তের জন্য মৃত্যুর দোয়া করা জায়েয নেই...১৯৪
ঝাঁড়ফুক করা এবং তাবিজ ব্যবহারের বিধান..........................১৯৫
ঘরে ছবি রাখা কবীরা গুনাহ..১৯৬
চুল মুণ্ডন করা উত্তম এবং ছোট করে রাখা জায়েয......................১৯৭
দীনদার ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং তাদেরকে দাওয়াত করা উচিত ১৯৮
প্রয়োজন সাপেক্ষে পুরুষের জন্য স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করা জায়েয......২০০
অসুস্থ ব্যক্তিকে জোরপূর্বক পানাহার করানো অনুচিত..................২০০
বেগানা মহিলাকে চুম্বন করা গুনাহ, এর জন্য তাওবা-ইস্তিগফার জরুরি..২০১
এক বিছানায় দুইজন বেগানা পুরুষ ও দুইজন বেগানা মহিলার শোয়া নাজায়েয

....২০৩
বেগানা মহিলাকে রাস্তায় বারবার দেখা কবীরা গুনাহ..................২০৪
ইসলামের প্রথম যুগে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল, পরবর্তীতে ফিতনার কারণে নিষেধ করে দেয়া হয়..................................২০৬
প্রয়োজনের অতিরিক্ত খোলা গলা বিশিষ্ট কামিজ তৈরি করা মহিলার জন্য নাজায়েয ও গুনাহ, এ থেকে বিরত থাকা জরুরি......................২০৮
মহিলাদের জন্য মাজার যিয়ারতে যাওয়া মাকরূহ তাহরিমা, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাওয়া সবার জন্য শিরক......................................২০৯
সুস্থতার ব্যাপারে নিরাশ ব্যক্তির চিকিৎসা অব্যাহত রাখা উচিত নাকি বন্ধ করা উচিত?...২১০
বেগানা নারী-পুরুষের একত্রে বাস করা নাজায়েয.....................২১১
হিন্দুদের মন্দির ভাঙচুর করা এবং এরপর তা পুনর্নির্মাণ করার বিধান...২১২
বাধ্য না হলে ঘুস দেয়া নাজায়েয, বাধ্য হলে ঘুস দিয়ে নিজের অধিকার আদায় করা জায়েয...২১৩
ধূমপানকারী ইমাম মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার না করলে তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহ তাহরিমী...২১৫
মহিলাদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি দেয়া এবং তাদের নামাযের জন্য ব্যবস্থাপনা করা কমিটির জন্য জায়েয হবে কি?.......................২১৬
গান-বাজনা শোনা ও টিভি দেখা হারাম..................................২১৮
নাচ-গান নাজায়েয ও হারাম, এর আয়োজকরা গুনাহগার এবং বাধাদানকারীরা জিহাদের সাওয়াবের অধিকারী হবে..................................২১৯
মাদরাসায় ভর্তির সময় ছবি বাধ্যতামূলক করা জায়েয কি না?..........২২১
পিতা যদি সন্তানকে কিছু না দিয়ে সংসার থেকে পৃথক করে দেন, এরপর তিনি মাঝেমধ্যে সে সন্তানের কাছে এলে সন্তানের উচিত নয় এটাকে খারাপ মনে করা; বরং এটাকে পরম সুযোগ মনে করা উচিত..................২২২
দাড়ি রাখা সকল নবী এবং আমাদের প্রিয়নবীর সুন্নত...................২২৩
বেফাকুল মাদারিসের পরীক্ষার জন্য ছবি তোলা জায়েয হবে কি না?....২২৫
মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ বিদেশে অর্থ সংগ্রহের জন্য ছাত্রদের ছবি নিয়ে যান, এভাবে চাঁদা সংগ্রহ করার বিধান কী?..................................২২৬
কোনো নেতা বা বুযুর্গের ছবি ঘরে লটকানো নাজায়েয ও হারাম........২২৭
গির্জা ক্রয়ের পর তাতে অবস্থিত ছবি মুছে ফেলতে হবে নাকি রেখে দিতে

হবে?..২২৮
মাদরাসায় ভর্তির জন্য ছবির শর্তারোপ করা নাজায়েয................২২৯
বিজ্ঞানীদের কিছু দাবি সত্য হতে পারে, সব দাবি সত্য নয়............২৩০
যে ঘরে টিভি চলে এবং গান-বাদ্য হয় সেটি শয়তানের ঘর............২৩২
দাড়ির শরয়ী অবস্থান...২৩৫
দাড়িতে খেযাব ব্যবহারের বিধান.....................................২৩৭
দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহার করার বিধান.........................২৩৯
ভোটের আগে মসজিদের জন্য সাহায্যের অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূর্ণ করা জরুরি...২৩৯
কালিজিরার তেল সব রোগের ওষুধ, নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করলে উপকার হবে..২৪০
দারিদ্র্যের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার বিধান.............................২৪২
কুকুর হত্যা করলে জরিমানার বিধান.................................২৪৩
চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনেক উন্নত হওয়ার পাশাপশি অনেক শরীয়ত-পরিপন্থি বিষয়েরও প্রচলন ঘটিয়েছে...২৪৫
সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অপারেশন করা জায়েয, চোখ প্রতিস্থাপন করা জায়েয নেই..২৪৯
আত্মীয়-স্বজন বাদ দিয়ে অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও দাওয়াত করা খারাপ ২৫১
কারো চরিত্র ও দীনদারি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে আমানতদারির সাথে উত্তর দেয়া উচিত...২৫৩
জিন তাড়ানোর শরীয়ত-সম্মত উপায় কী?.............................২৫৪
ইবাদতে তৃপ্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য জরুরি.........২৫৬
জুমার দিন মসজিদে টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে কোনো বুযুর্গের বয়ান শোনানো যাবে কি না?...২৫৭
লম্বা পোশাক নারী-পুরুষ সবার জন্য সুন্নত............................২৫৮
টাই-কোট ও পেন্ট পরিধানের বিধান..................................২৫৯
সব মুসলমানের উচিত অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করা...........২৬০
শিশুদের সুন্দর নাম রাখা উচিত.......................................২৬১
তিনদিনের বেশি অতিথেয়তা না করার ঘোষণা করা যাবে?............২৬১
বালিকা মাদরাসায় পর্দার ব্যবস্থা না থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ

নাজায়েয..২৬২
এক মেয়ের জন্য অপর মেয়ের মাধ্যমে যৌনতা চরিতার্থের চেষ্টা করা নাজায়েয
....২৬৩
অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে উঁকি দেয়া জায়েয নেই.................২৬৪
মহিলাদের বুদ্ধি অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ...২৬৫
যৌথভাবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর কোনো পক্ষ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ প্রমাণিত হলে করণীয়...২৬৯
স্বৈরাচারী জালিমের জন্য বদদোয়ার পরিবর্তে হিদায়াতের দোয়া করা উত্তম
....২৭৩
কাফিরের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করার বিধান...........২৭৫
ভাই-বোনের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা নাজায়েয ও হারাম.........২৭৫
সৌন্দর্যের জন্য পুরুষের হাতে-পায়ে মেহেদি ব্যবহার করা নাজায়েয ও মাকরূহে তাহরিমী...২৭৭
মহিলাদের চেহারায় উদ্গত চুল উৎপাটন করা যাবে....................২৭৮
মহিলাদের শরীরের কষ্টদায়ক লোম ওষুধের সাহায্যে অপসারণ করা নাজায়েয নয়...২৭৮
সাধারণ মানুষের জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা মাকরূহে তাহরিমী, অন্য রঙের খেযাব ব্যবহার করা জায়েয................................২৭৯
বাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি কোট ব্যবহারের বিধান.......................২৮০
সাধারণত মহিলাদের জন্য অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়েয হলেও শরীয়ত-পরিপন্থি বিবাহ অনুষ্ঠানে তা ব্যবহার করা নাজায়েয....................২৮১
জিনদের খাদ্য...২৮২
জিনজাতির জন্য খাদ্য হিসেবে প্রাণীর বর্জ্য নির্বাচন করা কতটুকু সঙ্গত হয়েছে?...২৮৩
বামহাতে পানাহার করা শয়তানসুলভ কাজ............................২৮৪
প্রয়োজন হলে টেবিলে পানাহার করা যাবে; তবে পায়ে জুতা থাকলে খুলে ফেলা উচিত..২৮৫
ডানহাতে পানাহার করা সুন্নত আর বামহাতে পানাহার করা সুন্নাহ-পরিপন্থি
....২৮৬
বিভিন্ন প্রকারের ফল একত্রে খাওয়ার বিধান..............................২৮৭

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.) মদ হারাম করেছেন............২৮৮
নবী (সা.)-এর পছন্দের পানীয়.......................................২৯০
রাতে ঘুমানোর সুন্নাহ-সম্মত পদ্ধতি.................................২৯১
স্বপ্নে রাসূল (সা.)-কে সুন্নাহ-পরিপন্থি পোশাকে দেখার ব্যাখ্যা.........২৯২
রাসূল (সা.)-কে স্বপ্নে দেখা মুসলমানের জন্য সুসংবাদ...............২৯৪
স্বপ্নের প্রকারভেদ ও ব্যাখ্যাযোগ্য স্বপ্ন...................................২৯৫
ভীতিকর স্বপ্ন থেকে সুরক্ষার চিকিৎসা.................................২৯৬
বিক্রি করা যাবে না, শুধু সুবিধা ভোগ করা যাবে, এই শর্তে জমি ওয়াক্‌ফ করা যাবে?..২৯৭
ওয়াক্‌ফকৃত জমি ওয়াক্‌ফকারীর সন্তান বিক্রি করতে পারবে কি না?...২৯৮
নবীদের সম্পদের কেউ উত্তরাধিকারী হয় না..........................৩০০
পিতার ইন্তেকালের পর ওয়ারিশদের হক যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়া বড়দের ওপর ওয়াজিব..৩০১
মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে নামায-রোযার কাযা আদায় করার ওসিয়ত করলে ফিদইয়া আদায় করতে হবে...৩০৩
শিয়া সম্প্রদায় দাবি করে, রাসূল (সা.) মৃত্যুর আগে কিছু লিখে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সাহাবাদের নিষেধের কারণে লিখতে পারেননি—এই অভিযোগের সুরাহা..৩০৪
নবী (সা.) কোনো উত্তরাধিকারযোগ্য জমি রেখে যাননি................৩০৮
ওয়ারিশের তুলনায় সম্পদ অনেক বেশি হলে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করার ওসিয়ত করা উত্তম..৩০৯
ভাইকে জীবদ্দশায় সম্পত্তির কিছু অংশ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ সদকা করা উত্তম ৩১১
আবু বকর রা. আহলে বাইতের উত্তরাধিকার দেননি এবং রাসূল (সা.)-এর ওসিয়ত মোতাবেক আমল করেননি—শিয়াদের এই দাবি ভ্রান্ত.........৩১২
মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হিসেবে তিন ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী থাকলে সম্পত্তির কে কত অংশ পাবে?..৩১৩

চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে ঈদ করবে

প্রশ্ন-৩০৩: আমাদের এলাকার কিছু লোক রমযানুল মুবারক আরম্ভ হওয়ার দু'-এক দিন পূর্বে রোযা রাখা আরম্ভ করে। জিজ্ঞাসা করলে তাদের কেউ কেউ বলে, আমরা সৌদি আরবে চাঁদ দেখা গেলে রোযা রাখি। আর কেউ কেউ বলে, আমরা রমযানের সম্মানার্থে এবং রমযানকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দু'-একদিন আগে থেকে রোযা রাখি। এভাবে রমযানের দু'-একদিন পূর্বে রোযা রাখা জায়েয আছে কি?
– আবদুদ দাইয়ান

উত্তর: হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো।[১]

এতে প্রমাণিত হয়, রমযানুল মুবারক আরম্ভ হওয়ার আগে রোযা রাখা জায়েয নেই। সৌদি আরবের অনুকরণে হোক অথবা অন্য কোনো দেশের অনুকরণে হোক। আমাদের শরীয়তে রমযান এবং ঈদের অভ্যর্থনা বলতে কিছু নেই। সুতরাং অভ্যর্থনার নিয়তে রমযানের দু'-একদিন পূর্বে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى أَنْ يُتَعَجَّلَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ» أخرجه ابن ماجة بلفظ لَا تَقَدَّمُوا صِيَامَ رَمَضَانَ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানের একদিন অথবা দু'দিন আগে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।[২]

অতএব সম্মান ও অভ্যর্থনার নিয়তে রমযানের এক-দু'দিন পূর্বে রোযা রাখা জায়েয নেই। চাঁদ দেখে রোযা আরম্ভ করবে আর চাঁদ দেখে ইফতার করবে।

জিলহজের ১ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত রোযার ফযীলত

প্রশ্ন-৩০৪: উলামায়ে কিরাম এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, জিলহজ মাসের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা অনেক ফযীলতপূর্ণ আমল। ১ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত একদিনের রোযার সাওয়াব এক বছরের রোযার সমতুল্য; ৯ তারিখের রোযার সাওয়াব দুই বছর রোযার সমতুল্য। এটা কি সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত না যয়ীফ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত?

– ইজায খান

উত্তর: জিলহজ মাসের ১ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক রোযা এক বছরের রোযার সমতুল্য, আর ৯ তারিখের রোযা দুই বছরের রোযার সমতুল্য। এটি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ خَلْفَهُ ومن صام عاشوراء غفرله سنة» (رواه البزار وفيه عمروبن صهبان وهو متروك وفي الطبراني فوالأوسط باختصار يوم عاشوراء وإسناده حسن)

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি আরাফাহর দিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তার এক বছর আগের এবং এক বছর পরের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর যে-ব্যক্তি আশূরার দিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তার এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করবেন।[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে জিলহজের প্রথম দশদিনের

৩. মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৪৩৬; সুনান তিরমিযী ১/১৫৭; সুনান ইবনে মাজাহ ১/১২৩।

ইবাদতের চেয়ে বেশি পছন্দের ইবাদত আর নেই। এই দশদিনের প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমতুল্য। এই দশদিনের প্রত্যেক রাত লাইলাতুল কদরের সমতুল্য।[৪]

আশূরার রোযা রাখা কি সুন্নত?

প্রশ্ন-৩০৫: মুফতী সাহেব, আশূরার দিন (১০ই মুহাররম) সম্পর্কে কথিত আছে যে, মূসা (আ.)-এর জাতি এই দিন মুক্তি পেয়েছিল। এজন্য মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রোযা রেখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর ইহুদিদেরকে আশূরার দিন রোযা রাখতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা উল্লিখিত কথা বলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অনুকরণে আশূরার দিন নিজেও রোযা রাখেন, সাহাবাদেরকেও রোযা রাখার আদেশ করেন।

প্রশ্ন হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশূরার রোযা ফরয হিসেবে রেখেছেন না নফল হিসেবে? আমাদের জন্য উক্ত রোযা ফরয, সুন্নত না নফল?

– আইনুদ্দীন

উত্তর: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনা সঠিক। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশূরার রোযা ফরয হিসেবে রেখেছেন। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশূরার রোযা নবীদের সুন্নত হিসেবে নিজেও রেখেছেন, সাহাবাদেরকেও রাখতে আদেশ করেছেন। এটি এখন ফরয ও ওয়াজিব নয়; বরং নফল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজীবন এর ওপর আমল করেছেন, কখনো ছাড়েননি।

এজন্য সামর্থ্য থাকলে এটি আশূরার দিন এবং এর আগে অথবা পরে আরেকটি রোযা রাখবে। দু'টি রোযা রাখতে সক্ষম না হলে অন্তত একটি রোযা রাখবে। তাহলেও সুন্নতের সাওয়াব পাওয়া যাবে। যেভাবে আইয়ামে বীযের (প্রত্যেক হিজরী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের) রোযা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজীবন রেখেছেন এবং উম্মতকেও রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা এই রোযা রাখলে সারা বছর রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু এটাও ফরয নয়।[৫]

৪. সুনান ইবনে মাজাহ ১/১২৪।

৫. দ্রষ্টব্য: সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম, প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব অধ্যায়,

অপবিত্র অবস্থায় রমযানে সাহরীর শেষ সময় জাগ্রত হলে প্রথমে সাহরী খাবে নাকি প্রথমে গোসল করবে?

প্রশ্ন-৩০৬: এক যুবক নতুন বিয়ে করেছে। রমযানের রাতে সঙ্গমের পর ঘুমিয়ে পড়েছে। যখন জাগ্রত হয়েছে, তখন সাহরীর আর মাত্র পনেরো-বিশ মিনিট অবশিষ্ট আছে। এই সময় গোসল করলে সাহরীর সময় চলে যাবে; গোসল না করলে অপবিত্র অবস্থায় সাহরী খেতে হবে এবং এই অবস্থায়ই সুবহে সাদিক হয়ে যাবে।

এ পরিস্থিতিতে সে সাহরী খাবে, নাকি গোসল করবে? এরূপ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে কখনো ঘটেছে কি?

– ইমরানুল হক

উত্তর: প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির উচিত প্রথমে সাহরী খেয়ে নেয়া। খাওয়ার পর ফজরের নামাযের পূর্বে গোসল করে নেবে। তাহলে সাহরীও খাওয়া হবে, পবিত্রতা থেকেও মুক্ত হতে পারবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত,

> إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ «يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا»
>
> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপবিত্র থাকা অবস্থায় (সঙ্গম জনিত) সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছিল।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, এই অবস্থায় সাহরী করলে রোযার কোনো ক্ষতি হয় না।

রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে রোযা ভাঙবে না

প্রশ্ন-৩০৭: আমি রমযানে অথবা অন্য মাসে রোযা রাখার পর ভুলে দিনের বেলা পেটভরে আহার করে ফেলেছি। রোযার কথা আমারও মনে ছিল না, কেউ আমাকে মনে করিয়েও দেয়নি। দুপুরে বিশ্রাম নিতে গেলে আমার

১/৩৬৮; সুনানে নাসায়ী; মুসনাদে আহমাদ; সুনান আবু দাঊদ।

রোযার কথা স্মরণ হয়। এই অবস্থায় রোযার কাযা অথবা কাফফারা আদায় করতে হবে কি? এতে কি গুনাহ হবে?

গরমকালে রোযা অনাদায়ী থাকলে শীতকালে দিন ছোট হেতু সহজতার জন্য শীতকালে কাযা আদায় করা যাবে? আশা করি, হাদীসের সূত্রসমেত উত্তর দেবেন।

– আফযাল ও আতহার

উত্তর: হাদীস শরীফে বর্ণিত,

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ»
>
> কোনো ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেললে বা পান করে ফেললে সে খাবারটি আল্লাহর রিযিক।[৬]

এতে প্রমাণিত হয়, রমযানে অথবা অন্য মাসে রোযা অবস্থায় দিনের বেলা ভুলক্রমে পানাহার করলে রোযা নষ্ট হবে না। তার ওপর কাযা ও কাফফারা নেই; বরং এটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিযিক। তার জন্য আল্লাহ রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন।

কাযা ও কাফফারার জন্য বছরের ছোট ও শীতকাল নির্বাচন করা শরীয়তসম্মত। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

মুসাফির পথিমধ্যে নিজের এলাকার সময় অনুযায়ী ইফতার করবে, নাকি অবস্থান স্থলের সময় অনুযায়ী ইফতার করবে?

প্রশ্ন-৩০৮: কেউ যদি বিমানে চড়ে সৌদি আরব অথবা পাশ্চাত্য দেশে সফর করে, তখন দিন বড় হয়; আর যদি প্রাচ্যদেশে সফর করে, তখন দিন ছোট হয়। উক্ত সফরকারী রোযা রাখলে ইফতার নিজ দেশের সময় অনুযায়ী করবে, নাকি যেখানে যাচ্ছে সে দেশের সময় অনুযায়ী করবে? সঠিক মাসআলা কী?

– আফফান ইলাহী

---

৬. সুনান তিরমিযী, রমযানে খাবার খাওয়া অধ্যায়, ১/১৫৩; সহীহ মুসলিম ১/৩৬৪; সুনান দারিমী ২/৫৫

উত্তর: মুসাফিরের জন্য রমযান মাসে রোযা রাখা জরুরি নয়, বরং রোযা বিলম্বিত করা জায়েয। তবে রোযা রাখতে কষ্ট না হলে রোযা রাখা উত্তম। তবে ইফতার করবে যেখানে যাচ্ছে সেখানকার সময় অনুযায়ী। উদাহরণস্বরূপ: সৌদি আরব যাচ্ছে, ফলে রোযা দুই-এক ঘন্টা বেড়ে গেল। তবু ইফতার সৌদি আরবের সময় অনুযায়ী করবে। প্রাচ্যদেশে ভ্রমণ করলে দু'-এক ঘন্টা কমে যায়। তখন এক-দুই ঘন্টা আগে সেই দেশের সময় অনুযায়ী ইফতার করবে।

যদি দিন এত বড় হয় যে রোযা রাখা সম্ভব নয়, তাহলে রোযা বিলম্বিত করবে; অথবা মাঝামাঝি কোনো জায়গায় গিয়ে রোযার কাযা আদায় করবে। এটাই কুরআন ও হাদীসের বিধান। ভ্রমণরত অবস্থায় অধিক কষ্ট ভোগ করা শরীয়ত-বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ। এটি পরিহার করা কর্তব্য। অধিক কষ্টকর অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে হাদীস শরীফে নিষেধ এসেছে। বরং বলা হয়েছে, সে রোযাই রাখেনি; অকারণে কষ্ট ভোগ করেছে। কষ্টের কারণে সাওয়াব পাবে না

অতএব কষ্ট অনুভব না হলে রোযা রাখবে। ভ্রমণরত এলাকার সময় অনুযায়ী ইফতার করবে। এটাই শরীয়তের বিধান এবং এটাই ইবাদত।

বারবার মিসওয়াক করলে ও থুতু গিলে ফেললে কি রোযা ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

প্রশ্ন-৩০৯: রমযানুল মুবারকে কিছু লোক কাঁচা এবং শুকনা সব ধরনের মিসওয়াক ব্যবহার করে। শুধু নামাযের সময় নয়, অন্য সময়ও মিসওয়াক ব্যবহার করতে থাকে। এ কারণে কিছু থুতু কণ্ঠনালীতে চলে যেতে পারে। এই অবস্থায় তার রোযা হবে কি না? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

– এজায আলী ও সফর আলী

উত্তর: যদি কাঁচা মিসওয়াকের সঙ্গে মিলিত লালা কণ্ঠনালীতে চলে যায়, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু মিসওয়াক করার পর মুখের ভেতর জমাকৃত লালা ফেলে দেয়ার পর নতুনভাবে থুতু এলে এবং তা কণ্ঠনালীতে চলে গেলে রোযা নষ্ট হবে না। অধিক পরিমাণ মিসওয়াক করলে রোযা নষ্ট হয় না। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সর্বদা মিসওয়াক করার আদেশ দিয়েছেন, চাই তা রোযা অবস্থায় হোক অথবা রোযাবিহীন অবস্থায় হোক। মিসওয়াক দ্বারা রোযা নষ্ট হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসওয়াক করার আদেশ করতেন না। অতএব মিসওয়াক করার ওপর আপত্তি করা অনুচিত।

গরমকালে রোযা অবস্থায় বারবার গোসল করলে কি রোযা ত্রুটিপূর্ণ হবে?

প্রশ্ন-৩১০: অত্যধিক গরমের সময় রোযা অবস্থায় দু'-তিনবার গোসল করার বিধান কী? প্রত্যেকবার গোসলের সময় শরীরের অভ্যন্তরে পানি যেতে পারে। এ কারণে শরীর ঠান্ডা হতে পারে। এতে কি রোযা ভঙ্গ হয়?

– ইরফান ইলাহী

উত্তর: রোযা অবস্থায় গোসল করার বৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব অত্যধিক গরমের সময় বারবার গোসল করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। গোসলের সময় লোমকূপ দিয়ে যে পানি শরীরে প্রবেশ করে, তা রোযার জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে পায়ুপথ ও কণ্ঠনালী দিয়ে পানি প্রবেশের কারণে রোযা নষ্ট হয় এবং কাযা করা আবশ্যক হয়।

রমযানে আসরের পর ঘুমানো কি নাজায়েয? এতে কি বুদ্ধি লোপ পায়?

প্রশ্ন-৩১১: রমযানে আসরের পর আমার ঘুম চলে এসেছিল। দিনে ঘুমানোর সুযোগ হয়নি। কুরআন মাজীদ মুখস্থ করতে করতে সময় চলে গিয়েছিল। আসরের পর কিছু মেহমান আসেন। তাদের একজন বলেন, আসরের পর ঘুমালে বুদ্ধি লোপ পায় এবং পাগল হয়ে যায়। আমি এই বিষয়টি জানতাম না। আমি ইচ্ছাকৃত ঘুমাইনি, হঠাৎ ঘুম এসে গিয়েছিল।

আমার জিজ্ঞাস্য হলো, রমযানে আসরের পর ঘুমানো কি পাপ? বর্ণিত মাওলানা সাহেবের কথা কি সঠিক? ইচ্ছাকৃত ঘুম এবং অনিচ্ছাকৃত ঘুমে কি পার্থক্য আছে?

– আবদুল বাসিত

উত্তরঃ আসরের পর অপ্রয়োজনে ঘুমানো ভালো নয়। এটি তাসবীহ ও তাহলীলের সময়। এতে গাফিলতি ও আলস্য প্রকাশ পায়। তবে ওজরের কারণে ঘুমানো ক্ষতিকর নয়।

আসরের পর ঘুমালে বুদ্ধিনাশ ঘটে, এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই। মাজমাউয যাওয়াইদে এ সংক্রান্ত একটি হাদীস থাকলেও তা সহীহ নয়।

রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা ও ওষুধ ব্যবহার করার বিধান

প্রশ্ন-৩১২ঃ প্রয়োজন হলে রমযান মাসে চোখে সুরমা লাগানো যাবে কি? চোখে ড্রপস ব্যবহারের প্রয়োজন হলে ব্যবহার করতে পারবে কি?

– ইনয়ামুল বার

উত্তরঃ রমযানুল মুবারকে চোখে সুরমা লাগানো জায়েয। তবে চোখে ড্রপস দেয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে রাতে ড্রপস ব্যবহার করবে। যদি ড্রপস ব্যবহার করা খুব জরুরি হয়, তাহলে যথাসম্ভব স্বল্প পরমিাণ ব্যবহার করবে; যেন ড্রপস চোখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কণ্ঠনালীতে পৌঁছে না যায়। এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। যদি চোখের ওষুধ কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। সে রোযার কাযা আদায় করতে হবে, কাফফারা আদায় করতে হবে না।

ইমামদের মতানৈক্যের কারণ হলো, চোখের ভেতর কণ্ঠনালী পর্যন্ত ওষুধ পৌঁছার পথ আছে কি না? যাঁরা মনে করেন চোখের ওষুধ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছার পথ রয়েছে, তাঁদের মতে চোখে ড্রপস ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে; আর যাঁদের মতে চোখের ওষুধ কণ্ঠনালীতে পৌঁছার পথ নেই, কণ্ঠনালী শুধু তরল ওষুধ চুষে নেয়, তাঁদের মতে চোখে ড্রপস ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

আমাদের বক্তব্য উক্ত দুই বক্তব্যের মাঝামাঝি। কেননা কণ্ঠনালীতে যদি ওষুধ না পৌঁছে–ওষুধ কম হওয়ার কারণে হোক অথবা পথ না থাকার কারণে হোক–তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি কণ্ঠনালীতে ওষুধ চলে যায়–ওষুধ বেশি হওয়ার কারণে হোক অথবা কণ্ঠনালী পর্যন্ত পথ থাকার কারণে হোক–তাহলে রোযা ভেঙে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করেছেন। সুরমা ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে, এটি কেউ বলেননি। অথচ মাঝেমধ্যে সুরমার প্রভাব গলায় অনুভূত হয়।

ওষুধের বিধানও সুরমার অনুরূপ। যদি কণ্ঠনালীতে ওষুধের প্রভাব সাধারণভাবে প্রকাশ পায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে যদি কণ্ঠনালীতে ওষুধ পৌঁছে গেছে বলে মনে হয়, ওষুধের স্বাদ অথবা তিক্ততা গলায় পৌঁছে– তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে।

থুতুর বিধানও অনুরূপ। অর্থাৎ থুতুর সাথে যদি ওষুধের প্রভাব বেশি থাকে, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে। অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হবে না। এজন্য সতর্কতার দাবি হলো, চোখের ড্রপস যথাসম্ভব রাতে ব্যবহার করা।

লাইলাতুল কদর নির্ধারণ সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত কোন্‌টি?

প্রশ্ন-৩১৩: রমযানুল মুবারকের লাইলাতুল কদর সম্পর্কে মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মতানৈক্য রয়েছে। দয়া করে মুহাদ্দিসদের অগ্রগণ্য বক্তব্য ও ফকীহদের মধ্য থেকে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মত হাদীসের আলোকে জানাবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, সাধারণত রমযানের ২০ বা ২১ তারিখে তারাবীহ খতম হয়। এরপর মুসল্লি কমতে থাকে। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সুন্নত এবং ফতোয়ার কিতাবের আলোকে গ্রহণযোগ্য বক্তব্য কী? আশা করি, উভয় প্রশ্নের তৃপ্তিদায়ক উত্তর দেবেন।

— রযী উদ্দীন

উত্তর: এ বিষয়ে মুহাদ্দিস ও ফকীহদের বক্তব্য হাদীসের আলোকে নিজ নিজ স্থানে সঠিক। হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, লাইলাতুল কদর রমযানের ২৭ তারিখে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এটি ইমাম আযম ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর পছন্দনীয় মত। হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে রমযানের ২৭ তারিখে খতমে কুরআন হওয়া এর সুস্পষ্ট দলিল।

عن أبي بن كعب قال: ليلة القدر في سبع وعشرين ليلة وذالك أن الشمس تطلع صبيحة ذالك اليوم وليس لها شعاع كانها تزرق

উবাই বিন কা'ব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, লাইলাতুল কদর সাতাশতম রাতে; এই রাতের সকালে সূর্য উদিত হওয়ার সময় অনুজ্জ্বল থাকে।

২৭ তারিখে খতমে কুরআন করা সুন্নাতে সাহাবার অন্তর্ভুক্ত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

তোমাদের ওপর আমার সুন্নত এবং আমার সত্যপন্থি খলীফাদের সুন্নত অনুযায়ী আমল করা জরুরি।

অতএব ২০ তারিখে খতমে কুরআন করা যদিও জায়েয, তবে অনুত্তম। ফিকহ ফতোয়ার কিতাবে অনুরূপ বর্ণনা আছে। হাদীসটি উদ্ধৃত করা হলো:

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ: أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي، أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ؟ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، قَالَ: بِالْعَلَامَةِ، أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي «أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ، لَا شُعَاعَ لَهَا» رواه مسلم و مشكاة

লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখ কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

প্রশ্ন-৩১৪: আমি অনেক বড় বড় আলেমকে লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। সকলে একই উত্তর দিয়েছেন যে, লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে মুহাদ্দিসগণের অধিকাংশের মত হলো, রমযানের ২৭ তারিখ রাত লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল কদরের আলামত সম্পর্কে জানতে চাইলে কেউ কেউ বলেন, লাইলাতুল কদরের বিশেষ কোনো আলামত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। তবে এই রাতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে আর দিনে সূর্যের তাপ কম থাকবে।

প্রশ্ন হলো, উক্ত আলেমদের উত্তর হাদীসের আলোকে কি সঠিক?

— হক নাওয়ায

উত্তর: উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে দীন লাইলাতুল কদর সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সঠিক এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَبَّأَنَا «أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النِّصْفِ مِنَ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»، فَصَعَدْتُ فَرَأَيْتُهَا كَذَلِكَ، فَقُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

মর্মার্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন, রমযানের সাতাশতম রাতে লাইলাতুল কদর। এদিন সকালে সূর্যের কিরণ প্রখর ছিল না। আমরা মনে মনে বলেছি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন।[৭]

তালীম ও তাবলীগের জন্য ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করার বিধান

প্রশ্ন-৩১৫: আমাদের মক্কী মসজিদে প্রতি বৃহস্পতিবার তাবলীগি বয়ান হয়। লোকেরা বয়ান শোনে। কেউ কেউ এশার নামায পর্যন্ত বয়ান শুনে এশার নামাযের পর চলে যায়। আর কেউ পানাহার করে চলে যায়। আবার কেউ ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে রাত্রিযাপন করে। রাত্রিযাপনকে তারা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ মনে করে।

প্রশ্ন হলো- পাবন্দির সাথে বয়ান করা, বয়ান শোনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা, মসজিদে পানাহার করা ও ইবাদত মনে করে মসজিদে রাত্রিযাপন করা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয আছে কি? কুরআন ও হাদীসের আলোকে উত্তর প্রদান করবেন।

আর আলেমগণের ওপর আবশ্যক হলো, শরীয়ত-বিরোধী কাজে বাধা দেয়া। কিন্তু অনেক আলেমও তাতে লিপ্ত আছেন। আপনার নিকট আবেদন, সঠিক উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

- ফিরোয খান

৭. মুসনাদে আবু ইয়া'লা: হাদীস নম্বর ১৬৫; ইমাম হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদ-গ্রন্থে কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন ৩/৪০৬

উত্তর: প্রতি বৃহস্পতিবার তাবলীগ ও তালীমের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত ও বয়ান করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. বড় বড় ফকীহ এবং মুফতী সাহাবাদের অন্যতম। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার বয়ান করতেন। স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালীম ব্যতীত সপ্তাহের একদিন ওয়ায-নসীহত করতেন।

অতএব সাপ্তাহিক বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবারে উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করে বয়ান করা জায়েয। এতে সাধারণ লোকের দীনি ও দুনিয়াবি উপকার হয়, তারা শরীয়তের বিধান জানতে পারে, নসীহত ও উপদেশ জানতে পারে। সুতরাং সবার উচিত এই ধরনের নসীহত গুরুত্ব সহকারে শোনা।

খাবার নিজের হলে কোনো আপত্তি নেই। খাবার অন্যের হলে তার অনুমতি সাপেক্ষে ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করে খাওয়া জায়েয। ইতিকাফের নিয়ত ছাড়া পানাহার করা জায়েয নেই।

মসজিদে ঘুমানোর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, ইতিকাফ ও ইবাদতের নিয়তে মসজিদে ঘুমানো জায়েয। ইতিকাফ ও ইবাদতের নিয়ত ব্যতীত ঘুমানো জায়েয নেই। এটি গুনাহ এবং মসজিদের জন্য অসম্মানজনক। তাবলীগ জামায়াত ও তাদের সব কাজে আপত্তি ও অভিযোগ করা অনুচিত। কিন্তু তাদের ভুল হলে তা সংশোধন করা আবশ্যক।

সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নসীহত করা সম্পর্কীয় হাদীস উদ্ধৃত হলো:

> كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. (أخرجه البخاري في باب من جعل لأهل العلم أياما معلوما ج ١، ص ١٦- وأيضا أخرجه مسلم ج ٢، ص ٣٧٧-وأيضا رواه أحمد في مسنده رقم الحديث ٤١٧٦)

উক্ত হাদীসের মর্মার্থ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাপ্তাহে একদিন বা দুইদিন বয়ানের জন্য নির্ধারণ করা জায়েয। অতএব তারিখ নির্ধারণ করে সপ্তাহে একদিন বয়ান করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কারণে উক্ত কাজের ওপর আপত্তি ও অভিযোগ করা জায়েয নেই।

হজ্জে ইফরাদ নাকি হজ্জে কিরান কোন্‌টি উত্তম?

প্রশ্ন-৩১৬: আমি এ বছর হজে যেতে চাইছি। ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টে যেতে চাই। যাতে স্বাধীনভাবে হজ করতে পারি। আমার জন্য এটাই সহজ। ফ্লাইট অফিসার আমাকে বলেছেন, আপনি চাইলে সবার শেষে যেতে পারবেন। আমিও চাইছি, যাতে ইহরামের সময় প্রলম্বিত না হয়। যাতে আট-দশ দিনের মধ্যে সবকিছু সম্পন্ন হয়। হজের অবশিষ্ট দিনগুলোতে উমরাহ এবং তাওয়াফে ব্যস্ত থাকব। এতে আমি পুরো হজে সাওয়াব পাব, সহজও হবে।

কয়েকবার হজ পালনকারী আমার এক বন্ধুকে কোন্ হজ উত্তম জিজ্ঞেস করলে সে বলে, হজে ইফরাদ করা উচিত। অর্থাৎ হজের সময় ইহরাম বেঁধে যাবে, অতঃপর হজের সময় মিনায় গিয়ে বাকি আহকাম পূর্ণ করবে। অতঃপর ১০ই জিলহজ কুরবানী করবে, কুরবানী করার পর মাথা মুণ্ডাবে অথবা মাথার চুল ছোট করে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবে। এটি সহজ এবং এতে সাওয়াব বেশি।

কিন্তু বিন্নুরি টাউনের এক আলেম বলেন, হজ্জে ইফরাদ থেকে হজ্জে কিরান উত্তম। কেননা তাতে প্রথমে উমরাহ করা হয়; অতঃপর ৮ই জিলহজ উমরার ইহরামের সাথে অতিরিক্ত এক তাওয়াফ ও এক সায়ী করে মিনায় যেতে হয়। সেখানে হজের আহকাম পূর্ণ করে ১০ই জিলহজ কুরবানী করে চুল মুণ্ডন অথবা ছোট করে অবসর নিতে হয়। হজ্জে কিরানে সাওয়াব বেশি; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জে কিরান আদায় করেছেন।

এটি যদি সঠিক হয়, তাহলে ইন-শা-আল্লাহ আমি হজ্জে কিরান আদায় করব। কিন্তু উক্ত কথা কতটুকু বিশুদ্ধ, তা আমার জানা নেই। আপনার নিকট নিবেদন, হাদীসের আলোকে জানাবেন যে, হজ্জে কিরান অথবা হজ্জে ইফরাদ থেকে কোন্‌টি উত্তম? এ দু'টির মধ্য থেকে কোন্‌টিতে সাওয়াব বেশি?

— দিলশাদ হুসাইন

উত্তর: হজ্জে কিরান উত্তম। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জে কিরান আদায় করেছেন। বুখারী ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই সফরে এক ইহরামে হজ ও উমরাহ আদায় করেছেন। এরূপ আদায় করার নাম কিরান। সুতরাং বিন্নুরি টাউনের মাওলানার কথা সঠিক।

যেহেত আপনি সহজতা চাইছেন এবং আপনার জন্য শেষ ফ্লাইটে যাওয়াও সম্ভব, অতএব আপনি হজ্জে কিরান করবেন। আর ফ্লাইটের প্রথমে বা মধ্যখানে গেলে হজ্জে তামত্তু করবেন। এটা বেশি সহজ হবে। হজ্জে তামাত্তুর বিধান সম্পর্কে "হাজ ও মা'লূমাতে হাজ ও উমরাহ" কিতাবটি অধ্যয়ন করবেন।

হারামের সীমানার মধ্যে প্রত্যেক নামাযের সাওয়াব এক লক্ষ গুণ বেশি, এক্ষেত্রে নারী-পুরুষে পার্থক্য নেই

প্রশ্ন-৩১৭: যদি হজের সময় কোনো কারণে হারাম শরীফে জামায়াতের সাথে নামায পড়া সম্ভব না হয়, এজন্য যদি নিজের রুমে জামায়াতের সঙ্গে নামায পড়ে, তাহলে কি এক লক্ষ গুণ নামাযের সাওয়াব পাওয়া যাবে?

মহিলাদের জন্য হারামে গিয়ে জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় করলে বেশি সাওয়াব হবে নাকি বাসায় নামায আদায় করলে বেশি সাওয়াব হবে? কুরআন ও হাদীসের আলোকে উত্তর দেবেন।

– ফিরোজ উদ্দীন

উত্তর: ওজরের কারণে হারাম শরীফে জামায়াত পাওয়া না গেলে বাসায় জামায়াত আদায় করে নিলে এক লক্ষ গুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।

মহিলাদের জন্য হারাম শরীফে নামায আদায়ের চেয়ে ঘরে একা নামায আদায় করা উত্তম। দু'টি মাসআলা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এই মুহূর্তে হাদীসের কিতাব সঙ্গে না থাকায় উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব হয়নি।

স্থায়ীভাবে অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি হজ করার বিধান

প্রশ্ন-৩১৮: আমাদের পিতা নামায-রোযার পাবন্দ ছিলেন। বর্তমানে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাঁর পর্যাপ্ত হুঁশ-জ্ঞান নেই। তাঁর ওপর হজ ফরয হয়েছে কিন্তু তিনি হজ করেননি। এখন ওসিয়ত করার ক্ষমতাও নেই। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষ থেকে বদলি হজ করানো আমাদের জন্য জায়েয হবে কি?

একজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, কারো জীবদ্দশায় তার পক্ষ থেকে বদলি হজ করানো জায়েয নেই। তার মৃত্যুর পর বদলি হজ

করানো যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের ভাইয়েরা বদলি হজ করানোর ব্যাপারে একমত। পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের মধ্যে বদলি হজ করানোর ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে।

মুফতী সাহেব, সবকিছু বিবেচনা করে শরয়ী বিধান জানিয়ে আমাদেরকে দীনের পথে চলতে সহযোগিতা করবেন।

– হাজী ইমরান সাহেবের সন্তানবৃন্দ

উত্তরঃ আপনাদের পিতার অবস্থা যদি অনুরূপ হয়, যেমনটা আপনারা লিখেছেন–তাহলে আপনারা আপনাদের পিতার পক্ষ থেকে বদলি হজ করাতে পারেন। এরূপ অবস্থা সম্পর্কে শরয়ী বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জনৈক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এরূপ প্রশ্ন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

نَعَمْ، فَحُجَّ مَكَانَ أَبِيكَ

হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পরিবর্তে হজ করবে।[৮]

সুতরাং আপনাদের পিতার পক্ষ থেকে আপনাদের মধ্য থেকে যে কোনো একজন নিঃসন্দেহে হজ আদায় করতে পারবেন। বদলি হজের জন্য ইতোপূর্বে হজ আদায়কারী ব্যক্তি হওয়া উত্তম। এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে ভালো। এরকম ব্যক্তি না থাকলে হজের মাসায়েল সম্পর্কে জানেন, এরকম ব্যক্তি দ্বারা বদলি হজ করানো উচিত।

যে আলেম বলেছেন, কারো জীবদ্দশায় বদলি হজ করানো যাবে না, এর অর্থ হলো, সুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি হজ করানো যাবে না। কিন্তু যে-ব্যক্তি এরকম অসুস্থ যে, চলা-ফেরা করতে পারে না, জ্ঞান-অনুভূতি ঠিক নেই– তার জীবদ্দশায় তার পক্ষ থেকে বদলি করানো যাবে।

৮. সহীহ মুসলিম হজ অধ্যায় ২/৪৩১

হজের বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দীনদার ব্যক্তিকে দিয়ে বদলি হজ করানো উচিত

প্রশ্ন-৩১৯: সম্মানিত মুফতী সাহেব, আপনি বলেছেন, পিতার জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে বদলি হজ করানো যাবে। সমস্যা হলো, আমাদের এক ভাই–যে নামায-রোযা যথাযথভাবে পালন করে না, শুধু জুমার নামায আদায় করে–সে বদলি হজ আদায় করতে চায়। অন্য ভাইদের মত হলো, কোনো দীনদার ব্যক্তিকে বদলি হজের জন্য পাঠাবে। কিন্তু আমাদের ওই ভাই বলেন, বদলি হজ আদায়ের জন্য আলেম হওয়া জরুরি নয়।

আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

– হাজী ইমরান সাহেবের সন্তানবৃন্দ

উত্তর: অসুস্থ ব্যক্তির সন্তানদের মধ্য থেকে যদি কেউ হজের বিধান সম্পর্কে অবগত এবং দীনদার থাকে, তাহলে সে বদলি হজ করতে পারবে। তবে যে সন্তান নামায-রোযা ঠিকমত আদায় করে না, সে আলেমও নয়—তাকে হজের জন্য পাঠানো উচিত নয়। আপনাদের যে ভাই হজ করতে ইচ্ছুক, সে নিজের হজ আদায়ের জন্য যাবে। পিতার বদলি হজের জন্য হজের বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো দীনদার ব্যক্তিকে পাঠাবেন।

যার নিকট আগে টাকা থাকার কারণে হজ ফরয ছিল, পরে টাকা ফুরিয়ে যায় এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে; পরবর্তীতে তার হাতে টাকা এলে সে প্রথমে হজ করবে নাকি প্রথমে ঋণ পরিশোধ করবে?

প্রশ্ন-৩২০: এক ব্যক্তি কোটিপতি থাকার সময় দীন থেকে দূরে ছিল। এখন তার টাকা নেই, বরং এখন সে ঋণগ্রস্ত। পাওনাদার ও আত্মীয়-স্বজন থেকে সে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সম্পদ থাকাকালীন তার ওপর হজ ফরয ছিল। তখন সে ঠিকমত নামায-রোযা আদায় করত না। বর্তমানে যথাযথভাবে নামায-রোযা আদায় করে। অতীতের ভুলের জন্য সে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করেছে।

ফাতাওয়া ও মাসাইল

[তৃতীয় খণ্ড]

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

ফাতাওয়া ও মাসাইল

[তৃতীয় খণ্ড]

(আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর)

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

অনুবাদক

মুহাম্মাদ শোয়াইব কাবিলপুরী

সম্পাদনা

আবুল কাসেম আদীল

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২, ০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

বই	ফাতাওয়া ও মাসাইল [তৃতীয় খণ্ড]
মূল	মুফতি মুহম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
অনুবাদক	মুহাম্মাদ শোয়াইব কাবিলপুরী
সম্পাদনা	আবুল কাসেম আদিল
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শামীম আল হুসাইন
অনলাইন পরিবেশক	রকামারি.কম, ওয়াফিলাইফ
প্রকাশকাল	সেপ্টেম্বর ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৬৫০ (ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

রুকু ও সিজদার সঠিক মর্ম......১৫
মহিলারা কখন নিজের ঘর থেকে বের হতে পারবে?......১৬
স্বামী কখন স্ত্রীকে শাস্তি দিতে পারবে?......১৭
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার......১৮
বর্তমান আদালতে সাক্ষ্যের মাপকাঠি ইসলামসম্মত নয়......২০
ছবি ক্রয়-বিক্রয় ও ইন্টারনেটে ধর্মীয় প্রোগ্রাম দেখার বিধান......২২
রাজনৈতিক নেতাদের ছবি অঙ্কন করা ও ছবি বিক্রয় করার বিধান......২৩
জমি বিক্রির পর রেজিস্ট্রি করে দেয়া জরুরি......২৫
গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কি অন্যকে নেক কাজের উপদেশ দিতে পারবে?......২৬
আলেম ও সাধারণ মানুষের তাবলীগের পার্থক্য......২৯
ওয়াকফকৃত জমি বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করার বিধান......৩৪
মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা অত্যাবশ্যক......৩৬
গুনাহ থেকে তাওবা করার পদ্ধতি......৩৭
রমযানে সংঘটিত যুদ্ধের সময় নবী কারীম (সা.) রোযা রাখেননি......৩৮
পানি কিনে ওযু করার সামর্থ থাকলে তায়াম্মুমের অবকাশ নেই......৩৮
শরয়ী দৃষ্টিকোণে উমর রা. কর্তৃক পরবর্তী খলীফা নির্বাচন......৩৯
সারারাত ইবাদতকারী এবং ফজর ও এশার নামায জামায়াতে আদায়কারীর সাওয়াবে পার্থক্য......৪৩
এশা ও ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায়কারী ও সারারাত ইবাদত-কারীর সাওয়াবের পার্থক্য......৪৪
বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকার আমল......৪৫
মুতয়া বিবাহ সম্পর্কে হযরত আলী রা.-এর সিদ্ধান্ত......৪৫
কাফিরের উপহার গ্রহণ করা ও কাফিরকে উপহার দেয়ার বিধান......৪৬
নাভির নিচে হাত বাঁধা......৪৬
রক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান......৪৭
পার্থিব স্বার্থের জন্য ধর্ম-বিরোধী সংগঠনকে সহায়তা করার বিধান......৪৮
শরিয়তের কোনো বিধানকে অস্বীকার করার বিধান......৪৯
আত্মীয়দেরকে নবী (সা.)-এর সম্পত্তি না দেয়ার কারণ......৫০

বিপদ আসার কারণ ৫১
মরহুম পিতার বিক্রীত জমিতে ছেলেদের মালিকানা নেই ৫৩
দরূদ ও সালামের উদ্দেশ্য এবং দরূদের শাব্দিক বিশ্লেষণ ৫৪
ডাকাতের হাতে নিহত ব্যক্তির জানাযার বিধান ৫৫
শরয়ী বিধান অস্বীকারকারীর জানাযা ও দাফনের বিধান ৫৭
দ্বিতীয় বিয়ের শরয়ী বিধান ৫৮
তালাক ও মৃত্যু ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান ৬০
প্রত্যেক এলাকার চান্দ্র তারিখের ভিত্তিতে আশুরা নির্ধারিত হবে ৬১
বিপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তিলাভের উপায় ৬১
দীনি বিধানের অস্বীকারকারী ও যাকাতকে ট্যাক্স সাব্যস্তকারীর বিধান ৬২
মাজারে মহিলাদের গমনের বিধান ৬৪
নগদ এবং বাকি হিসেবে পণ্যের মূল্যে তারতম্য করার বিধান ৬৫
সাধারণ মুসলমান কর্তৃক কাদিয়ানীকে হত্যা করার বিধান ৬৬
কুদৃষ্টি থেকে সুরক্ষার উপায় ৬৮
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মুজিযা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৭২
ইমাম নির্ধারণের মূলনীতি ৭৪
নামাযে অলসতা করা ও কূটতর্কের কারণে তালাক দেয়ার বিধান ৭৮
যে ভোজসভায় পর্দা রক্ষা করা হয় না সেখানে অংশগ্রহণ করা নাজায়েয .. ৮১
বুযুর্গ-মাশায়েখের হাতে চুম্বন করার বিধান ৮২
সফর অবস্থায় সুন্নাত নামায আদায়ের বিধান ৮২
সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করার সময় পানি পান করার বিধান ৮৩
মক্কায় মৃত্যু হওয়া গৌরবের মনে করা হাদীসসম্মত ৮৪
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাকের বিধান ৮৫
মিনায় পূর্ণ নামায পড়বে নাকি কসর পড়বে? ৮৬
কষ্ট অনুভব না করলেও সফর অবস্থায় কসর নামায পড়বে ৮৮
মজুতদারি করা জায়েয নেই ৮৯
হারাম সম্পদ দ্বারা সদকায়ে জারিয়া হয় না ৯০
বিতরের নামায তিন রাকাআত ৯১
দীনি ও দুনিয়াবি ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সরকারি লোকদের দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত নয় ৯৩
পোশাক ব্যবসার উত্তম মূলনীতি ৯৪

ইস্তিগফার অধিক রাগের চিকিৎসা..৯৫
মুসলিম শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয নেই..........................৯৮
চুল কাটার জায়েয ও মাসনুন পদ্ধতি..৯৯
মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণের জন্য মসজিদে চাঁদা উত্তোলন করা জায়েয ১০১
মাতা-পিতার অবাধ্য, মদ্যপ ও দাইয়ূসের জন্য জান্নাত হারাম..........১০৩
নিজ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়ার নাম তাওবা......................১০৫
হাউযে কাউসার সত্য ও প্রমাণিত..১০৯
মদ ক্রয়-বিক্রয় করা মুসলমানের জন্য জায়েয নেই....................১১০
আবাসিক মহিলা মাদরাসা নিন্দনীয় বিদআত ও নাজায়েয..............১১১
নাজায়েয বিষয়ে সরকারের আনুগত্য করা জায়েয নেই...............১১৫
অসুস্থ মাদরাসা-শিক্ষকের বেতনের বিধান....................................১১৬
পুরুষের জন্য রূপা ব্যতীত অন্য ধাতব পদার্থের আংটি ব্যবহার করার বিধান..১১৮
সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ..............................১১৯
বোনদেরকে পিতা-মাতার ত্যাজ্যসম্পত্তির অংশ না দেয়া জুলুম........১২০
চাকরির জন্য ঘুস দেয়ার বিধান...১২৪
কুরবানী করতে অসমর্থদের জন্য জিলহজ থেকে কুরবানী পর্যন্ত চুল-নখ না কাটা মুস্তাহাব..১২৬
কিয়ামতের দিন বেনামাযী কারূন ও হামানের সাথে থাকবে............১২৭
জুমুআর রাত্রে ও দিনে মৃত ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে ১২৮
সাত প্রকারের মৃত্যু থেকে নবী (সা.) আশ্রয় চেয়েছেন..................১২৯
বিবাহ শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে হওয়া জরুরি...............................১৩১
আহলে কিতাব ও কাফির নারীর সাথে বিবাহের বিধান..................১৩৩
বীর্যপাত ব্যতীত একবার স্ত্রী-সহবাস করলে গোসল, মোহর ও ইদ্দতের বিধান..১৩৫
সাদা দাড়ি উপড়ানো ও কাটার বিধান...১৩৭
সাত বছরের সন্তানকে নামাযের আদেশ করা সম্পর্কিত হাদীসের বিশ্লেষণ ১৩৭
ইসলাম একমাত্র মনোনীত দীন ও মুসলমানদের উত্থান-পতনের কারণ.১৩৮

পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থা না করে তাবলীগে যাওয়ার বিধান১৪৩
নবী (সা.) নূর ছিলেন নাকি মানুষ ছিলেন?..........................১৪৫
আলেম হওয়া সত্ত্বেও দীনি খেদমত করতে না পারার চিকিৎসা.........১৪৭
বৃদ্ধ মাতা-পিতার সেবা না করা কবীরা গুনাহ.......................১৪৮
ন্যায়পরায়ণ বিচারকের মর্যাদা...................................১৫০
অলঙ্কারের যাকাত আদায় করে জায়েয পদ্ধতিতে পরিধান করা নিন্দনীয় নয়
....১৫২
মৃতের সম্পদ দিয়ে কুলখানির আয়োজন করার বিধান...............১৫৩
মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে কথা না বলার শপথ করা গুনাহ..............১৫৪
বাইয়াতের সময় বেগানা মহিলার সাথে করমর্দন করা ও তার চেহারা দেখা
ভণ্ড পীরের পরিচায়ক...১৫৫
মাকামে ইবরাহীম ও হাজরে আসওয়াদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা...........১৫৭
সেবার মুখাপেক্ষী বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদে গমনের চেয়ে উত্তম
....১৬০
এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা নবীদের সুন্নাত; মাওলানা মওদুদি নির্ভরযোগ্য
আলেম নন..১৬১
চাকরি হারানোর ভয়ে হক কথা না বলা প্রসঙ্গে.......................১৬৫
সৌদি আরবের সাথে ঈদ করা ও রমযানের দু'-এক দিন আগে রোযা রাখার
বিধান...১৬৭
গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা...১৬৯
পড়াশোনা সম্পন্ন করার পর জীবনযাপন ও দীনি খেদমত সম্পর্কে এক
ছাত্রের প্রশ্ন..১৭০
পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও স্ত্রীর কথায় বাসা পরিবর্তন করার বিধান...১৭৪
মাহরাম ছাড়া মহিলাদের সফর করা ও অবস্থান করার বিধান...........১৭৬
তাওবা করলে গুনাহ নেকিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়....................১৭৭
জুমুআর দিন আসর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া কবুল হয় .১৮২
যাকাত ট্যাক্স নয়, যাকাত ইবাদত.................................১৮২
ইমামের পেছনে কিরাত পড়া জায়েয নেই...........................১৮৪
বিষধর ও ক্ষতিকর প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার আমল....................১৮৬
বিনা ওজরে বাসায় নামায পড়া মাকরূহ তাহরিমী ও মুনাফিকের আলামত
....১৮৬

দীনি বিধি-বিধানের সারসংক্ষেপ : ঈমানি মৃত্যুর জন্য করণীয়..........১৮৭
অবৈধ সন্তানের সাথে ওঠাবসা করা ও সুসম্পর্ক রাখার বিধান..........১৮৯
এক স্ত্রী কর্তৃক অপর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্তারোপ করা জায়েয নেই..১৯১
কিয়ামতের দিন গৃহপালিত প্রাণীর ওপর জুলুমের বদলা দিতে হবে....১৯২
মুসলিম হয়েও কাফিরদের সংস্কৃতি ধারণকারী জাহান্নামী..............১৯৪
কিরাতের ক্ষেত্রে ইমামের জন্য মুক্তাদিদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি ১৯৬
মিথ্যা কথা বলে ব্যবসা করলে ব্যবসায় বরকত হয় না..............১৯৭
যে চাকরি করলে নামাযে ত্রুটি হয় এবং হারামে লিপ্ত হতে হয় সে ধরনের চাকরি করা জায়েয নেই..১৯৯
ব্যাংকে সম্পত্তি বন্ধক রাখা এবং ব্যাংক কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি থেকে উপকৃত হওয়ার বিধান..২০০
বিলম্বে ত্যাজ্যসম্পত্তি বণ্টন করলে বর্তমান মূল্য হিসেবে করবে.........২০২
কওমী মাদরাসার ছাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিলে বহিষ্কার করা হয় কেন?..২০৪
পানাহারের সুন্নাত অস্বীকারকারীদের সাথে আচরণ.....................২১০
যাঁরা জান্নাতের অধিবাসী হবেন......................................২১২
সঞ্চয়ের বিপরীতে নির্ধারিত পরিমাণ লভ্যাংশ গ্রহণের বিধান...........২১৩
বেপর্দা চলাচলে বাধা না দিলে মা-বাবা গুনাহগার হবেন..............২১৪
বিদায়ের সময় খোদা হাফেয বলার বিধান..............................২১৫
বৃত্তাকারে বসে সম্মিলিতভাবে যিকির করার বিধান....................২১৬
বিভিন্ন ফিরকা থেকে সঠিক মাসলাক বাছাইয়ের উপায়...............২১৮
দুমুখো ব্যক্তি আমানতদার হতে পারে না...........................২১৯
বিনা ওজরে বাসায় জামায়াত করা মাকরূহ তাহরিমী.................২২০
চুক্তি সম্পাদনের পর তা ভঙ্গ করার বিধান............................২২১
অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের বিধান.........................২২২
জন্মের পর নবজাতকের কান্নার কারণ................................২২৩
গীবতের কাফফারা..২২৫
রাজনীতিতে অংশ নেয়ার বিষয়ে পরামর্শ.............................২২৫
কবীরা গুনাহর তাওবা...২২৬
গরম খাবারে মাছি পড়লে করণীয়....................................২২৯

বীর্যপাত ছাড়া সহবাস করলেও গোসল ফরয হয়..................২৩০
সফর অবস্থায় ইচ্ছায় বা ভুলে চার রাকাআত পড়ার বিধান.............২৩১
তিন রাকাআত বিতর দুই সালামে পড়বে নাকি এক সালামে পড়বে?...২৩১
প্রত্যেক মসজিদে আলাদভাবে আযান দেয়া সুন্নাত...................২৩৩
নামাযে উচ্চস্বরে ও অনুচ্চস্বরে কিরাত পড়ার তাৎপর্য...............২৩৪
সব মসজিদে আলাদা ইমাম-মুয়াযযিন থাকবেন......................২৩৫
সন্দেহযুক্ত ও হারাম উপার্জন দ্বারা সঞ্চিত পুঁজির বিধান..............২৩৭
মৃতের ত্যাজ্যসম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করা জরুরি................২৩৮
আত্মহত্যাকারীর জানাযা ও আনুষঙ্গিক বিধান..........................২৪০
মসজিদে জানাযা পড়ার বিধান ২৪২
মহিলা মাদরাসার শরয়ী বিধান..২৪৩
ফাসিকের জন্য ঈসালে সাওয়াব করার বিধান..........................২৪৭
পাপাচারে লিপ্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে সহাবস্থানের পদ্ধতি.................২৪৯
যে কারণে নবী (সা.) সারা জীবনে মাত্র একবার ইশরাক নামায পড়েছেন
....২৫০
সাত বছরের কম বয়সি শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব মায়ের..........২৫২
শেকল দিয়ে বেঁধে জবরদস্তিমূলক পাঠদানের বিধান...................২৫৩
নিষেধ করা সত্ত্বেও রসিকতা করতে গিয়ে ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণের বিধান
....২৫৪
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাপকাঠি.............................২৫৫
চাকরির জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেটের শর্তারোপ করা ও মিথ্যা মেডিকেল
সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করার বিধান.................................২৬০
যুগকে গালি দেয়ার বিধান...২৬২
জুমুআর নামায-পরবর্তী চার রাকাআত সুন্নাত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত...২৬৩
গুনাহ থেকে তাওবা করার পদ্ধতি......................................২৬৩
নামাযের পর জায়নামাযে বসে যিকির করার বিধান...................২৬৫
মসজিদে জানাযা পড়ার বিধান..২৬৬
ওয়ারিশরা মৃতের গুনাহ ক্ষমা করাতে পারে কি?......................২৬৮
সরকারের শরিয়তসম্মত আইন মেনে চলা ওয়াজিব....................২৭০
এক স্ত্রীর পরিবার কর্তৃক অপর স্ত্রীর তালাক কামনা করা নাজায়েয......২৭২
জুমুআর দিন প্রথম আযানের পর মসজিদে রওনা হওয়া ওয়াজিব.....২৭৪

জুমুআর মসজিদ সংলগ্ন বাড়ি-ঘরে জামায়াতে নামায আদায়ের বিধান..২৭৬
তাবিজের শরয়ী বিধান..২৭৮
সফর অবস্থায় দ্বিতীয় জামায়াতের বিধান..............................২৮১
অসুস্থতা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ..................২৮২
উচ্চস্বরে যিকিরের শরয়ী বিধান....................................২৮৩
প্রথম জামায়াত ছুটে গেলে দ্বিতীয় জামায়াত করার বিধান............২৮৪
মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াত করার বিধান..............................২৮৫
গাভীর গর্ভস্থ বাছুরের বিধান..২৮৬
দাঁড়িয়ে পানি পান করার বিধান......................................২৮৬
সাহাবায়ে কিরামকে গালমন্দ করার বিধান...........................২৮৭
অত্যাচারী শাসকের শরয়ী বিধান...................................২৮৯
নামাযে অলসতাকারী আসল চোর....................................২৯০
নারী-পুরুষ একত্রে চাকরি করা জায়েয নেই..........................২৯২
বিয়ের জন্য কেমন নারীকে প্রাধান্য দেয়া উচিত......................২৯৪
কবরস্থানের এক কোণে মসজিদ করার শরয়ী বিধান..................২৯৫
ফজরের ফরয নামায পড়ার পর সূর্যোদয়ের আগে সুন্নাত পড়ার বিধান..২৯৭
ওয়ালিমার জন্য গরু অথবা ছাগল জবাই করা জরুরি নয়.............২৯৮
দস্তরখানে পতিত খাবার উঠিয়ে খাওয়া সুন্নাত........................২৯৯
নামাযের মধ্যে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়া সুন্নাত নয়..................২৯৯
হানাফীদের নামায কি সুন্নাত মোতাবেক নয়?........................৩০২
মুজিযা ও কারামাতের মর্ম..৩০৮
তাবলীগ জামায়াতে সকাল-সন্ধ্যা সময় কাটানোর সাওয়াবের বিধান...৩০৯
নবী (সা.) কতবার হজ ও উমরাহ করেছেন?..........................৩১০
সালাম ও মুসাফাহায় সগীরা গুনাহ মাফ হয়.........................৩১১
সফরে কষ্ট না হলেও কি নামায কসর পড়তে হবে?....................৩১৪
মানবাঙ্গ সংযোজন করা জায়েয নেই...................................৩১৪
ওয়ায মাহফিলে কি নবী (সা.) আগমন করেন?.........................৩১৬
বরযাত্রী কর্তৃক কনের বাড়িতে ভূরিভোজের বিধান....................৩১৭
খাওয়ার সময় আঙুল চেটে খাওয়া সুন্নাত............................৩১৯
যুগ খারাপ হওয়া বলতে কী বোঝায়?...............................৩২০
আমাদের যুগে মন্দ কাজ বেশি হয় কেন?...........................৩২২

কিয়ামতের দিন নবী (সা.)-এর সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হবে? ৩২৩
ইমামতি করার সময় কুরআন হদরের সাথে পড়বে ৩২৪
যেখানে দীন মোতাবেক জীবনযাপন করা সম্ভব নয়, সেখান থেকে হিজরত করার বিধান ৩২৫
মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় মুয়ানাকা ও মুসাফাহা করার বিধান ৩২৮
হেঁটে হেঁটে ও দাঁড়িয়ে পানাহারের বিধান ৩২৯
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মুজিযা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৩৩০
পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে জমি অদল-বদলের পর তা ফিরিয়ে দেয়ার দাবি করা জায়েয নেই ৩৩১
ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধাচারণকারী সরকারের আনুগত্য জায়েয নেই ৩৩২
বাইয়াত ও মুরিদ হওয়ার শরয়ী বিধান ৩৩২
কাদিয়ানী ও শীয়া সম্প্রদায় কাফির ৩৩৩
কাদিয়ানী ও শীয়া সম্প্রদায় কাফির ৩৩৪
আবু বকর রা.-কে নামায পড়ানোর আদেশ দেয়া দ্বারা খিলাফত দেয়া কীভাবে বোঝা যায়? ৩৩৭
মুসলমান মহামারীতে মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে ৩৩৯
নামাযে কিরাত হদর এবং সংক্ষিপ্ত পড়বে ৩৪০
মহিলার স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা ওয়াজিব ৩৪১
তিন তালাকের পর হালালা ব্যতীত পুনরায় বিবাহ করা জায়েয নেই ৩৪২
কবরের আযাব সত্য ৩৪৪
কবর পাকা করার শরয়ী বিধান ৫৪৩
আমল করলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার হয় ৩৪৫
সুদী ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করা জায়েয নেই ৩৪৮
‘সবাই জাহান্নামে অবতরণ করবে’ এই আয়াতের ব্যাখ্যা ও মর্ম ৩৪৯
শয়তান সবার নিকট কীভাবে আসে? ৩৫০
উপরের দিকে ওঠার সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলা ও নিচের দিকে নামার সময় ‘সুবহানাল্লাহ’ পড়া সুন্নাত ৩৫১
ইমামের পেছনে কিরাত পড়ার বিধান ৩৫১
অধিক নাফরমানির কারণে আল্লাহ তায়ালা মহামারী প্রেরণ করেন ৩৫২
যমযমের পানি উপকারী ৩৫৩

উমরাহ করলে ফরয হজ আদায় হবে না..............................৩৫৪
কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফির..৩৫৫
বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে নফল রোযা রাখবে এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে..৩৫৭
মাগরিবের সময় শিশুদেরকে ঘরের বাইরে রাখা অনুচিত...............৩৫৯
ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ প্রমাণিত, তা অস্বীকার করা অনুচিত...............৩৬০
নামাযের জন্য শিশুদেরকে প্রহার করার বিধান.......................৩৬১
বিতরের নামায এক সালামে পড়তে হয়..............................৩৬৩
ইসলাম গ্রহণের পর খতনা করা জরুরি...............................৩৬৪

রুকু ও সিজদার সঠিক মর্ম

প্রশ্ন-৫২৭: রুকু ও সিজদা উভয়টি ফরয। তার সঠিক মর্মার্থ জানতে চাই। কেননা ছোটবেলায় উস্তাদ শিক্ষা দিয়েছেন যে, রুকুতে এতটুকু ঝুঁকতে হবে যেন মুসল্লির পেছনের ও সামনের অংশ বরাবর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উভয় হাত দ্বারা উভয় হাঁটু ধরে রুকু অবস্থায় কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ পড়বে। কিন্তু বর্তমানে অনেক লোক রুকুতে এভাবে ঝোঁকে না এবং ও তিন তাসবীহ পড়ে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপরে কোনো কোনো বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা তর্ক জুড়ে দেয়। তারা বলে যে, 'ঝোঁকার নাম রুকু। শুধু ঝুঁকলেই রুকু আদায় হয়ে যায়।' তাদেরকে সিজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলে, 'শুধু জমিনে কপাল রাখালেই সিজদা আদায় হয়ে যায়। তিন তাসবীহ পড়া সুন্নাত। এতটুকু দেরি করা জরুরি নয়।

আপনার সমীপে নিবেদন এই যে, দয়া করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে রুকু ও সিজদার মর্মার্থ জানাবেন।
– জাহাঙ্গীর আলম

উত্তর: রুকুর আভিধানিক অর্থ ঝোঁকা। সিজদার আভিধানিক অর্থ জমিনের উপর কপাল রাখা। তবে শরিয়ত মতে রুকুতে শুধু ঝোঁকা যথেষ্ট নয়, বরং পুরোপুরি ঝোঁকা এবং কোমর ও সামনের অংশ বরাবর করে কমপক্ষে তিন তাসবীহ পড়া জরুরি। সুতরাং যারা রুকু-সিজদায় অলসতা করে, তাদের নামায আদায় হলেও তা ত্রুটিযুক্ত। এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে হাদীস শরীফে ধমকি এসেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে রুকু-সিজদায় ত্রুটি করতে দেখে ইরশাদ করেছেন,

> لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ مَثَلُ الْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا

"এই ব্যক্তি যদি এই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাতের পরিপন্থি অবস্থায় মারা

যাবে। সুতরাং তোমরা পরিপূর্ণরূপে রুকু-সিজদা করবে। যে-ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে রুকু-সিজদা করে না তার সাদৃশ্য হলো সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো, যে মাত্র একটি অথবা দু'টি খেজুর খেল; যদ্দারা তার ক্ষুধা নিবারণ হয় না।"[১]

অতএব যারা রুকু-সিজদা দ্বারা শরিয়ত-প্রণেতার উদ্দেশ্য শুধু অবনত হওয়া ও মাথা জমিনে রাখা বলে, তারা হয়তো শরিয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, জেদি অথবা তারা একগুঁয়েমি করে। এই দু'টিই শরিয়তের দৃষ্টিতে মন্দ ও পরিত্যাজ্য।

মহিলারা কখন নিজের ঘর থেকে বের হতে পারবে?

প্রশ্ন-৫২৮: মহিলারা নিজের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কখনো ঘর থেকে বের হতে পারবে কি না? যদি বের হতে পারে, তাহলে কখন ও কোন ক্ষেত্রে বের হতে পারবে? যদি বের হতে না পারে, তাহলে কোন ক্ষেত্রে পারবে না? আশা করি কুরআন, হাদীস ও ফিকহের আলোকে উত্তর দেবেন।

– আল্লাহর এক দাসী

উত্তর: মাতা-পিতা অসুস্থ হলে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁদের সেবা করার জন্য স্বামীর অনুমতি নিয়ে যাবেন। যদি স্বামী অনুমতি না দেন, তাহলে অনুমতি ছাড়াও যেতে পারবেন। অনুরূপভাবে ভাই মারা গেলে মাতা-পিতাকে সমবেদনা জানানোর জন্য যেতে পারবেন। তদ্রূপ নিজের মাহরামদের মধ্য থেকে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তাঁদের সেবা করতে ও তাঁদের সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য যেতে পারবেন। যে মহিলা মৃতের গোসল দেন, ধাত্রীর কাজ করে– তিনি প্রয়োজন-সাপেক্ষে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যেতে যেতে পারবেন।[২]

কিন্তু কোনো মহিলা নন মাহরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নন মাহরামের সেবা ও নন মাহরামের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যেতে পারবেন না। অনুরূপভাবে কোনো ওয়ালিমার দাওয়াতে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যেতে পারবেন না। স্বামীর সাথে অথবা স্বামীর অনুমতিক্রমে কোনো মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে যেতে পারবেন। অনুমতি ছাড়া মাহরামের সঙ্গেও যাওয়া জায়েয হবে না।

১. মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/৩৪৯

২. মাজমূয়াতুন নাওয়াযিল

পর্দার ব্যবস্থা থাকলে ওয়ায মাহফিলে মাহরামের সঙ্গে যেতে পারবেন। মাহরাম ব্যতীত ওয়ায মাহফিলেও যেতে পারবেন না। স্বামীর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করা সম্ভব না হলে মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য মুফতী ও মাওলানা সাহেবের নিকট যেতে পারবেন। মুকিম অবস্থায় স্বামী বা অন্য কোনো মাহরাম সাথে থাকা উত্তম আর সফর অবস্থায় ওয়াজিব। যেসব স্থানে মহিলাদের যাওয়া জায়েয নেই, সেখানে গেলে মহিলারা গুনাহগার হবেন। সেক্ষেত্রে তাঁর জন্য তাওবা করা ওয়াজিব। স্বামীর আদেশ অমান্য করার কারণে স্বামী তাকে শাস্তি দিতে পারবেন।[৩]

স্বামী কখন স্ত্রীকে শাস্তি দিতে পারবে?

প্রশ্ন-৫২৯: যদি স্ত্রী তার স্বামীর বিরোধিতা বা নাফরমানি করে, বোঝানোর পরও যদি সঠিক পথে না আসে, তাহলে স্বামী শাস্তি হিসেবে থাপ্পড় অথবা দুই-চার ঘা লাগাতে পারবে কি না? এক লোক বলে, স্ত্রীকে প্রহার করা অমানবিক। এ সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিকহের বিধান কী? আশা করি সূত্রসহ উত্তর দেবেন।

– চাক্তাই, চট্টগ্রামের এক ব্যক্তি

উত্তর: নিম্নোক্ত কারণে স্বামী স্ত্রীকে মৃদু প্রহার করতে পারবে।

১. স্বামী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে চলার জন্য আদেশ করা সত্ত্বেও যদি স্ত্রী অপরিচ্ছন্ন থাকে,
২. স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের জন্য আহ্বান করলে স্ত্রী বিনা ওজরে অস্বীকার করলে,
৩. স্বামীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বেগানা লোকের ঘরে গেলে,
৪. লাগাতার নামায না পড়লে অথবা নামাযে অলসতা করলে,
৫. স্ত্রী স্বামীর গায়ে হাত তুললে,
৬. স্বামীকে গালি দিলে,
৭. স্বামীর দাড়ি ধরলে,
৮. স্বামীর সঙ্গে বেয়াদবী করলে,

৩. আল-আশাহ ও অন্য ফিকহের কিতাব

৯. স্বামীকে অভিশাপ দিলে,

১০. স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও অন্য কাউকে গালমন্দ করলে।

উপরিউক্ত ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে শাস্তিস্বরূপ মৃদু প্রহার করতে পারবে। এর স্বপক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দলিল।

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

"যাদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও; তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং তাদেরকে মৃদু প্রহার করো।"[৪]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার

প্রশ্ন-৫৩০: স্বামীর ওপর স্ত্রীর কী কী হক রয়েছে এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর কী কী হক রয়েছে? আশা করি সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃতিসহ উত্তর দেবেন।

উত্তর: স্বামীর ওপর স্ত্রীর হক হলো–

১. স্ত্রীর পানাহারের ব্যবস্থা করা;

২. স্ত্রীর পোশাকের ব্যবস্থা করা;

৩. থাকার জন্য ঘর অথবা ঘরের মধ্যে অন্তত একটি পৃথক কামরার ব্যবস্থা করা;

৪. নিজে যে ধরনের খাবার খাবে, স্ত্রীকে সে ধরনের খাবার খাওয়াবে;

৫. নিজে যে ধরনের পোশাক পরিধান করবে, স্ত্রীকেও সে ধরনের পোশাক পরিধান করাবে;

৬. নিজে যে ধরনের ঘরে থাকবে, স্ত্রীকেও সে ধরনের ঘরে রাখবে। এরূপ স্ত্রীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা: গোসলের জন্য কাপড়, সাবান, তেল এবং প্রয়োজনীয় সুগন্ধির ব্যবস্থা করবে। যদি স্ত্রী বিত্তবান বংশের হয়, যদি তার ঘরে সেবিকা থেকে থাকে, স্বামীরও উচিত তার জন্য সেবিকার ব্যবস্থা করা।

৪. সূরা নিসা-৩৪; অনুরূপ আলা-আশবাহ ও অন্যান্য ফিকহের কিতাবে এই বিধান বিবৃত আছে।

স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক হলো–

১. স্বামীর আনুগত্য করা;
২. স্বামী জৈবিক প্রয়োজনে আহ্বান করলে, স্ত্রীর উচিত তাৎক্ষণিক তার ডাকে সাড়া দেয়া;
৩. স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা;
৪. তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার না করা;
৫. স্বামীর মাতা-পিতা ও ভাই-বোনদের সাথে সদাচরণ করা ও অসদাচরণ না করা;
৬. স্বামীর ঘরের মাল-সামানের হেফাজত করা;
৭. বেগানা পুরুষ থেকে নিজের ইজ্জত-সম্মানের হেফাজত করা;
৮. বেগানা পুরুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় আলাপ না করা;
৯. বেগানা লোকের ঘরে না যাওয়া;
১০. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর ঘরের বাইরে না যাওয়া; নিজ মাতা-পিতা অথবা নিজ মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতে হলেও স্বামীর অনুমতি নিয়ে মাহরামের সাথে যাবে। মোদ্দাকথা, স্বামীর অনুগত থাকবে ও তার অবাধ্যতা পরিহার করবে; স্বামীর পছন্দের কাজ করবে এবং স্বামী কোনো মন্দ ও অ-জরুরি বৈধ কাজ থেকে বিরত থাকতে বললে তা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান যথা: ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত আদায় করবে। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতে নিষেধ করেছেন, তা করবে না।

কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্যতা করে, তাহলে সর্বপ্রথম স্বামী তাকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বোঝাবে। যদি বারবার নিষেধ করা ও বোঝানোর পরও ফিরে না আসে, তাহলে হাত দ্বারা মৃদু চপেটাঘাত অথবা ছোট বেত দ্বারা দুই-এক বেত মারবে। এর পরও স্ত্রী যদি নিষিদ্ধ কাজ থেকে ফিরে না আসে, তাহলে দুই-তিন বেতের স্থানে চার-পাঁচ বেত লাগাবে। তবু ফিরে না এলে প্রহারের প্রয়োজন নেই। লাঠি বা বড় ও মোটা কাঠ দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার করবে না, মাথা ও মুখে প্রহার করবে না।

কুরআন হাকীমে রয়েছে, স্ত্রী যদি অবাধ্যতা করে এবং উপদেশ না শোনে, তাহলে তাকে মৃদু প্রহার করা যাবে। এটি হুদূদ নয়, বরং তা'যীর। স্ত্রীর ওপর স্বামীর আনুগত্য ওয়াজিব। যদি স্ত্রী তা অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী স্ত্রীকে প্রথমত নসীহত করবে। এতে কাজ না হলে বিছানা ত্যাগ করবে। তাও কাজে না এলে প্রহার করবে। কুরআনের সূরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াত এর স্পষ্ট দলীল। যে বলে স্ত্রীকে প্রহার করা অমানবিক, সে মানবিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ। কেননা, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারকে অমানবিক কোনো কাজের আদেশ করেন না, বরং ঈমানদারদেরকে মানবিক বানানোর জন্য কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর বিধান নূর ও হিদায়াত এবং রোগীদের চিকিৎসা মাত্র। আল্লাহর বিধানে বড় বড় হিকমাত ও প্রজ্ঞা রয়েছে। যিনি মানবের স্রষ্টা ও মালিক, তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। অভিজ্ঞ। এজন্য এই জাতীয় বিধানে বান্দার উপকার রয়েছে।

বর্তমান আদালতে সাক্ষ্যের মাপকাঠি ইসলামসম্মত নয়

প্রশ্ন-৫৩১: আমাদের পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা নেই। যার কারণে কাফির, ফাসিক ও গুনাহগার ব্যক্তিও কিছু ক্ষেত্রে সাক্ষী হয়। ইসলামী আদালত না হওয়ার কারণে সাক্ষীদরে মধ্যে ইসলাম, ঈমান, আমানত এবং সততা জরুরি মনে করে না; বরং দেশের যে কোনো বাসিন্দা যে কোনো মোকদ্দমায় সাক্ষ্যদান করতে পারে; জজ সবার কথা শুনে ও দেখে ফয়সালা দিয়ে দেন। এতে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়।

শরিয়তানুযায়ী মুসলমানদের হকসমূহের মধ্যে ঋণ দান ও গ্রহণের সাক্ষীদের বিশ্বস্ত ও মুসলমান হওয়া জরুরি কি না? যদি ইসলামী আইনানুযায়ী তাদের ন্যায়পরায়ণ ও মুসলমান হওয়া জরুরি হয়, আর মুসলমানদের হক ও মুআমালায় কাফির, ফাসিক ও অবিশ্বস্ত লোক সাক্ষী দেয়ার পর আদালত সে সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দিয়ে দেয়, তাহলে মুসলমান বিবাদীর জন্য তা মান্য করা ও তদনুসারে আমল করা শরিয়ত অনুযায়ী কতটুকু জরুরি? যদি মুসলমান উক্ত আদালতের ফয়সালা না মানে, তাহলে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হবে। তার জন্য শাস্তির ফয়সালা হবে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের হক ও সম্পদ কীভাবে সুরক্ষিত হবে?

অতএব আপনার নিকট আবেদন হলো, কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য সমাধান পেশ করবেন।

– কয়েকজন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী

উত্তরঃ যে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হয় না, সে রাষ্ট্রের আদালত কীভাবে ইসলামী বিধান মোতাবেক ফয়সালা করবে? তবে বিদ্যমান আইনের ভিত্তিতে যদি কিছু হক আদায় করা সম্ভব হয়, তা গ্রহণ করে নেয়া উচিত। যেক্ষেত্রে জুলুমের শিকার হবেন, সেক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের আশ্রয় নিয়ে দেখতে পারেন। কিছু উপকার পেলে ভালো; না পেলে ধৈর্য ধারণ করবেন। তবে হকের মুকাদ্দমা ও কর্জের মুআমালা যদি মুসলমানের মধ্যে হয়, তাহলে আদালতের পরিবর্তে সালিশী কমিটি ও দীনদার-খোদাভীরু আলেমদেরকে ফয়সালাকারী বানিয়ে ফয়সালা করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের উপকার হবে। কেননা দীনদার ও খোদাভীরু আলেমগণ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হক ও কর্জের মুআমালার সাক্ষীদের জন্য মুসলমান ও বিশ্বস্ত হওয়া জরুরি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষ্য রাখবে।[৫]

হযরত উমর রা. বলেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর লোকজন আমার নিকট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আসে। সুতরাং যে কর্জ স্পষ্ট ও শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং যে ব্যাপারে প্রকাশ্যে বিশ্বস্ত লোক সাক্ষ্য দেয়, আমরা তা মেনে নেব ও বিশ্বাস করবো। আমরা সাক্ষীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই-বাছাই করবো না। কেননা অভ্যন্তরীণ অবস্থার খোঁজখবর নেয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। মিথ্যার ফয়সালা আল্লাহ নিজেই করবেন। আর যে সাক্ষীর বাহ্যিক অবস্থা মন্দ এবং সে কুফরি ও গুনাহে লিপ্ত, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালো হলেও আমরা তাকে বিশ্বাস করবো না; তার কথার ভিত্তিতে ফয়সালা করবো না।"[৬]

---

৫. সূরা তালাক-২।

৬. সহীহ বুখারীঃ সাক্ষ্য অধ্যায়।

অতএব মুসলমানের হকসমূহ ও মুআমালা সম্পর্কে তাদের বিপরীত কাফির ও প্রকাশ্যে গুনাহকারী এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না এবং এরূপ ফয়সালা বিশুদ্ধ হবে না। কাজেই প্রচলিত আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিবর্তে সালিশ কমিটি বা দীনদার-খোদাভীরু আলেমদের মাধ্যমে ফয়সালা করার চেষ্টা করবেন। অন্যথায় ধৈর্য ধারণ করবেন।

ছবি ক্রয়-বিক্রয় ও ইন্টারনেটে ধর্মীয় প্রোগ্রাম দেখার বিধান

প্রশ্ন-৫৩২: বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেখাদেখি আমাদের দেশের লোকেরাও এমন অ্যালবাম ক্রয়-বিক্রয় করছে, যাতে শুধু মডেলদের চিত্র থাকে। এসব চিত্রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের কেশ ও মাথা সজ্জিত থাকে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে তারা শাড়ি, পাজামা ও কোট পরিধান করে থাকে। যাতে ছেলে-মেয়েরা এসব দেখে একই ভঙ্গিতে পরতে পারে। এই জাতীয় ছবির অ্যালবাম হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে এই ধরনের অ্যালবাম ক্রয়-বিক্রয় করা মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য জায়েয আছে কি? এই ধরনের অ্যালবাম ক্রয়-বিক্রয় করলে গুনাহ হবে কি? গুনাহ হলে সগীরা গুনাহ হবে, নাকি কবীরা গুনাহ হবে? কুরআন ও হাদীসের আলোকে উত্তর দিলে কৃতার্থ হব। প্রকাশ থাকে যে, এগুলো প্রথমে ইউরোপে প্রচুর পাওয়া যেত। এখন আমাদের দেশেও চালু হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বক্তাদের ছবি আসে। ছবি সম্বলিত ওয়ায ও বক্তৃতা শ্রবণ করা জায়েয আছে কি? এতে দীনের প্রচার হয় নাকি দীনের বদনাম ও অসম্মান হয়? আশা করি, উক্ত প্রশ্ন দু'টির উত্তর পরিপূর্ণ দলীলসহ দেবেন।

– বান্দা খাদিমুদ্দীন

উত্তর: একান্ত প্রয়োজন ছাড়া চিত্রাঙ্কন করা নাজায়েয ও হারাম। অনুরূপভাবে মডেলের চিত্র একত্র করে ক্রয়-বিক্রয় করা মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য নাজায়েয ও হারাম। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. "বাবুত-তাসায়ীর" শিরোনামে একটি অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ. (أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك)

ইমাম বুখারী রহ. উক্ত হাদীসকে চিত্রাঙ্কন হারাম হওয়ার সাথে সাথে চিত্রের ক্রয়-বিক্রয়কেও নাজায়েয ও হারাম হওয়া প্রমাণ করেছেন।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে দীনি আলোচনা শুনলেও ছবি দেখতে হয়। অথচ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ছবি দেখা জায়েয নেই; বরং গুনাহ। ছবি দেখানো ছাড়াও দীনি বিষয় জানার ও শোনার সুযোগ রয়েছে। এ কারণে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দীন শেখা ও দীন অর্জন করা জায়েয হবে না। যারা ইন্টারনেটে বক্তৃতা করে, সম্ভবত তারা ছবি দেখা জায়েয বলে ফতোয়া দেয়। শরয়ী দলীল ব্যতীত তাদের ফতোয়া মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। আমাদের মতে হাদীসের আলোকে ইন্টারনেটে বক্তৃতাকারী আলেম ছবি প্রদর্শনের কারণে গুনাহগার বলে গণ্য। ছবি দেখা জায়েয বলে ফতোয়া দানকারীও গুনাহগার। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দীন বোঝার ও দীন মতে আমল করার তাওফিক দিন ও গোমরাহী থেকে আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে রক্ষা করুন।

রাজনৈতিক নেতাদের ছবি অঙ্কন করা ও ছবি বিক্রয় করার বিধান

প্রশ্ন-৫৩৩: সম্মানিত মুফতী সাহেব, আপনার উত্তর হস্তগত হয়েছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তর হাদীসের আলোকে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার হায়াতে বরকত দান করুন। আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধব এই ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল। আপনার ফতোয়া দেখার পর তারা তাওবা করে অ্যালবাম নষ্ট করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এটি করার তাওফিক দিন ও গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার তাওফিক দান করুন।

আরেকটি জিজ্ঞাস্য হলো, আমাদের দেশের অনেকে রাজনৈতিক নেতাদের উন্নতমানের ছবি অঙ্কন করে নেতা অথবা তাদের উত্তরসূরিদের সামনে উপহারস্বরূপ পেশ করে। এতে অনেক টাকা ব্যয় ও নষ্ট হয়। পার্টির

নেতা-কর্মীরা চিত্রাঙ্কনকারীকে সাবাশ বা মুবারকবাদ দেয়। এভাবে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের চিত্রাঙ্কন করা ও তাদের চিত্র ক্রয়-বিক্রয় করা অথবা সংরক্ষণ করা অথবা দলের লোকদেরকে উপহার দেয়া জায়েয আছে কি?

এই ফতোয়া জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো, এটি আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক হয়ে গিয়েছে। এটিকে তারা গুনাহ মনে করে না। সুতরাং দয়া করে ফতোয়া প্রদান করবেন; যাতে এহেন গুনাহে লিপ্ত মুসলমান নেতা ও তাদের সন্তানরা উক্ত গুনাহ থেকে রক্ষা পায়।

– জনৈক প্রশ্নকারী

উত্তর: নেতাদের ছবি তৈরি করে বিক্রয় করা ও সুন্দরভাবে ছবি তৈরি করে উপহার দেয়া মূর্তি বিক্রয় করা থেকে কম নয়। যদি কম মূল্যে বিক্রয় করত, তাহলে ছবি বিক্রয়ের গুনাহ হতো। যেহেতু চড়া মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে, কাজেই ছবি বিক্রয়ের সাথে সাথে মূর্তি বিক্রির গুনাহও হবে। কেননা, এতে ছবির সম্মান করা হয়। এ কারণেই তো মূর্তি বিক্রিকে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে।

ছবি বিক্রিও গুনাহ। সর্বাবস্থায় এটি কাফিরের জন্য শোভনীয়। মুসলমানের সন্তানের জন্য এই জাতীয় কাজ করা কোনোক্রমে উচিত নয়। বরং এটি নাজায়েয ও হারাম। অজানা অবস্থায় চিত্রাঙ্কন করলে, বিক্রি বা হাদিয়া দিলে তাওবা করা আবশ্যক। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে আযাব দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন। এটা তাঁর ইচ্ছাধীন।

আমাদের জন্য তো সর্বাবস্থায় গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা, আমরা কালিমায়ে ইসলাম পাঠ করে ইসলামের সকল বিধান ও কাজকর্ম, কথাবার্তা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করেছি। তাই তাঁর বিরোধিতা করা আমাদের জন্য জায়েয নেই, বরং নাজায়েয ও হারাম। আল্লাহপাক সবাইকে হেফাজত করুন।

জমি বিক্রির পর রেজিস্ট্রি করে দেয়া জরুরি

প্রশ্ন-৫৩৪: যায়দ ও আমর দুই ভাই। তাদের পিতা একটি জমি বিক্রি করে টাকা নিয়ে হজ করার পর দেশে এসে রেজিস্ট্রি করে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হুকুমে দুর্ঘটনায় তাদের পিতা মারা যায়। জমির ক্রেতা তাঁর ছেলেদের নিকট বারবার রেজিস্ট্রি করে দেয়ার কথা বলার পরও আজ না কাল করে তারা যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করে। বর্তমানে তারা দুই ভাই বলে, আমরা তোমাকে জমি দেব না; বরং তোমরা টাকা ফেরত নিয়ে যাও। জমির ক্রেতা তাতে রাজি নয়। সে বলে, আমি জমি ক্রয় করেছি। আমার টাকা দিয়ে তোমাদের পিতা হজ করেছেন। এখন আমার ক্রয়কৃত জায়গা আমাকে দিয়ে দাও। যদি জায়গা না দিলে তোমাদের পিতাকে কিয়ামতের দিন জায়গার পরিবর্তে নেক আমল দিতে হবে। এতে আমি রাজি আছি। যায়দ ও আমর বলে, বর্তমানে জায়গার মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। টাকার তুলনায় বর্তমানে জমি অনেক বেশি।

মুফতী সাহেবের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য হলো, যিনি জমি বিক্রয় করে হজ করতে গিয়ে সেখানে ইন্তেকাল করেছেন, তাঁর হজ হয়েছে কি না? বর্তমানে তাঁর ছেলেরা যদি জমি না দেয়, তাহলে তাদের পিতার ওপর জমির ঋণ থাকবে। কিয়ামতের দিন তিনি জমি কোত্থেকে দেবেন? এ কারণে তাঁকে নিজের নেক আমলই দিতে হবে– একথা কি সঠিক?

উত্তর: উল্লিখিত ক্ষেত্রে হাজী সাহেবের ছেলেরা যতদিন পর্যন্ত বিক্রীত জমি রেজিস্ট্রি করে না দেবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁর হজ কবুল হওয়া মওকুফ থাকবে। জমি রেজিস্ট্রি করে না দিয়ে তারা গুনাহের কাজ করেছে এবং তাদের পিতাকেও পেরেশানিতে রেখেছে। এখনো যদি জমি রেজিস্ট্রি করে দেয় এবং দেরির কারণে ক্রেতার নিকট ক্ষমা চায়, আশা করা যায় তাদের পিতার হজ কবুল হবে ও আল্লাহর ধরা থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু তারা যদি বিক্রীত জমি রেজিস্ট্রি করে না দেয়, তাহলে তাদের পিতার হজও যাবে এবং সে টাকার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার আমলনামা থেকে নেক আমল দিতে হবে। তাঁর আমলনামায় নেকি না থাকলে জমির ক্রেতার গুনাহের বোঝা বিক্রেতার আমলনামায় লেখা হবে।

অতএব মৃতের ওয়ারিশ যায়দ ও আমরের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কী করবে? জমির ক্রেতা জমির মালিক হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে জমি দেয়া ওয়াজিব। অন্যথায় কিয়ামতের দিন এই জমির সাতগুণ সমান গলায় লটকানো অবস্থায় উত্থিত হবে। কিয়ামতের ময়দানে দোষী সাব্যস্ত হবে। ক্রেতার টাকার বদলাও দিতে হবে। এমনটা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। হাদীসটি সকলের জানা থাকার কারণে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই।

গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কি অন্যকে নেক কাজের উপদেশ দিতে পারবে?

প্রশ্ন-৫৩৫: সুদের লেনদেন করা কুরআন ও হাদীস মতে কবীরা গুনাহ। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে চতুর্দিকে সুদের কারবার অধিকহারে চলছে। কোনো প্রতিষ্ঠান সুদের কারবার থেকে মুক্ত নয়। এমতাবস্থায় আমরা কী করবো? আমি ব্যাংকে কর্মরত। ছয় মাস পর অবসরপ্রাপ্ত হব। অন্যদিকে আমি দীনি কাজের সাথে যুক্ত। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করছি। এ ব্যাপারে কিছু লোক আপত্তি করে বলে, 'তুমি সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করো, আবার লোকদেরকে দীনের দাওয়াত দিচ্ছ; দীন তো হালাল ও হারামের মধ্যখানে পার্থক্য করা এবং হালাল খাওয়া ও হারাম পরিহার করার আদেশ করে। অথচ তুমি হারামের মধ্যে ডুবে আছো। এতৎসত্ত্বেও তুমি লোকদেরকে কীভাবে দাওয়াত দাও?'

আমি তাবলীগের মুরব্বিদের নিকট বলেছি যে, আমাকে দাওয়াতের কাজে পাঠানো হোক। কিন্তু যিম্মাদার অন্য কাউকে বানালে ভালো হবে। কিন্তু তারা আমাকেই যিম্মাদার নিযুক্ত করে বলে, এটাই বড়দের ফয়সালা। আমার প্রশ্ন হলো:

১. গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি অন্যদেরকে দীনের দাওয়াত দিতে পারবে কি না?
২. উক্ত ব্যক্তি কোনো জামায়াতের আমীর হতে পারবে কি না এবং আপত্তিকারীর আপত্তি কতটুকু সঠিক?
৩. আমি চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হলে আমার অতীতের গুনাহ ক্ষমা হবে কি না?
৪. আমার অতীতে এই আয় থেকে যা ভক্ষণ করেছি, তার বিধান কী হবে এবং বর্তমানে যেসব সম্পদ অবশিষ্ট আছে, তার বিধান কী হবে? আমার সন্তানের জন্য তা হালাল হবে না হারাম হবে?

আশা করি, আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেবেন; যাতে আমার মতো লক্ষ লক্ষ লোক হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা আপনার কাজে ও হায়াতে বরকত দান করুন।

– একজন দাওয়াতের সাথী

উত্তরঃ একথা ঠিক যে, সুদভিত্তিক কার্যক্রম ব্যাপক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সরাসরি সুদের কাজে লিপ্ত হওয়া, সুদ নির্ভর কাজকর্ম করা, সুদের লেনদেন করা, সুদের লেনদেনের বিবরণ লেখা, সুদের সাক্ষী হওয়া ইত্যাদির বিধান ভিন্ন। এই সমস্ত কাজে যুক্ত ব্যক্তি সরাসরি সুদের সাথে লিপ্ত থাকার কারণে তার জন্য আযাবের হুমকি এসেছে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক কাজের মাধ্যমে উপার্জিত টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত মাল-সামানকে হালাল টাকা দ্বারা ক্রয় করা এবং হালাল নিয়মে বিক্রি করার বিধান ভিন্ন। কারণ যারা সরাসরি সুদভিত্তিক লেনদেনের কাজে লিপ্ত, তারা স্পষ্ট হারাম ও নাজায়েয কাজে লিপ্ত। তারা যতদিন পর্যন্ত উক্ত সুদভিত্তিক কারবার থেকে ফিরে আসবে না, তাওবা করবে না, সুদভিত্তিক কারবার ছাড়বে না– ততদিন পর্যন্ত তাদের ইবাদত কবুল হবে না। এই ধরনের লোকের দাওয়াত ও তাবলীগ করা যদিও জায়েয, কিন্তু এতে পুরোপুরি প্রভাব পড়বে না। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহপাকের বাণী দলীল হবে। আল্লাহ বলেছেন,

لم تقولون ما لا تفعلون

যা তোমরা করো না, কেন তা তোমরা বলো[৭]

পক্ষান্তরে যারা হালাল টাকা দিয়ে সুদী ব্যবসায়ী থেকে হালাল উপায়ে মাল-সামান ক্রয়-বিক্রয় করে, সেও এক প্রকার গুনাহগার হবে। এ কারণে যে, সে হারাম কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে মাল ক্রয় করে; হালাল কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে মাল ক্রয় করে না। কিন্তু তার গুনাহ সরাসরি সুদী ব্যবসায়ী ও সুদী মুআমালাকারীর সমান নয়। তার দৃষ্টান্ত এরূপ যে, এক ব্যক্তি সরাসরি আগুনে জ্বলছে, আরেক ব্যক্তি আগুনের পাশে দাঁড়ানো আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি আগুনে না জ্বললেও আগুনের তাপ দ্বারা কষ্ট পাবে। তবে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় কম।

৭. সূরা সাফ-২।

এজন্য আপনি যতদিন থেকে ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত আছেন, চাকরি ছেড়ে পরিপূর্ণ সুদী কারবার থেকে পৃথক না হবেন, ততদিন পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের আমীর হবেন না। ফয়সালাকারী মুরব্বিদের নিকট এই মর্মে ওজর পেশ করবেন যে, আমি উক্ত দায়িত্বের উপযুক্ত নই। এটা উলামায়ে কিরামের ফতোয়া। তাই আপনি দায়িত্ববান হতে অস্বীকার করবেন।

আপনি যদি অবসর গ্রহণ করে তাওবা করেন, অতীতের অর্জিত সম্পদ গরিবকে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত দান করে দেন, হালাল অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেন, তাহলে গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারেন। আল্লাহপাক তাওবা গ্রহণকারী। ব্যাংকের চাকরির মাধ্যমে উপার্জিত আপনার সকল সম্পদ হারাম। অতএব যেসব খরচ করে ফেলেছেন, সে সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। আর অবশিষ্ট সম্পদ ও ঘর নাজায়েয ও হারাম হওয়ার কারণে তা সদকা করা জরুরি। তার জন্য এক ব্যবস্থা হতে পারে যে, কোনো গরিব-মিসকীন ব্যক্তিকে বোঝাবেন যে, আমার ঘর ও সম্পদ হারাম আয় দ্বারা অর্জিত। এগুলো সদকা করতে চাই। যেন আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারি। কিন্তু সকল সম্পদ ও ঘর সদকা করলে নিজের স্ত্রী ও সন্তান কীভাবে চলবে? তাই হকদার গরিব ব্যক্তি প্রশস্তমনা হলে আপনার ঘর তাকে সদকা করে দেবেন। অতঃপর সে ঘর হস্তগত করার পর বিক্রয় করে প্রয়োজন অনুযায়ী একটি ঘর সে নিজের জন্য আরেকটি ঘর আপনার জন্য তৈরি করবে। অবশিষ্ট সম্পদ সম্পর্কে অন্য কোনো গরিবকে উৎসাহ দেবেন যে, এ সম্পদ ও জমি হারাম উপার্জন দ্বারা অর্জিত। তা আমার জন্য হালাল নয়। তবে তোমার জন্য হালাল হবে। তুমি তো সদকা হিসেবে কব্জা করার পর তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে দান করতে পার। অতঃপর সে গরিব ব্যক্তি সদকার জমি ও সম্পদ গ্রহণের পর কিছু নিজে রাখবে আর কিছু দানকারীকে দিয়ে দেবে। তখন এ সম্পদ তার জন্য হালাল হবে।

উক্ত কৌশল তখনই অবলম্বন করবেন, যখন তার নিকট হালাল আয় মোটেই না থাকে, অথবা অধিকাংশ হারাম আয় হয়। আর যদি কারো অধিকাংশ আয় হালাল হয়, হারাম আয়ও কিছু থাকে– তখন শুধু হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদগুলো দান করবে। হারাম উপার্জন করার কারণে তাওবা-ইস্তিগফার করবে। আল্লাহ তায়ালা গফূরুর রাহীম হওয়ার কারণে তাঁর নিকট খালিসভাবে তাওবা করলে তিনি তাওবা কবুল করবেন। কিন্তু তাওবা ও ইস্তিগফার কবুল

হওয়ার শর্ত হলো, অতীতের হারাম ও সুদের আয়ের ঘর-সম্পত্তি সদকা করা। সদকা করা ব্যতীত তাওবা ও ইস্তিগফারে উপকার হবে না। হারাম ভক্ষণ, সুদ ভক্ষণ বা হারামের সহায়তা করা দ্বারা আখিরাতে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হলে ঈমানের বরকতে নাজাত দেবেন। সুদ খাওয়া ও সুদের মুআমালায় সহায়তা করার গুনাহ বড় মারাত্মক; সমস্ত কবীরা গুনাহ থেকে অধিক কঠিন গুনাহ এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করার শামিল। এ সম্পর্কে কুরআন কারীমের সূরা বাকারার ২৭৫ থেকে ২৭৮ নম্বর পর্যন্ত আয়াতের তাফসীর ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সুদভিত্তিক কাজকর্ম থেকে রক্ষা করুন।

আলেম ও সাধারণ মানুষের তাবলীগের পার্থক্য

প্রশ্ন-৫৩৬: দাওয়াতে তাবলীগের কিছু ভাই বলেন, আলেমগণ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মাধ্যমে যেভাবে মানুষকে দীনের দিকে ডাকেন, তাবলীগের এই পদ্ধতি সঠিক নয়। মানুষকে ঈমান ও আমলের ফজিলত সম্পর্কে উৎসাহমূলক কথা বলে দীনের পথে ডাকা জরুরি। মাসআলা ও বিধান বর্ণনা করে এবং জাহান্নামের আযাব ও শাস্তির কথা বলে আহ্বান করলে তেমন উপকার হয় না, যতটুকু উপকার ফজিলতের কথা বলে দীনের দিকে আহ্বান করলে হয়। আমাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের মুরব্বিগণ তা-ই বুঝিয়েছেন। অথচ আলেমগণ তা বুঝতে পারেননি।

কিন্তু জনৈক আলেম বলেন, সৎকাজের প্রতি আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা না হলে জগতের সকল মুসলমান গুনাহগার ও মূর্খতায় লিপ্ত হয়ে যেত। উলামায়ে কিরাম দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করে, দীনি মজলিস ও মাহফিলের ব্যবস্থা করে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের শিক্ষা দেয়ার দ্বারা লোকজন হককে হক ও বাতিলকে বাতিল বলে চিনতে পেরেছেন, হালালকে হালাল আর হারামকে হারাম বলে চিনতে পেরেছেন, জায়েযকে জায়েয আর নাজায়েযকে নাজায়েয বুঝতে পেরেছেন, এমনকি মাকরূহকে মাকরূহ আর মুবাহকে মুবাহ আলেমরাই বোঝাতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে শুধু ফজিলত বর্ণনাকারীদের দ্বারা মাসআলা ও শরিয়তের বিধান জানা যায় না,

হক ও নাহক জানা যায় না। হালাল-হারাম সম্পর্কে তাবলীগী ভাইদের জানা নেই। সকল নবী সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে এসেছেন। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উক্ত সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে এসেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কারণেই সর্বোত্তম উম্মত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

> তোমরা সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।[৮]

কুরআন মাজীদের অকাট্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, এর মাধ্যমে ঈমান ও আমল ত্রুটিমুক্ত হয়। অন্যথায় শুধু ভ্রষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তাবলীগী সাথীর এই বক্তব্য 'ফজিলত ও উৎসাহমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে দাওয়াত দিলে মুসলমানদের উপকার বেশি হয়'– এই কথাটি ভুল ও দলীলহীন।

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতাগণ আলেম ছিলেন। যাঁরা তাবলীগে আসেন, আলেমদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকে। তাঁরা আলেমদের থেকে মাসআলা ও শরিয়তের বিধান শেখেন। যাঁরা আলেমদের বয়ান ও শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হন, তাঁরাই ভালো ঈমান ও আমলওয়ালা হয়ে যান। অন্যদিকে যাঁরা আলেমদের ইলম ও বয়ান দ্বারা উপকৃত হন না, শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের ভাইদের পরামর্শের ভিত্তিতে আমল করেন– তাঁরা গোমরাহীর মধ্যে থাকবেন। তাঁরা সঠিক দীনের ওপর আসতে পারবে না।

দেখুন, আলেমগণ সুদ-ঘুস ও নাজায়েয উপায়ে ব্যবসা করতে নিষেধ করেন। যারা তদনুযায়ী আমল করে, তারা বাস্তব ঈমানদার ও পাকা মুসলমান হয়। আর যারা আলেমদের পরামর্শানুযায়ী আমল করে না, তারা গোমরাহীতে ও হারামে লিপ্ত থাকে।

সে আলেম আরো বলেন, যদি আমার কথা ভুল মনে করেন, তাহলে কোনো মুহাক্কিক আলেমে দীনের নিকট চলুন। তাঁদের পরামর্শ ও ফতোয়া নেব। এর

৮. সূরা আলে ইমরান-১১০।

উত্তরে তাবলীগী ভাই বলেন, সব কথার ব্যাখ্যা আলেমদের থেকে নেয়া ঠিক নয়। তাবলীগী মুরব্বিদরেকে জিজ্ঞাসা করাই যথেষ্ট।

মুফতী সাহেব, আমরা কয়েকজন সাথি জানতে চাই যে, উল্লিখিত আলোচনার মধ্য থেকে কার আলোচনা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য আর কার কথা ভুল ও অগ্রহণযোগ্য? আপনি ফতোয়া দিয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করবেন। আপনার মূল্যবান ফতোয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করবেন। কেননা, উলামায়ে কিরাম নবী-রাসুলগণের ওয়ারিশ। আমাদের বিশ্বাস, দীনি ব্যাপারে দুনিয়ার সকল লোক থেকে আপনারা বেশি অবগত। আমরা কয়েকজন কলেজের সাথি উলামায়ে কিরামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। উলামায়ে কিরাম ও দাওয়াত ও তাবলীগ উভয়ের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আশা করি, অমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাদেরকে সান্ত্বনা দেবেন। আমরা আপনার উত্তরের জন্য অপেক্ষমান।

উত্তরঃ প্রশ্নের আলোকে প্রতীয়মান হয়, কোনো মূর্খ তাবলীগী সাথির সাথে আপনাদের আলোচনা হয়েছে। কেননা, উলামায়ে দেওবন্দ ও উলামায়ে সাহারানপুর তাবলীগের কাজ আরম্ভ করেছেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ., হযরত মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ., শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.– সবাই দেওবন্দ ও সাহারানপুরের সাথে সম্পৃক্ত উলামায়ে কিরাম। তাঁরা উলামায়ে দেওবন্দ ও উলামায়ে সাহারানপুর থেকে পরিপূর্ণরূপে দীনি ইলম অর্জন করে ঈমান ও আমলের মেহমত ও মুজাহাদার শিক্ষাগ্রহণ করেন। আরো অগণিত উলামায়ে কিরামকে দীন ও ধর্মীয় ইলম শিক্ষা দিয়েছেন।

দীনি উলূমের মধ্যে ঈমান-আকীদা, আহকাম ও মাসায়েল এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ– সব বিষয়েই আলোচনা হয়। আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. যেমন ঈমান আনয়নকারী ও আমলকারীদের জন্য সুসংবাদদাতা, তেমনি বেঈমান ও কাফিরদের জন্য আখিরাতের আযাবের ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন। নবী-রাসুলগণ বর্ণনা করতেন যে, ঈমান ও আমলের সুফল হলোঃ আখিরাতের কল্যাণ, দীন ও দুনিয়ার বিজয় বা সফলতা, দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। অন্যদিকে কুফর-শিরক ও আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের বিধানের অবাধ্যতার ক্ষতি হলোঃ জাহান্নামের আযাব, আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি ও আখিরাতে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি। কুরআন মাজীদ ও হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তর বর্ণনা রয়েছে।

পূর্বেকার নবীগণের যুগে কুফর, শিরক ও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার কারণে বিভিন্ন প্রকার আযাব এসছে। এ সম্পর্কীয় আলোচনা কুরআন হাকীমে বিদ্যমান রয়েছে। কওমে নূহ, কওমে সামূদ, কওমে হুদ, কওমে ইবরাহীম, কওমে লূত, কওমে মূসা, কওমে ঈসার ওপর আযাব বর্ষিত হওয়ার কথা কুরআন ও হাদীস ছাড়াও ইতিহাসের কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের দাওয়াত দিতেন; শিরক ও কুফরের কুফল, চুরি-ডাকাতি, সুদ, জুয়া ও ঘুস ইত্যাদির মন্দ দিক সম্পর্কে বলতেন এবং ঈমান ও আমলের সৌন্দর্যের আলোচনা করতেন। আমাদের দীনি কিতাবে যেখানে ঈমান-আমলের কথা আছে, সেখানে ফজিলত ও উপকারের আলোচনা আছে; পাশাপাশি ঈমান ও নেক আমল ছেড়ে দেয়ার শাস্তির আলোচনাও বিদ্যমান আছে। এ কারণে উলামায়ে রব্বানী ও হক্কানী ঈমান-আমলের ফজিলত ও উপকার বর্ণনার সাথে সাথে ঈমান-আমল ছেড়ে দেয়ার শাস্তি এবং দীনি ও দুনিয়াবি লোকসান সম্পর্কেও বর্ণনা করেন। তাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক। তার ওপর আপত্তি করা দীন ও দীনি ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের সূচনা আলেমদের মাধ্যমেই হয়েছে। বর্তমানেও আলেমরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে চলেছেন। তাঁদের পরামর্শে দুনিয়ার মুসলমানগণ দাওয়াত ও তাবলীগে গিয়ে নিজের দীনি দুর্বলতাকে দূর করেন, ঈমান ও আমল যথাযথ করেন, নিজে ঠিক হয়ে অন্যের ঈমান ও আমল ঠিক করার দাওয়াত দিতে থাকেন। অতএব উলামায়ে কিরামের বয়ান ও শিক্ষাকে ভুল আখ্যাদানকারী ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ আসলে অজ্ঞ। অথবা তারা এমন লোক, যাদের সম্পর্ক দীনি ইলম ও উলামায়ে কিরামের সাথে নেই। এরা বাস্তবে দাওয়াত ও তাবলীগের লোক নয়, বরং অন্য ধ্যান-ধারণার লোক; যারা দাওয়াত ও তাবলীগে এসে নিজের ধ্যান-ধারণাকে সাধারণ মুসলমানের ভেতর প্রবিষ্ট করার পূর্ণ চেষ্টা করছে। যাতে আলেমদের মধ্যে ও তাবলীগী লোকদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। উলামায়ে হক্কানী ও রব্বানী তারাই, যারা সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের পথ প্রদর্শন করেন এবং করতে পারেন। তাঁদের নিকট দীনের সকল ইলম আছে। কুরআনের ইলম, হাদীসের ইলম, হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ইলম, ফিকহে ইসলামীর ইলম, উসূলে ফিকহের ইলম,

ফাতাওয়া ও মাসাইল

[চতুর্থ খণ্ড]

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

ফাতাওয়া ও মাসাইল

[চর্তুথ খণ্ড]

(আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর)

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

অনুবাদক

মুহাম্মাদ শোয়াইব কাবিলপুরী

সম্পাদনা

আবুল কাসেম আদিল

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২, ০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

বই	ফাতাওয়া ও মাসাইল [চর্তুথ খণ্ড]
মূল	মুফতি মুহম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
অনুবাদক	মুহাম্মাদ শোয়াইব কাবিলপুরী
সম্পাদনা	আবুল কাসেম আদিল
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শামীম আল হুসাইন
অনলাইন পরিবেশক	রকামারি.কম, ওয়াফিলাইফ
প্রকাশকাল	সেপ্টেম্বর ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৫৭০ (পাঁচশত সত্তর) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

ফী সাবিলিল্লাহ বলতে কী বোঝায়............১৫
বক্তৃতার বিনিময় গ্রহণ করার বিধান............১৭
জায়েয ব্যবসায় বরকত............১৮
বদনজর ও তার চিকিৎসা............১৯
চাঁদা আদায়কারীর সাওয়াব মুজাহিদের সমান............২০
যয়তুনের তেল দ্বারা চিকিৎসা............২১
মৃত্যুর পরে মাতা-পিতার হক আদায়ের উপায়............২১
প্রয়োজন সাপেক্ষে ধর্মীয় আলোচনার বিনিময় নেয়া জায়েয............২২
জিহাদে কাফিরদের শিশু ও মহিলা মারা গেলে মুজাহিদদের গুনাহ হবে না২৩
কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের মুজাহিদদের আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু মারা গেলে এতে মুজাহিদদের গুনাহ হবে না।চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা অস্বীকার করা ভ্রষ্টতা............২৪
আল্লাহর ঊর্ধ্বগমন, অবতরণ ও নিকটবর্তী হওয়ার মর্ম............২৫
কাদিয়ানীরা কাফির, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না............২৬
শুধু নবী-পরিবারকে ভালোবাসা নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়............২৮
উত্তম যুগের পরে নেককার লোক কম হবে............২৯
আসমানী কিতাবের অবতরণকাল............৩১
জারজ ছেলে-মেয়ের ওয়ারিশ তার মা............৩১
দরুদ শরীফের ফযীলত............৩২
সাইয়িদুল ইস্তিগফারের প্রমাণ ও তার ফযীলত............৩২
ফজর ও আসরের নামায দেরি করে পড়া উত্তম............৩৩
শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার সহজ উপায়............৩৫
তাবিজ ও ঝাড়ফুঁক প্রমাণিত............৩৬
মানত পূর্ণ করা সম্ভব না হলে কসমের কাফফারা আদায় করবে............৩৭
নফল নামাযের পরে দোয়া, যিকর ও তাসবীহের পর সম্মিলিত দোয়ার বিধান ৩৮
কিয়ামতের দিন নবী (সা.) তাঁর উম্মতকে কীভাবে চিনবেন............৩৯

মৃত্যুর পরে আযাব থেকে রেহাই পাওয়া আমলের ওপর নির্ভরশীল ৪০
উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দেয়া উচিত ৪১
মহিলারা মসজিদে যাবে না ৪২
ভর্তি ফরমে ছবি সংযুক্ত করার বিধান ৪৩
বিতরের নামায এশার পরেই পড়বেন ৪৪
তাহাজ্জুদের কাযা করা ৪৫
পূর্ণ কুরআন ছিল নবী (সা.)-এর চরিত্র ৪৬
বিয়ে করা সুন্নাত ৪৭
পিতা সন্তানকে অল্প বয়সে বিয়ে দিলে কার্যকর হয় ৪৮
স্বপ্নে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখা সম্ভব ৪৯
নারীর পোশাক পরে পুরুষের নামায পড়ার বিধান ৫০
পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ যোনিতে প্রবিষ্ট হলে গোসল ওয়াজিব ৫১
খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া সুন্নাত ৫২
হালালার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সঙ্গম করা শর্ত ৫২
নামাযের রাকাত-সংখ্যায় পরিবর্তন হয়েছে ৫৪
দরগা নির্মাণের মানত করা জায়েয নেই ৫৫
নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৫৬
অবাধ্য স্ত্রীর স্বামী মারা গেলেও স্ত্রী ত্যাজ্যসম্পত্তির অধিকারী হবে ৫৬
মহিলাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম ৫৮
কবরের উপর ঘর ও গম্বুজ তৈরি করা নাজায়েয ৫৯
নারীদের বাইরে যাওয়া ও মহিলা মাদরাসায় রাত্রিযাপন করা নাজায়েয ৬০
বেদীন শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক ৬১
যোহরের ফরযের পরে সুন্নাত কত রাকাত ৬২
পর্দাহীনতার বিস্তার মানে আল্লাহর আযাব ডেকে আনা ৬২
নেককারদের স্মৃতিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত অর্জন জায়েয ৬৩
মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যাবে না ৬৩
নামায অস্বীকারকারী কাফির ও তরককারী ফাসিক ৬৪
সম্পদ পাওয়া মানে ভালোবাসা পাওয়া নয় ৬৬
আল্লাহর পথে ব্যয়কারী বুদ্ধিমান ৬৯
মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জাহান্নামী ৭১
অন্তরের প্রশান্তির চিকিৎসা ৭১

ইমামতির জন্য নির্ভরযোগ্য ইমাম নির্বাচন ৭৩
প্রথম কাতারে দীনদার লোকদের দাঁড়ানোর গুরুত্ব ৭৫
নামাযে কীভাবে চুরি হয় ৭৭
নামাযে সানা পড়ার বিধান ৭৭
একই মসজিদে তারাবীহর একাধিক জামায়াত জায়েয, ফরযের একাধিক জামায়াত জায়েয নেই ৭৮
রোগীর শুশ্রূষার সুন্নাত তরিকা ৮০
মুসলমান ও মুশরিকদের সন্তান জান্নাতী না জাহান্নামী ৮১
আয়করের শরয়ী বিধান ৮২
রমযানে মাগরিবের সময় দশ-পনেরো মিনিট দেরি করা উচিত ৮৪
সূরা ফাতিহা অনেক রোগের উপশমকারী ৮৫
দীনি ইলম উপকারী ৮৭
ট্যাক্স দ্বারা যাকাত আদায় হবে না ৯২
হারাম সম্পদ সদকা করলে সাওয়াব হয় না ৯৪
ব্যবসায় শরীয়তের বিধানের দিকে লক্ষ রাখা উচিত ৯৫
নিত্য-নতুন বাণিজ্যিক অবস্থাও আলেমদের থেকে জেনে নিন ৯৭
ব্যাংক থেকে লভ্যাংশ নেয়া জায়েয নেই ৯৮
সুদের ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা নাজায়েয ৯৯
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ব্যবসার বিধান ১০০
নির্ধারিত স্থানেই মৃত্যু হবে ১০২
রাসূল (সা.) মানব ছিলেন ১০৩
হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রাধান্য দেয়ার কারণসমূহ ১০৬
একত্রে তিন তালাক দিলে রাসূলের যুগেও তিন তালাক বলে গণ্য হতো ১০৭
সর্বপ্রথম জান্নাতে যাওয়ার আমল ১১০
ফিকহে হানাফী আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.) ভিত্তিক কেন ১১০
নবী (সা.)-এর আদেশ অমান্য করা কুফরি ১১৩
নির্বোধ শাসক থেকে আল্লাহর আশ্রয় ১১৩
নবীরা সবসময় সত্য বলতেন ১১৪
আট ভাইয়ের সবাই সাহাবী ১১৬
নু'মান বিন বাশীর (রা.)-কে কারা শহীদ করেছে ১১৭
হাদীস গ্রহণে সাহাবীদের সতর্কতা ১১৮

মুরতাদের শাস্তি ১২১
সাহাবীদের সঙ্গে ইমাম আবু হানীফার সাক্ষাৎ হয়েছে ১২২
সাহাবী সাহাল ইবনে সা'দের সঙ্গে আবু হানীফার সাক্ষাৎ ১২৩
হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক হাদীস কম বর্ণিত হওয়ার কারণ ১২৩
চার খলীফার খিলাফত সম্পর্কে হাদীস ১২৪
দীনি বিধানের তাবলীগ করা সকলের দায়িত্ব, আলেমদের ওপর তাবলীগ না করার অভিযোগ মিথ্যা ১২৭
কোন ধরনের প্রার্থীকে ভোট দেয়া যাবে? ১২৯
অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেয়া নাজায়েয ১৩০
হালাল খাবার খাবেন এবং মানুষকে কষ্ট দেবেন না ১৩১
শুধু নামায পড়া ও হজ করা দীনদারি নয় ১৩২
নবীজির ঘরে খাদ্যসঙ্কট ১৩৩
মাতা-পিতার মধ্য থেকে কার অধিকার বেশি? ১৩৪
স্ত্রীর চেয়ে মাতা-পিতার অধিকার বেশি ১৪০
সনদহীন ডাক্তার জীবননাশের জন্য দায়ী ১৪১
চিকিৎসা করানো সুন্নাত ১৪২
বদনজরের প্রভাব দূর করার উপায় ১৪৪
কুরবানীর গোশত বণ্টনের মুস্তাহাব পদ্ধতি ১৪৫
রজব ও রবিউল আউয়াল মাসে প্রাণী জবাই করা ১৪৬
আকীকা করা সুন্নাত ১৪৭
কবরে সাহায্য চাওয়া শিরক ১৪৯
নাজায়েয উপায়ে সম্পদ অর্জনকারীরা নির্বোধ ১৫১
গুনাহ থেকে তাওবাকারীর ব্যাপারে ভালো আশা রাখা ১৫৩
নির্বাচনে নারীদের প্রার্থী হওয়া নাজায়েয ১৫৪
অসুস্থতার কারণে গুনাহ মাফ হয়, তবু চিকিৎসা করা সুন্নাত ১৫৫
সৌন্দর্যপূজার চিকিৎসা ১৫৬
দুনিয়ায় নিঃস্ব জীবনযাপন করলাম, আখিরাতে কী হবে? ১৫৮
আমাদের দায়িত্ব তাবলীগ করা, হিদায়াত আল্লাহর হাতে ১৬০
দুনিয়াবি কাজে মসজিদ ব্যবহার করা জায়েয নেই ১৬৪
কবর ও আখিরাতের মুরাকাবা করুন, দুনিয়ার মহব্বত কমে যাবে ১৬৫
লোকদেখানো ইবাদত শিরক ১৬৮

রাসূলের নিন্দা করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তা কার্যকর করা সরকারের দায়িত্ব ১৬৯
কুরআন-হাদীসের আলোকে ব্যভিচারের দণ্ড বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপ ১৭১
রোগীর উদ্দেশে পড়ার দোয়া ও তার নিয়ম ১৭৩
অসুস্থতা ও বালা-মুসিবত থেকে বাঁচার দোয়াসমূহ ১৭৫
বেদীনি বিস্তারের জন্য উলামা কিরাম দায়ী নন ১৭৬
বেদীন জামায়াতের সঙ্গ দেয়া নাজায়েয ১৭৮
যখন কোনো মুসলমান থাকবে না তখন কিয়ামত আসবে ১৮০
মসজিদের নববীতে নামায পড়ার সাওয়াব বাইতুল মুকাদ্দাসে পড়ার চেয়ে বেশি ১৮২
বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার ফযীলত সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্ন ১৮৩
কিয়ামতের আগে ফিতনা ব্যাপক হবে ১৮৪
বর্তমান রাজনীতিকদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস্য নয় ১৮৬
ঈমানদারের ওপর বিপদ এলে ধৈর্যধারণ করা উচিত ১৮৭
মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের হক ছয়টি ১৮৯
মুসলমানকে কাফির সাব্যস্ত করা কুফরি ১৯১
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আগের উম্মতের জন্য হালাল ছিল না ১৯২
অনুপস্থিত যোদ্ধা ও নারীদেরকে গনিমতের অংশ দেয়া ১৯৪
দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় কোনো হিন্দু যিম্মীকে হত্যা করা ১৯৬
কাস্টম হাউজে পড়ে থাকা মালামাল নিলামে বিক্রি করার বিধান ১৯৭
ব্যবসায় মিথ্যা বলে উপার্জন করার বিধান ২০০
মজুত করে উচ্চমূল্যে মাল বিক্রয় ২০১
জাহাজ অথবা কাস্টম থেকে হাতে পাওয়ার আগে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ২০২
পুরোনো সোনা কম দামে বিক্রি করে বেশি দামে নতুন সোনা ক্রয়ের বিধান ২০৪
যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা ২০৭
সালোয়ার, প্যান্ট ও জুব্বা টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা ২০৮
মহিলাদের তাবলীগে যাওয়া এবং মহিলা মাদরাসায় পড়ার বিধান ২০৯

ছবি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনের সীমা ২১৪
ছবি নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য পূর্বসূরীদের ফতোয়া রয়েছে ২১৬
তাহাজ্জুদের জন্য শেষরাতে ওঠার উপায় ২১৯
আল্লাহ ও রাসূলের নৈকট্য লাভের উপায় ২২০
তাহিয়্যাতুল মসজিদ ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব? ২২৩
সাত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় ঠাঁই পাবে ২২৪
মসজিদ ছাড়া অন্য স্থানে তারাবীহর পাশাপাশি ফরয আদায় করার বিধান ২২৮
কবরের ওপর গাছের তাজা ডাল পোঁতার বিধান ২৩২
ঘোষণা ছাড়া নফল, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদ নামায জামায়াতে পড়া ২৩৪
ফরয নামাযের পরে দোয়া করার বিধান ২৩৫
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়কার আমল ২৩৬
হযরত আয়েশার বিয়ে হয়েছে ছয় বছর বয়সে ২৩৮
হযরত আয়েশার বিশেষত্ব গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনার কারণ ২৪০
হযরত হাফসাকে নবী (সা.) তালাক দিয়েছেন কি না এ ব্যাপারে আলোচনা করা সমীচীন নয় ২৪২
উম্মে হাবীবার স্বামী খ্রিস্টান হয়ে মারা যাওয়ার পর নাজ্জাশীর মধ্যস্থতায় রাসূলের সঙ্গে বিয়ে হয় ২৪৩
ইহরাম অবস্থায় মায়মূনার সঙ্গে নবীজির বিয়ে ২৪৫
মুসলিম নারীর হাতে ইহুদি পুরুষ নিহত ২৪৬
উম্মে হানীর সঙ্গে নবীজির বিয়ে না হওয়ার কারণ ২৪৭
শর্তসাপেক্ষে ঝাড়ফুঁক করা জায়েয ২৪৭
দু’ বছরের বেশি বয়সের শিশুকে স্তন্যদান করলে দুধপান সাব্যস্ত হয় না ২৪৮
সাধ্যাতীত পরিশ্রম করা উচিত কি না? ২৪৯
সার্বক্ষণিক হায়েয ও ইস্তিহাযা হলে করণীয় ২৫০
স্থায়ী মুস্তাহাযার জন্য নামায, রোযা, সঙ্গম ইত্যাদির বিধান ২৫১
নবীজির সঙ্গে যায়েদ বিন হারিসা ও উসামা বিন যায়েদের সম্পর্ক ২৫২
নবীজির প্রস্রাবের বিধান ২৫২
হযরত আসমা বিনতে আবু বকরের মৃত্যু ও জানাযা ২৫৪

সাহাবীদের তুলনায় পরবর্তীদের মর্যাদা ২৫৪
ন্যায়পরায়ণ ও অত্যাচারী নেতার পরিণাম ২৫৫
নবী ও তাঁর আদর্শের নিন্দাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সরকারের ওপর ওয়াজিব ২৫৬
ঘুষ নিয়ে বিচারকের ভুল বিচার ২৫৮
সরকারি পদগ্রহণের শরয়ী অবস্থান ২৫৯
উচ্চপদস্থদের দারোয়ান ও পিয়ন রাখার বিধান ২৬০
স্রেফ কাগজপত্রের ভিত্তিতে সম্পত্তি দাবি করা ২৬০
অত্যাচারী শাসককে সহযোগিতা করার বিধান ২৬১
খাবার আগে ও পরে হাত ধোয়া সুন্নাত ২৬২
সবজি ও গোশত খাওয়ার ব্যাপারে নবীজির অভ্যাস ২৬৩
মরণাপন্ন হালাল জানোয়ার জবাই করাই ভালো ২৬৪
নিজের দিক থেকে খাওয়া শুরু করা সুন্নাত ২৬৫
খাওয়ার পরে হাত ধোয়া সুন্নাত, শুধু টিস্যু দিয়ে মোছা যথেষ্ট নয় ২৬৬
মেঝেয় বসে খাওয়া সুন্নাত, অপারগ অবস্থায় চেয়ারে বসে খেলে জুতো খুলে ফেলবে ২৬৭
গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা ২৬৯
মেহমানের জন্য লৌকিকতাপূর্ণ মেহমানদারির উদ্দেশ্য ২৭০
দাওয়াত গ্রহণ-প্রত্যাখানের মাপকাঠি ২৭৪
মাদরাসা ও খানকার খাদেমরা খেদমতের সাওয়াব পাবে ২৭৬
একটি হাদীসের ব্যাখ্যা ২৭৮
সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে চাকরিতে না নেয়ার কারণ ২৭৯
নবীজির প্রিয় পানীয় ২৮১
তিন শ্বাসে পানি পান করার উপকারিতা ২৮২
ব্যক্তিভেদে বালা-মুসিবত বড় বা ছোট হয় ২৮৩
ইসলামের বিধান অমান্যকারী মুসলমান নয় ২৮৫
দেনমোহরের পরিমাণ কত হওয়া উচিত? ২৮৭
দাদি-নানির জন্য শরীয়ত নির্ধারিত ত্যাজ্যসম্পত্তির ওপর আপত্তির সুযোগ নেই ২৮৮
মৃত নবজাতকের গোসল-জানাযার বিধান ২৯০
বোন মীরাসে পূর্ণ অংশের দাবিদার ২৯১

স্বপ্ন এবং এর প্রকারভেদ ২৯৩
একটি স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা ২৯৪
চিকিৎসায় তাকদীর পরিবর্তন হয় না ২৯৭
দৈহিক চিকিৎসা আলেমদের নয়, ডাক্তারদের দায়িত্ব ২৯৭
অবাধ্য স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর নয় ৩০০
তাকদীর অস্বীকারকারী জাহান্নামী ৩০৩
মতানৈক্য থাকবেই, তা কমানোর চেষ্টা করুন ৩০৬
জিন জাতির অস্তিত্ব কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৩০৭
দীনদার প্রার্থীকে ভোট দেয়া জরুরি ৩০৮
জামায়াতে ইসলামী, আহলে হাদীস, বেরলভী ও রেজভী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয় ৩০৯
‘মাগদূব’ দ্বারা ইহুদি আর ’দাল্লীন’ দ্বারা খ্রিস্টান উদ্দেশ্য ৩১২
ইসরাঈলি রিওয়ায়াত বয়ান করার বিধান ৩১২
নবীজির দেহের সুঘ্রাণ মুজিযা ছিল ৩১৪
কাদিয়ানী ও তার অনুসারীরা কাফির ৩১৪
শয়তান শয়তানি না করলেও জাহান্নামী ৩১৮
আল্লাহ তায়ালার দুই ‘খলীল’ ৩১৯
হাউযে কাউসার নিশ্চিত সত্য ৩২০
হযরত ঈসা আ. শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুগত থাকবেন ৩২১
কিয়ামতের দশটি বড় আলামত ৩২২
নারীরা জ্ঞানে ও দীনে অপূর্ণ ৩২৩
সাহাবীগণকে সত্যের মাপাকাঠি মনে না করা গোমরাহি ৩২৮
সকল সাহাবী সত্যের মাপকাঠি এবং জান্নাতী ৩২৯
আখিরাতের অবস্থা দুনিয়ার মতো নয় ৩৩১
ফকির ও গরিবেরাই আখিরাতে সফল ও সম্মানিত ৩৩২
স্বামী-স্ত্রী শরীয়তের অনুগত হলে ঘর জান্নাত সদৃশ হয়ে যায় ৩৩৩
জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ ব্যবহার জীবন্ত দাফনতুল্য ৩৩৭
সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বিরত থাকবে ৩৪৩
নারী নেক কাজ করলে জান্নাতে যাবে ৩৪৫
জিহাদ ফরয হওয়ার শর্ত ৩৪৮
সালাতুদ দুহা ও তার রাকাত-সংখ্যা ৩৫০

৩৫১
৩৫২
৩৫৪
আযানের জবাব দিলে নবীজির সুপারিশ নসীব হবে ৩৫৫
লাশ দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব নয় ৩৫৬
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অবিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার রাখা নাজায়েয ৩৫৭
অমুসলিম রাষ্ট্রে চাকরি করার বিধান ৩৫৯
নামাযে কিরাত হবে হদরের সঙ্গে, বেশি লম্বা নয় ৩৫৯
মসজিদে হারাম ও মসজিদের নববীতে নামাযের সাওয়াব ৩৬১
বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের বিধান ৩৬১
হাদীস দ্বারা দরুদে ইবরাহীম প্রমাণিত ৩৬৬
কালো খেযাব লাগানো নিষেধ ৩৬৭
তওবার আশায় গুনাহ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ৩৬৮
মহামারিগ্রস্ত এলাকায় যাতায়াত ৩৭২
'তোমার লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছা কর'—হাদীসের ব্যাখ্যা ৩৭৩

ফী সাবিলিল্লাহ বলতে কী বোঝায়

প্রশ্ন-৭৫৬: আমরা তাবলীগ জামায়াতের মুরব্বিদের বয়ানে প্রায়ই শুনে থাকি, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যিকির, সদকা, নামায, রোযা ইত্যাদি যে কোনো ইবাদত করলে বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি তা নাকি সাতশ, সাত হাজার, বরং সাত লক্ষ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। তাঁরা বলেন, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া বিরাট সাওয়াব ও বরকতের কারণ। তাই তিন দিনের জন্য বের হও, দশ দিনের জন্য বেরিয়ে পড়ো, এক মাসের নিয়তে রওনা হয়ে যাও, চল্লিশ দিনের চিল্লা লাগাও। এই সফরে যা খরচ করবে, যত নামায-তাসবীহ-তাহলীল করবে, সবকিছুর বিনিময়ে বহু বহু গুণ বেশি সাওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে। এরকম আরও বহু ফযীলতের কথা তাঁরা বয়ান করে থাকেন।

আমার জিজ্ঞাসা হলো, এসব ফযীলতের কথা কি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, নাকি তাঁরা বানিয়ে বানিয়ে বলেন? আশা করি, এ মর্মে কোনো হাদীস থেকে থাকলে তা উল্লেখপূর্বক বিষয়টা বুঝিয়ে বলবেন। আপনার ফতোয়ার ওপর আমাদের গভীর আস্থা রয়েছে। কেননা আপনি সবসময় প্রামাণ্য জবাব দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার এবং আপনার মতো নিষ্ঠাবান আলেম-উলামার হায়াত দীর্ঘায়িত ও বরকতময় করুন এবং সর্বদা সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।

উত্তর: আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে করা সমস্ত ইবাদতের সাওয়াব বেড়ে যায়, একথা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বটে। তবে 'আল্লাহর রাস্তা' বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ে কথা আছে। 'আল্লাহর রাস্তা' তো অনেক। তন্মধ্যে পবিত্র কুরআনে 'আল্লাহর রাস্তা' বলে সর্বপ্রথম যে রাস্তাকে বোঝানো হয়েছে, তা হলো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

এ জিহাদের অর্থ হলো, ইসলামী হুকুমতের তত্ত্বাবধানে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করতে এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারকে টিকিয়ে রাখতে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করা। এমন জিহাদে শরিক হয়ে অর্থব্যয় করলে এবং যত দিন বা মাস সম্ভব হয় ততটা সময় খরচ করলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান সাত লক্ষ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়, বরং আল্লাহ যাকে চান এর চেয়েও বহু বহু বেশি বিনিময় দান করেন। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে:

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।

অন্য এক হাদীসে এসেছে:

يَفْضُلُ الذِّكْرُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِسَبْعِ مِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ

আল্লাহর রাস্তায় যিকিরের ফযীলত সাত লক্ষ গুণ বর্ধিত হয়।[১]

উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় যিকির করলে তার সাওয়াব সাত লক্ষ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এ থেকে নামায ও তাসবীহ-তাহলীলের সাওয়াব বেড়ে যাওয়ার ব্যাপার অনুমান করা যায়। এই বর্ণনার সঙ্গে কিয়াস করে তাবলীগ ও দীনের দাওয়াতে বের হওয়ার আমলকে একপ্রকার জিহাদ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। কেননা এতেও জানমালের কিছু-না কিছু কুরবানী হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ চাইলে তাবলীগ ও দীনি দাওয়াতের কাজে বের হওয়া ব্যক্তিকেও জিহাদের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করতে পারেন।

হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন, হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে কিংবা দীনি ইলম হাসিল করার জন্য বের হয়ে কেউ টাকা-পয়সা খরচ করলে সেও এ হাদীসে বর্ণিত ফযীলত লাভ করবে। একইভাবে দীনি ওয়ায-নসীহত শোনার উদ্দেশ্যে যে সফর করে, পার্থিব কোনো লোভের বশবর্তী না হয়ে, সেও এই ফযীলতের শামিল।

মূল কথা হলো, হাদীসে বলা এ ফযীলত শুধু তাবলীগে বের হওয়ার ক্ষেত্রে নয়, বরং ব্যাপকভাবে এটা সর্বপ্রকার জিহাদ, দীনি ইলম শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়া, দীন প্রতিষ্ঠার কাজে সফর, ওয়ায-নসীহত, তাবলীগ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে মনে হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস হাসান

বক্তৃতার বিনিময় গ্রহণ করার বিধান

প্রশ্ন-৭৫৭: কিছু বক্তা আজকাল চুক্তিভিত্তিক বক্তৃতার বিনিময় গ্রহণ করেন। শ্রোতারাও বিনিময় দেন। কিছু বক্তা আবার পূর্বশর্ত আরোপ করেন না, তবে হাদিয়া হিসেবে তারাও বিনিময় নেন। প্রশ্ন হলো, এ দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটা জায়েয আর কোনটা নাজায়েয? বক্তাদের তো যাতায়াতে অর্থব্যয় হয়, বিনিময় দেয়া-নেয়া না হলে বক্তৃতার জন্য কে যাবে! এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর: আমরা দেখি যে, দীনি তালীম-তাবলীগ ও ওয়ায-নসীহতের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে বেতন দেয়া হয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ মাদরাসার উস্তাযদের এবং মসজিদ কমিটি খতীব সাহেবকে বেতন দেয়। এটা শর্তকৃত লেনদেন ও প্রচলিত হাদিয়ার মতো জায়েয। তবে যাঁরা দৈনিক নয় বরং কয়েক ঘণ্টা ওয়ায-নসীহত করে চলে যান—যাঁদের মধ্যে মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ব্যক্তিদের প্রতিদান তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে—এমন লেনদেনের কিছু শর্তযুক্ত আর কিছু ইচ্ছানুগ হয়ে থাকে। কিছু আলেম এমন লেনদেনকে জায়েয বলেন। এমনকি পেশাদার বক্তাদের সম্মানীকেও কেউ কেউ জায়েয বলে দাবি করেন।

তবে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ওয়ায-নসীহতকে পেশা বানানো ও একে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানানো আপত্তিকর। কেননা জীবনযাপনের বহু ব্যবস্থা সমাজে আছে। ইসলামের অনুসরণীয় যুগে এমন পেশার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আর নসের ব্যাপকতা দ্বারা এটা অগ্রহণযোগ্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

> عن عبد الرحمن بن سعيد أن النبي ﷺ قال: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ
>
> নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কুরআন পড়ো এবং তদনুযায়ী আমল করো। এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, একে নিয়ে সীমালঙ্ঘন করো না, একে (বিক্রি করে) খেয়ো না।[২]

এ হাদীসের শেষ বাক্য وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ ও وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ লক্ষণীয়। শরীয়তের ইলম ও বিধি-বিধানের প্রচার তো করতেই হবে। কিন্তু এজন্য বিনিময় নেয়ার অনুমতি নেই। এ কারণেই পূর্ববর্তী ফকীহগণ বিনিময় নেয়াকে নাজায়েয

২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস হাসানা

বলেছেন। অবশ্য একালের অনেক ফকীহ একান্ত প্রয়োজন বিবেচনায় ওয়ায-নসীহতের বিনিময় নেয়াকে বৈধ বলে মত দিয়েছেন।

কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পেশাদার বক্তাগণের পথ আসলে দীনের প্রচার-প্রসার তথা দাওয়াত-তাবলীগের পথ নয়। তাই আমি এ প্রথাকে নাজায়েয ও মাকরূহ বলে বিশ্বাস করি। এমন ওয়ায-নসীহতকে সাওয়াবের উপযুক্ত মনে করি না। অবশ্য যাঁরা প্রয়োজনের খাতিরে পথখরচ পরিমাণ অর্থ শর্ত করে অথবা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নেয়, যা রীতিসিদ্ধ এবং যা আয়োজকদের চাপে ফেলে না, সেটা নেয়া জায়েয হবে। যদিও তা পছন্দনীয় নয়।

জায়েয ব্যবসায় বরকত

প্রশ্ন-৭৫৮: আমরা জানি যে, ব্যবসা জরুরি একটি পেশা। আল্লাহ তায়ালা ব্যবসার মধ্যে বরকত রেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসার মধ্যে ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, হারাম-হালাল সম্পর্কে উদাসীনতা, সুদি কারবার, জুয়া, ঘুষ ইত্যাদি শামিল হয়ে গেছে। তবুও কি ব্যবসার মধ্যে বরকত হবে? নাকি কেবল হালাল ও হারামে পার্থক্য করে চলা এবং সুদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের জন্যই ব্যবসা একটি বরকতময় পেশা? আশা করি, কুরআন-হাদীসের আলোকে উত্তর দেবেন।

উত্তর: ব্যবসায়ী দু' প্রকার। প্রথম প্রকার যারা সততা ও আমানতদারির সঙ্গে ব্যবসা করে এবং সুদ, জুয়া ইত্যাদি এড়িয়ে চলে। এমন ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বরকত হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার ব্যবসায়ী হলো তারা, যারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, সুদ-ঘুষ-জুয়া ইত্যাদির কারবার করে। হালাল-হারামে তারা কোনো পার্থক্য করে না। এমন ব্যবসায়ী হলো ফাসিক ও ফাজির।

প্রথম প্রকার ব্যবসায়ীদের জন্য হাদীসে সুসংবাদ এসেছে:

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ أو قال: التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে অবস্থান করবেন।[৩]

---

৩. সুনান তিরমিযী

দ্বিতীয় প্রকার ব্যবসায়ী সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ»

মর্মার্থ: যারা ব্যবসায়ে হালাল-হারাম পার্থক্য করে না বরং সুদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদির কারবার করে, তারা ফাসিক-ফাজির। তাদের ব্যবসায়ে কোনো বরকত নেই। তাদের জন্য দুনিয়া-আখিরাতে লোকসান আর লোকসান।

বদনজর ও তার চিকিৎসা

প্রশ্ন-৭৫৯: কিছু লোকের দৃষ্টি প্রকৃতিগতভাবে অস্বাভাবিক হয়ে থাকে। এরা কোনো সুন্দর ছেলে-মেয়ের দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে নজর লেগে যায়। ফলে সেই ছেলে বা মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমন লোক থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কী? কারণ শিশুদেরকে তো হাঁটা-চলায় নিষেধ করা যায় না। আর যদি এভাবে কেউ বদনজর লেগে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার চিকিৎসা কী এবং এজন্য বিশেষ কোনো দোয়া আছে কি না?

উত্তর: যাদের দৃষ্টি থেকে বদনজর লাগে তাদের চিকিৎসা হলো একথা তাদেরকে বলে দেয়া যে, যখন তারা সুদর্শন কোনো ছেলে-মেয়ে বা সুন্দর কিছু দেখে, তখন যেন বলে 'মা-শা-আল্লাহ, কী সুন্দর ছেলে/মেয়ে অথবা 'মা-শা-আল্লাহ, কী চমৎকার বাগান!' অর্থাৎ মানুষ বা জিনিসের সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে 'মা-শা-আল্লাহ' কথাটি যোগ করবে। 'বারাকাল্লাহ'ও বলতে পারে। তাহলেই আর বদনজর লাগবে না। আর ঘটনাক্রমে যদি কারো ওপর বা কোনো কিছুতে বদনজর লেগে যায়, তাহলে এ দোয়া পড়বে:

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ

বদনজর সত্য।[৪]

৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস সহীহ

হাদীসে আছে, যদি বদনজর লাগানো ব্যক্তিকে চেনা হয়ে যায়, তাহলে তার ওযু-গোসল করা পানি দিয়ে বদনজর লাগা ব্যক্তিকে গোসল করাবে। এর দ্বারা বদ নজরের প্রভাব কেটে যায়।

চাঁদা আদায়কারীর সাওয়াব মুজাহিদের সমান

প্রশ্ন-৭৬০: কিছু কওমী মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষক-ছাত্রকে সদকা-খয়রাত আদায় করার জন্য বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে গ্রামে পাঠায়। তারা মসজিদে, বাজারে, দোকানে সদকা-খয়রাত উসুল করতে যায়।

কেউ কেউ একে খারাপ চোখে দেখে। কেননা উদাহরণস্বরূপ রমযান মাসে যখন মানুষ নামায পড়ে, তাসবীহ-তাহলীল করে, আরও নানা ইবাদত করে। কিন্তু চাঁদা উসুলকারীগণ চাঁদা সংগ্রহে মেহনত করতে গিয়ে ঠিকমতো নামায পড়তে পারে না, তিলাওয়াত করতে পারে না, এমনকি অনেকে পরিপূর্ণ খতমও পড়তে পারে না। এখন প্রশ্ন হলো, সে বেচারারা কিছু সাওয়াব পাবে কি না?

উত্তর: উলামা ও তালাবাদের মধ্যে যাঁরা মাদরাসার জন্য যাকাত ও চাঁদা সংগ্রহ করার জন্য সফর করেন, তাঁদের নিয়ত যদি খালিস তথা বিশুদ্ধ হয়ে থাকে, অর্থাৎ দীনের খেদমতের জন্য বা আল্লাহর দীনের শিক্ষা বিস্তারে মেহনত করার চেতনা নিয়ে কাজ করে থাকে, তাহলে সংগ্রহ বেশি হোক বা কম, তাঁরা তাঁদের পরিশ্রম অনুপাতে সাওয়াব লাভ করবে। হোক সে মাদরাসার শিক্ষক বা ছাত্র। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

> الْعَامِلُ فِي الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ لِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ
>
> আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সদকা সংগ্রহকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতো, যতক্ষণ না ফিরে আসে।[৫]

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সদকা-খয়রাত উসুল করার জন্য যায় খালিস দীনের খেদমতেরই উদ্দেশে, সে ফিরে আসা পর্যন্ত গাযী ফী সাবিলিল্লাহ বলে গণ্য। যেভাবে একজন মুজাহিদ-ই ইসলাম জিহাদের ময়দানে থাকে এবং তার বিশুদ্ধ নিয়তের ফলে সে গাযী ফী সাবীলিল্লাহ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

৫. মুসনাদে আহমাদ, সুনান আবু দাউদ

একইভাবে উলামা ও তালাবা যাকাত ও সদকা উসুল করার জন্য যখন বিভিন্ন এলাকা এ নিয়তে সফর করেন যেন তিনি মাদরাসার খালি ফান্ডকে দীনের ইলম প্রচারের স্বার্থে পূরণ করতে পারেন, তখন তাঁর এ কাজও এক প্রকার জিহাদ। তাঁকে নিঃসন্দেহে তাঁর কাজের সাওয়াব দেয়া হবে, লোকেরা যা-ই বলুক না কেন।

যয়তুনের তেল দ্বারা চিকিৎসা

প্রশ্ন-৬৬১: সৌদি আরবে সর্বত্র যয়তুনের তেল পাওয়া যায়। তারা তা খায় এবং ব্যবহার করে। কিন্তু আমাদের দেশে খাঁটি যয়তুন তেল সহজলভ্য নয়। কোথাও পাওয়া গেলেও তা বিশুদ্ধ নয়, মিশ্রিত। একইভাবে চামেলি ফুলের তেলও সহজে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও দাম অনেক বেশি।

আমরা শুনেছি, একবার কোনো এক হেকিম আপনাকে যয়তুন তেলের একটি ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, যাতে আপনি উপকার পেয়েছিলেন। যদি মেহেরবানি করে আমাদেরকে সেটা জানাতেন এবং সেই সঙ্গে যয়তুনের ফযীলত সম্পর্কে কোনো হাদীস থেকে থাকলে সেটাও উল্লেখ করতেন, তাহলে কৃতজ্ঞ হতাম।

উত্তরঃ আমি প্রায় বিশ বছর আগে একবার অসুস্থ হয়েছিলাম, প্রশ্নে আপনি সম্ভবত সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আমি অনেক চিকিৎসা নিয়েছি। তখন একজন হেকিম যয়তুন তেল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। যয়তুন তেল গরম করে আক্রান্ত অঙ্গে সকাল-বিকাল মালিশ করে আমি উপকার পেয়েছিলাম।

মৃত্যুর পরে মাতা-পিতার হক আদায়ের উপায়

প্রশ্ন-৬৬২: আমার মাতা-পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। বেঁচে থাকতে আমাকে লালন-পালন করেছেন এবং জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। বর্তমানে আমার আর্থিক অবস্থা আলহামদু লিল্লাহ সন্তোষনক।

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, আমি আমার মাতা-পিতার জন্য তেমন কিছু করতে পারিনি। তাঁদের কোনো খেদমত করতে পারিনি। কেবল সালাম-কালাম করেছি। তাঁদের সঙ্গে সাধারণ লোকের মতো ব্যবহার করেছি। কিন্তু

এখন কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করার পরে বুঝতে পারছি যে, তাঁদের হক কত বেশি ছিল। এখন আমি তাঁদের হক পুরোপুরি আদায় করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সেই সুযোগ নেই। অনুগ্রহপূর্বক বলে দিন যে, এখন আমি এমন কী কী করতে পারি, যার ফলে তাঁরা আখিরাতে উপকৃত হবেন এবং আমার ওপর তাঁদের আত্মা খুশি হবে।

উত্তরঃ মাতা-পিতা মারা গেলে তাঁদের জন্য সন্তানের চারটি কাজ করবার আছেঃ

১. কুরআন তিলাওয়াত করা।
২. তাসবীহ-তাহলীল করে তাঁদের জন্য ঈসাল-ই সাওয়াব করা।
৩. তাঁদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকা। যেমন, প্রতিদিন একশ'বার ইস্তিগফার পাঠ করে তাঁদের আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করা।
৪. লোকদের সঙ্গে তাঁরা যে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলেন, সেগুলো পূর্ণ করা। তাঁদের কোনোরকম দেনা থাকলে তা শোধ করা। তাঁদের বন্ধু-স্বজনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, সাক্ষাৎ করা ও তাঁদের খোঁজ-খবর নেয়া। আবু দাউদ, হাকিম ও ইবনে মাজায় উদ্ধৃত এ সংক্রান্ত হাদীসের ইবারত অনেক বড়, তাই এখানে সার কথা লিখে দিয়েছি।

প্রয়োজন সাপেক্ষে ধর্মীয় আলোচনার বিনিময় নেয়া জায়েয

প্রশ্ন-৬৬৩ঃ এক আলেম বক্তাকে লোকেরা বিভিন্ন স্থানে দাওয়াত করে নিয়ে যেত। তাঁর বক্তৃতা প্রামাণ্য ও সুস্পষ্ট বলে তিনি খুব জনপ্রিয়। প্রথম প্রথম হাদিয়া যা দেয়া হতো, তিনি তা-ই নিয়ে নিতেন। কিন্তু পরে তিনি একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেন। নিজের উপজেলার মধ্যে হলে প্রতি ঘণ্টা বয়ানের বিনিময়ে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে, উপজেলার বাইরে হলে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা। আর এক জেলা থেকে অন্য জেলায় গেলে পথখরচ ছাড়াও পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা দিতে হবে।

তাঁর দাবি হলোঃ আমার বয়ান প্রামাণ্য ও সুবিন্যস্ত হয়, দৃষ্টান্তে পূর্ণ থাকে। এভাবে অন্য কেউ বয়ান করতে পারে না। পারলে বয়ান করে দেখিয়ে দিক। একই বিষয়ের ওপর আমি বয়ান করব এবং অন্যজনও করবে। যার বয়ান ভালো ও সুন্দর হবে, তাকে আপনারা টাকা দেবেন।

আমার জিজ্ঞাসা হলো, এভাবে ধর্মীয় বয়ান করে টাকা নেয়া ও গর্ব করে চ্যালেঞ্জ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর: নিজের বয়ান নিয়ে অহংকার করা এবং এভাবে চ্যালেঞ্জ করা যে, 'পারলে কেউ আমার মতো বয়ান করে দেখাক', এতে তো তিনি লোক-দেখানো ও মানুষকে খুশি করার উদ্দেশ্যে বয়ান করেন বলে মনে হয়। তার ওপর রয়েছে নিজের দাবিমতো টাকা নেয়ার ব্যাপার। আমার বিবেচনা অনুযায়ী যখন তিনি দীন প্রচার ও মানুষের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে বয়ান করেন না, বরং আপন কৃতিত্ব জাহির আর টাকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান করেন, তখন এটা হাদীসের কথা অনুযায়ী জাহান্নামের সামান হবে। হাদীসটি এখানে তুলে দেয়া হলো:

«مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ، لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَقَفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَوْقِفَ رِيَاءٍ، وَسُمْعَةٍ» رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح كما رواه أحمد في مسند من رواية مهر بن سعد بن العاص)

আল্লাহ তায়ালা এ আলেমকে হিদায়াত দিন। দীনি ইলম তো টাকা বা সুনাম অর্জনের জন্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা, তাদেরকে শান্তির ও মুক্তির ব্যবস্থাপত্র দেয়া। যদি ওই বক্তা বেশি অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে ন্যূনতম যে পরিমাণ টাকায় তাঁর মৌলিক চাহিদা মিটে যায় কেবল তা নিতে পারেন, যেমন ধরুন প্রতি ঘণ্টার জন্য দু' হাজার টাকা। এটা জায়েয হবে।

জিহাদে কাফিরদের শিশু ও মহিলা মারা গেলে মুজাহিদদের গুনাহ হবে না

প্রশ্ন-৭৬৪: ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী যদি কাফিরদের ওপর আক্রমণ করে যখন তা করা জরুরি বা বৈধ, অথচ তখন আক্রান্ত কাফিরদের মধ্যে নারী, শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে। এমতাবস্থায় ওই নারী, শিশু বা প্রতিবন্ধীদের হত্যা করলে গুনাহ হবে কি না? হাদীসের আলোকে জবাব আশা করছি।

উত্তর: ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী যখন তার শত্রুদেরকে হামলা করতে যায়, তখন তাদের নিয়ত থাকে এমন যে, তারা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের

অস্তিত্ব বা নিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন শত্রুদেরকেই কেবল আক্রমণ করতে যাচ্ছে। ভুলবশত যদি বড়দের সঙ্গে নাবালক শিশু, নারী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আক্রমণের মুখে পড়ে মারা যায়, তাহলে এতে মুসলমানদের গুনাহ হবে না। কেননা কাফির-মুশরিকদের নারী-শিশুও তাদেরই অন্তর্গত।

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَغْشَى الدَّارَ أَوِ الدِّيَارَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَيْلًا مَعَهُمْ صِبْيَانُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، فَنَقْتُلُهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْهُمْ

সায়াব ইবনে জাসসামা (রা.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যখন কাফিরদের এলাকা আক্রমণ করি, তখন তো তাদের মধ্যে নারী ও শিশুরা থাকে। এমতাবস্থায় তাদের ওপর আক্রমণ করব কি না? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, মুশরিকদের মহিলা ও শিশুরা তাদেরই বিধানের শামিল।[৬]

কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের মুজাহিদদের আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু মারা গেলে এতে মুজাহিদদের গুনাহ হবে না।চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা অস্বীকার করা ভ্রষ্টতা

প্রশ্ন-৭৬৫: কিছু লোক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মুজিযা অস্বীকার করে এবং এ নিয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করে। এ সম্পর্কে হাদীসের আলোকে আপনার জবাব জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা হাদীস ও ইতিহাস উভয়টি দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসটি এই:

عن محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه قال: انشقَّ القمرُ على عهد رسول الله ﷺ، فصار فِرْقتين: فِرْقةً على هذا الجبل، وفرقة على هذا الجبل. فقالوا: إن كان سحرَنا محمد فإنّه لا يستطيع أن يسحرَ النّاس كلَّهم (رواه أحمد)

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা অস্বীকারকারী গোমরাহিতে রয়েছে। কেননা যে মুজিযা হাদীস ও ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত, তা অস্বীকার করার দ্বারা হাদীস ও ইতিহাস অস্বীকার করা হয়। কাজেই এমন লোকদের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করে ধারণা শুধরে নেয়া ওয়াজিব।

৬. মাজমাউয যাওয়াইদ, মুসনাদে আহমাদ

আল্লাহর ঊর্ধ্বগমন, অবতরণ ও নিকটবর্তী হওয়ার মর্ম

প্রশ্ন-৭৬৬: হাদীসে আছে- রাতের শেষাংশে এমন একটি সময় আছে, যখন আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। আর ডাকতে থাকেন যে, কোনো অভাবী থাকলে সে যেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। কিংবা কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী, যে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তিনি অভাব দূর করে দেবেন এবং গুনাহ মাফ করে দেবেন। এভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ঘোষণা করতে থাকেন।

এ হাদীসটি কিছু লোক মানে না। তারা বলে, ঊর্ধ্বগমন ও অবতরণ হলো শরীরধারী জীবের গুণ। কিন্তু আল্লাহর সত্তা তো নিরাকার। তাই ঊর্ধ্বগমন ও অবতরণ আল্লাহর জন্য হতে পারে না। মুফতী সাহেব, এমন আপত্তির উত্তর কী?

দ্বিতীয়ত, তারা আরও আপত্তি করে যে, আল্লাহ তায়ালা তো সর্বদাই গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়ে নিকটে আছেন। কাজেই অবতরণের অর্থ কী?

উত্তর: উল্লিখিত হাদীস হযরত জুবায়ের ইবনে মুতয়িম (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আরও সাহাবা কিরাম থেকেও সহীহ সনদে এটা আছে। একে মুতাযিলা সম্প্রদায় অস্বীকার করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ হাদীসকে বিশুদ্ধ মনে করেন। যারা আপত্তি করেন তাঁরা আল্লাহর জন্য বাহ্যিক ও শারীরিক عروج (ঊর্ধ্বগমন) ও نزول (অবতরণ) উদ্দেশ্য করেন। এটা ঠিক কথা নয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হলো, نزول দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতের মাধ্যমে অধিকতর নিকটবর্তী হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সবসময় মানুষের নিকটবর্তী বটেন, তবে শেষ রাতে তিনি অধিকহারে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর نزول-এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় শান মোতাবেক অবতরণ করেন। শারীরিকভাবে মাখলুকের আকারে অবতরণ করেন না।

যারা এই ব্যাখ্যা মানেন না, তারা মুতাযিলা নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আপনি এদের থেকে দূরে থাকবেন। নইলে আপনাকেও তারা পথভ্রষ্ট করবে।

কাদিয়ানীরা কাফির, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না

প্রশ-৭৬৭: আমাদের এলাকায় কিছু কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। তারা বলে, 'সুন্নীরা পথভ্রষ্ট। তারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বলে বিশ্বাস করে না। এজন্যই তারা দুনিয়াজুড়ে অসম্মান ও লাঞ্ছনার শিকার। কাদিয়ানীরা এমন নয়। তাদের সম্পর্ক সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে আছে। তাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো।' এসব কথা বলে তারা আমাকে লোভ দেখায়।

মুফতী সাহেব, আগে তো একের পর এক নবী আসতেন দুনিয়াবাসীর হিদায়াতের জন্য। বর্তমানে নতুন নবী এলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অসুবিধা কী? তারা কেন নতুন নবীর কথা মানে না? আমাকে হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে বলবেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া অন্যকে নবী বলে বিশ্বাস করলে কেউ কাফির ও বেঈমান কেন হবে?

উত্তর: আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল নবীর শেষে দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন। এরপর অন্য কোনো নবী আসবেন না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী:

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ والخاتم والْعَاقِبُ

আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি সর্বশেষ নবী।

এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। এমন শত শত বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي

আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে কোনো নবী নেই।[৭]

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ كَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

আমার পরে কেউ নবী হলে তা হতো উমর। (অর্থাৎ কোনো নবী হবে না।)[৮]

৭. সিহাহ সিত্তাহ

৮. সুনান তিরমিযী

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।

এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ লিখেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র জগতের নবী, আগের ও পরের সকল যুগের সকলের নবী। সবাইকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুয়ত স্বীকার করতে হবে। সমস্ত নবীগণ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খাতামুন নাবিয়্যীন বা শেষ নবী বলে স্বীকার করে গিয়েছেন।

উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে উত্তম যুগে তথা সাহাবীদের যামানা, তাবিয়ীনদের যামানা ও তাবে তাবিয়ীনের যুগে সকলেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শেষ নবী ও রাসূল সাব্যস্ত করেছেন। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে যারা নবুয়তের দাবি করেছে তাদেরকে 'কাযযাব' তথা মিথ্যা নবী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদেরকে কাফির ও মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা ও ইত্তিফাক হয়েছে।

অতএব গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও মিথ্যুক, মুরতাদ, যিনদীক ও কাফির। তাকে নবী বলে স্বীকার করলে কেউ মুসলমান থাকবে না, বরং মুরতাদ ও কাফির হয়ে যাবে।

ধন-সম্পদ, নারী-গাড়ি-বাড়ি পাওয়া সফলতা ও উন্নতির নিদর্শন নয়। চিন্তা করে দেখুন, আমেরিকা ও ব্রিটেনবাসী দুনিয়াবি দিক থেকে বেশ উন্নত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মুশরিক, কাফির ও জাহান্নামী। একইভাবে ইহুদি-খ্রিস্টানরাও উন্নত জাতি, যদিও তারাও বিপথগামী, বিপথে পরিচালনাকারী ও অভিশপ্ত। আল্লাহ তায়ালা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ও সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছেন।

কাজেই দুনিয়ার সম্পদ দ্বারাই মানুষ সফলকাম হয় না, বরং চূড়ান্ত সাফল্য হলো সঠিক দীনের ওপর চলতে পারার মধ্যে। তাই যারা দীন ইসলামকে স্বীকার করবে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সফল মানুষ। আর যারা দীন ইসলামকে স্বীকার করে না, তারা কাফির, মুশরিক, বেদীন, মুলহিদ, নাস্তিক। দুনিয়াতে তাদের যত উন্নতিই হোক না কেন, অবশেষে তারা জাহান্নামেরই ইন্ধন হবে।

ঈমান ও ইসলাম অনেক বড় সম্পদ। যার কাছে ঈমান-ইসলাম আছে, তার কাছে সবকিছুই আছে। আর যার কাছে দুনিয়ার সকল সম্পদ আছে কিন্তু ঈমানি দৌলত নেই, ইসলাম নেই, সে তো রিক্ত ও ব্যর্থ। যেদিন মৃত্যু আসবে সেদিন সে এটা পরিষ্কার দেখতে পাবে।

অতএব কাদিয়ানীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। তাদের থেকে দূরে থাকুন। হক্কানী উলামার সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। না-হয় বড় ক্ষতির আশঙ্কা আছে। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ও আপনার সাথিদেরকে হেফাজত করুন!

শুধু নবী-পরিবারকে ভালোবাসা নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়

প্রশ্ন-৭৬৮: হযরত মুফতী সাহেব, কিছু শিয়া রাফিযী বলেন, নবী-পরিবারের সঙ্গে মহব্বত রাখো, তাহলে জান্নাতে যাবে। তাতে তোমার বাহ্যিক অবস্থা যতই খারাপ হোক। যেমন তুমি নামায পড়নি, রোযা রাখনি, আরও নানা গুনাহ করেছ। আল্লাহ তায়ালা নবী-পরিবারের সঙ্গে মহব্বতের কারণে তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। এ বক্তব্যের ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে?

উত্তর: শিয়া রাফিযী সম্প্রদায়ের ওই ব্যক্তির বক্তব্য ভুল, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। কেননা নবী-পরিবারের মহব্বত যথেষ্ট হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)-কে কেন বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঈমান-আমল ও চরিত্র ঠিক করে নাও, তা নইলে আমি নবী তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না?

হযরত আয়েশা (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন: কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশের জন্য কোথায় আপনার সাক্ষাৎ পাব? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বলেন, আমাকে কিয়ামতের দিন তিন স্থানে পাবে: ১. পুলসিরাতের গোড়ায়, ২. আমল মাপার স্থানে, ৩. হাউযে কাউসারের পাশে।

নামায আদায় করা তো সকল মুসলমানের ওপর ফরয। নামায ত্যাগকারী শাদ্দাদ, ফেরাউন, হামানের সঙ্গে জাহান্নামে যাবে। নামায না পড়লে সে কবরের আযাব থেকেও রেহাই পাবে না।